ইলিয়াডের গল্প।

(সচিত্র)

কর্ম্মবীর প্যারীচরণ সরকারের জীবন-চরিত,

"অডিসির গল্প" প্রভৃতি প্রণেতা

শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ বি, এ,

প্রণীত।

প্রকাশক—শ্রীঅবিনেন্দ্রনাথ সিংহ,

৬৬ নং কালিদাস সিংহের লেন, কলিকাতা।

১৩২১ সাল।

মূল্য আট আনা।
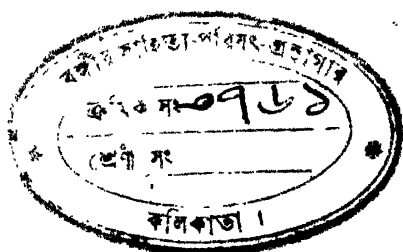
বিজ্ঞাপন।

ইলিয়াড কাব্যের ইংরাজি অনুবাদ, সমালোচনা ও গল্প বিষয়ে বিবিধ গ্রন্থ অবলম্বনে, এ দেশীয় পাঠকবর্গের উপযোগী করিয়া এই পুস্তকখানি লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থকারগণের মতভেদ স্থলে ইংরাজ সাহিত্যাচার্য্য, Ancient Classics for English Readers গ্রন্থাবলীর সম্পাদক, Rev. W. L. Collins M A. পণ্ডিত-প্রবরের অভিমতই শ্রেষ্ঠ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। ব্যক্তি ও স্থানের নামগুলির ইংরাজি উচ্চারণ যথাসম্ভব অবিকৃত রাখিয়াছি। পাঠার্থীদিগের সুবিধার জন্য নামগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় সহ একটী বর্ণানুক্রমিক তালিকা পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

কলিকাতা,
অগ্রহায়ণ, ১৩২১।

শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ।

উপহার

পরমসুহৃৎ

কবিবর শ্রীযুক্ত রসময় লাহা

করকমলেষু—

সূচীপত্র।

	পৃষ্ঠা
ভূমিকা	
কবি ও তাঁহার কাব্যের কথা	১
গল্প	
হেলেন হরণ	৫
গ্রীকদের দেব দেবী	৭
স্বর্ণ আপেল	৮
গ্রীকদের প্রতিজ্ঞা	১১
ইউলিসিজের বাতুল সজ্জা	১৩
অ্যাকিলিজের স্ত্রী-বেশ	১৪
গ্রীকদের রণযাত্রা	১৬
দেবতাদের দলাদলি	১৮
ইফিজিনিয়া	১৮
প্রোটেসিলস ও ল্যাওডেমিয়া	২২
ট্রোজানদের সৈন্যবল	২৪
গ্রীকদের গৃহবিবাদ	২৬
অ্যাকিলিজের রোষ	২৭
অ্যাগামেমননের স্বপ্ন	৩০
প্যারিস ও মেনেলসের দ্বন্দ্বযুদ্ধ	৩২
সন্ধিভঙ্গ	৩৬
প্রথম দিনের যুদ্ধ	৩৭
ডায়োমিডের রণকীর্ত্তি	৩৯
ডায়োমিড ও গ্লকাস্	৪০
হেক্টর ও অ্যাণ্ড্রোমাকী	৪২
দ্বিতীয় দিবসের যুদ্ধ	৪৮
অ্যাকিলিজের নিকট দৌত্য	৫০
রাত্রির ঘটনা—রিসাস্ বধ	৫১
তৃতীয় দিবসের যুদ্ধ	৫৩
জুনোর ছলনা	৫৬
পেট্রোক্লসকে যুদ্ধে প্রেরণ	৫৭
পেট্রোক্লসের মৃত্যু	৫৮
অ্যাকিলিজের শোক	৬০
অ্যাকিলিজের যুদ্ধারম্ভ	৬২
হেক্টর বধ	৬৭
পেট্রোক্লসের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া	৭৩
হেক্টরের দেহভিক্ষা	৭৭
ট্রোজানদের শেষযুদ্ধ	৮২
অ্যাকিলিজের মৃত্যু	৮৪
প্যারিস বধ	৮৫
মিনার্ভা-মূর্ত্তি হরণ	৮৬
"ট্রোজান অশ্ব"—ট্রয়ের পতন	৮৭
ট্রয়রাজবংশের পরিণাম	৮৯
গ্রীক বীরগণের পরিণাম	৯৪

চিত্র সূচী।

চিত্র	চিত্রকর	পৃষ্ঠা
ইলিয়াড পাঠ	অ্যাল্‌মা ট্যাডেমা	১
ট্রয়দুর্গ-প্রাকারে হেলেন	লর্ড লেটন্‌	৩৪
অ্যাকিলিস্‌ ও লাইকাওন	হেন্‌রি হাওয়ার্ড	[illegible]
বন্দিনী অ্যাণ্ড্রোম্যাকী	লর্ড লেটন্‌	৯১

ইলিয়াড পাঠ।

[১ পৃষ্ঠা।

চিত্রকর—আল্‌মা টাডেমা।

ভূমিকা

--:*:—
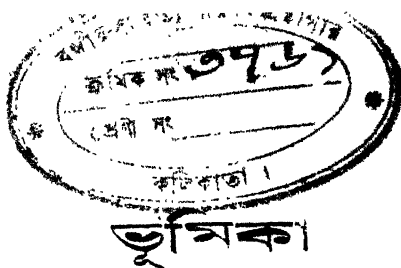
কবি ও তাঁহার কাব্যের কথা।

আমাদের দেশের যেমন রামায়ণ ও মহাভারত গ্রীসদেশের সেইরূপ ইলিয়াড্ ও অডিসি দুইখানি প্রাচীন মহাকাব্য। রামায়ণ যেমন ভারতের আদি কবি বাল্মীকির রচনা, ইলিয়াড্ ও অডিসি তেমনই ইউরোপের কবিগুরু হোমারের রচনা। মহর্ষি বাল্মীকি যেমন বীণাসহযোগে রামায়ণ গান করাইতেন, অন্ধ কবি হোমারও তেমনই লাইয়ার বাজাইয়া দেশে দেশে ইলিয়াড্ ও অডিসি গান করিয়া বেড়াইতেন। আমাদের রামায়ণের ও মহাভারতের কথা লইয়া যেমন এদেশে যুগ-যুগান্তর ধরিয়া অগণ্য কাব্য গীত নাটক উপকথা আলেখ্যাদির সৃষ্টি হইয়া আসিতেছে, ইলিয়াড্ ও অডিসির প্রাচীন কাহিনীগুলিও তেমনই পাশ্চাত্য দেশের লেখক, চিত্রকর ও ভাস্করেরা শত সহস্র গীতে, গল্পে, চিত্রে ও খোদিত-পাষাণে চির-নূতন করিয়া রাখিয়াছেন।

প্রায় সার্দ্ধ তিন সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে গ্রীকদিগের সহিত ট্রোজানদের মহাযুদ্ধ হয়। গ্রীকরা তখন গ্রীস দেশের মোরিয়া উপদ্বীপে বাস করিত এবং এসিয়া-মাইনরের উত্তর-পশ্চিম উপকূলে, যেখানে হেলেসপন্ট্ বা ডার্ডেনেলিস্ প্রণালীর জলরাশি ইজিয়ান সাগরে আসিয়া মিশিয়াছে, সেই খানে ট্রয় নামে এক দেশ ও নগর ছিল, ট্রোজানরা সেই ট্রয় রাজ্যে বাস করিত। এখনও এসিয়া-মাইনরের সমুদ্রতীরে ট্রোড্ নামে নগরের মধ্যে যে একটী বৃহৎ মৃত্তিকা-স্তূপ আছে, লোকে বলিয়া থাকে সেই স্থানেই ট্রয় নগরের দুর্গ ছিল।

ট্রয় নগরের আর একটী নাম ছিল 'ইলিয়াম',—কবিরা 'ইলিয়স্' বা ইলিয়ন্ও বলিতেন। 'ইলিয়াড' মহাকাব্য সেই 'ইলিয়াম্' বা ট্রয় নগরের অবরোধ-কাহিনী। রামায়ণের যেমন লঙ্কাকাণ্ড এবং মহাভারতের কুরুক্ষেত্র-রণ প্রধান ঘটনা, ইলিয়াডের মূল ঘটনাও তেমনই ট্রয় যুদ্ধ। ট্রয় যুদ্ধ দশ বর্ষ ব্যাপিয়া হইয়াছিল। সেই মহাসমরের শেষ বর্ষের কথা লইয়াই হোমার ইলিয়াড্ কাব্য রচনা করিয়াছেন। যুদ্ধ শেষে জয়ী হইয়া সমুদ্রপথে দেশে ফিরিবার সময় গ্রীকদের একজন প্রধান বীর ইউলিসিজ্ (গ্রীক নাম ওডিসিউজ্) নানারূপ বিপদে পতিত হয়েন। ইউলিসিজের সেই বিপদ্‌ময় ও বিস্ময়কর ভ্রমণ-কাহিনীই হোমার 'অডিসি' কাব্যে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ইলিয়াডের গল্পটীই এই পুস্তকের আলোচ্য বিষয়।

প্রবাদ আছে হোমার এসিয়া-মাইনরের তীরে স্মার্ণা নগরের নিকট অনুমান দুই হাজার সাত শত বর্ষ পূর্ব্বে জন্ম গ্রহণ করেন এবং তাঁহার অডিসি কাব্যের উপকরণ সংগ্রহ করিবার জন্য ইজিয়ান ও ভূমধ্য সাগরের দ্বীপসমূহে ও তীরবর্ত্তী নানা দেশে ভ্রমণ করিয়া শেষে অন্ধ হয়েন। কেহ বা বলেন হোমার গ্রীস দেশের নিকটে ইথাকা দ্বীপে জন্মিয়াছিলেন এবং ইথাকার রাজা বীর ইউলিসিজের জীবনকথার ছলে তিনি নিজেরই ভ্রমণকাহিনী 'অডিসি' কাব্যে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ হোমারের জীবনকথা প্রবাদের কুহেলিকায় সমাচ্ছন্ন। তাঁহার জন্মস্থান যে কোথায় ছিল তাহারও কোন স্থিরতা নাই; সে সম্বন্ধে একটী প্রবচন আছে—

> সাতটী নগর মৃত হোমারের জন্ম দাবী করে,
> জীবিত হোমার সেথা ঘুরে ছিল অন্ন ভিক্ষা তরে।

সেকালে চারণ ও গায়ক-কবিগণের যথেষ্ট আদর ছিল। সুতরাং হোমার যে ভিক্ষুক বলিয়া গণ্য হইতেন না, প্রত্যুত সর্ব্বত্রই অতিথির প্রাপ্য

যত্ন ও সম্মান লাভ করিতেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। লিভাণ্ট সাগরের উপকূলে কোনও অনির্দ্দিষ্ট স্থানে তিনি দেহত্যাগ করেন।

আর একদল সমালোচক আছেন, তাঁহারা সন্দেহ করেন যে ইলিয়াড্ ও অডিসি একজনের বা এক সময়ের রচনা নহে; ভিন্ন ভিন্ন লোকের ও বহুযুগের রচনা। তাঁহারা বলেন হোমার বলিয়া কোন কবিই ছিলেন না। আমাদের রামায়ণ ও মহাভারত সম্বন্ধেও পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এইরূপ সন্দেহের কথা বলিয়া থাকেন। এমন কি অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের ইংরাজ মহাকবি সেকস্পীয়রের অস্তিত্বও অনেকে স্বীকার করেন না, বলেন সেকস্পীয়র মূর্খ ছিলেন, তাঁহার নামে প্রকাশিত নাটকগুলি তাঁহার সমসাময়িক ইংলণ্ডের অন্যতম সাহিত্যরথী ফ্রান্সিস্ বেকন রচনা করিয়া ছিলেন। সেই সকল সংশয়বাদী বা অবিশ্বাসীদের কথায় কর্ণপাত করিবার আমাদের প্রয়োজন নাই। অন্ধ মহাকবি হোমারের যে চিত্র প্রায় তিন সহস্র বৎসরকাল লোকের মনে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে, তাহা এক্ষণে লেখনীর মসীপাতে বিলুপ্ত হইবার নহে।
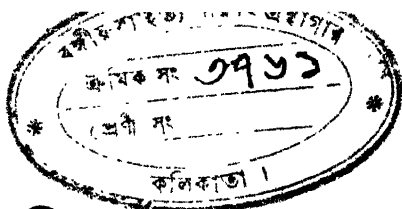
ইলিয়াডের গল্প।

হেলেন হরণ।

ট্রয়দেশের রাজা প্রায়ামের প্যারিস নামে এক পুত্র ছিল। ঘটনাক্রমে সে একবার গ্রীস দেশের স্পার্টা নগরের রাজা মেনেলসের বাটীতে আসিয়া অতিথি হয়। রাজা মেনেলস্ বড়ই সদাশয় ও সরল লোক ছিলেন, এবং সে সময়ে গ্রীকরা অতিথি-সেবা করিতে খুব ভালবাসিতেন। মেনেলস্ প্রাণ খুলিয়া আদর যত্ন করিয়া প্যারিসকে স্বীয় প্রাসাদমধ্যে স্থান দিলেন। প্যারিস পরম রূপবান্ পুরুষ ছিল, কিন্তু তাহার জননী হেকিউবা গর্ভাবস্থায় স্বপ্ন দেখেন যেন তিনি একখণ্ড প্রজ্বলিত কাষ্ঠ প্রসব করিয়াছেন। প্যারিসের জন্মকালে দেবজ্ঞরা গণনা করিয়া বলিয়াছিল যে, প্যারিস হইতে রাজা প্রায়ামের সর্ব্বনাশ হইবে, ট্রয় ধ্বংস হইবে। সেই জন্য শিশু প্যারিসকে ট্রয় নগরের নিকট আইডা পর্ব্বতের উপর ফেলিয়া রাখিয়া আসা হয়। সেখানে কিন্তু ব্যাঘ্রে ভল্লুকে প্যারিসকে উদরসাৎ করে নাই। মেষপালকেরা তাহাকে লালন পালন

করে। দেবতাগণের অনুগ্রহে সে পরম রূপবান্ পুরুষ হইয়া যৌবনকালে সুস্থশরীরে রাজবাটীতে ফিরিয়া আসে। প্রায়াম তাহাকে পুত্র বলিয়া পুনরায় গ্রহণ করেন।* প্যারিসের রূপও যেমন ছিল আবার তেমনই শোভন-শিল্পে, গীত-বাদ্যে, ক্রীড়া-কৌতুকে নানারকম লোক-ভুলান গুণও তাহার ছিল। সে শীঘ্রই মেনেলস্ ও তাঁহার পত্নী হেলেনকে মোহিত করিয়া ফেলিল। হেলেনের মত সুন্দরী নারী তখন জগতে আর কেহ ছিল না। আমাদের সীতাদেবী যেমন পৃথিবীর কন্যা ছিলেন, হেলেনেরও তেমনি দেব-অংশে জন্ম হইয়াছিল। হেলেনের মাতা লিডা ছিলেন মানবী, কিন্তু তাঁহার পিতা ছিলেন স্বয়ং দেবরাজ জুপিটার। প্যারিসকে বিশ্বাস করিয়া বাটীতে অতিথি-স্বরূপ রাখিয়া মেনেলস্ কিছুদিনের জন্য ক্রীট দ্বীপে কোনও কার্য্যে গমন করিলেন। সেই অবসরে প্যারিস হেলেনকে ভুলাইয়া সঙ্গে লইয়া নিজের দেশে পলায়ন করিল। শুধু তাহাই নহে, যাইবার সময় মেনেলসের ধনরত্ন যত পারিল জাহাজ বোঝাই করিয়া লইয়া গেল। রাবণ যখন সীতাকে হরণ করে তখন, লক্ষ্মণ সূর্পণখার নাসিকা ছেদন করিয়া দিয়াছিলেন, এই রকম একটা ওজর সে পাইয়াছিল; কিন্তু প্যারিসের হেলেনকে হরণ করিবার কোন ওজরই ছিল না। প্রকৃত পক্ষে কিন্তু প্যারিসের অপরাধ আমাদের চক্ষে যত বড় দেখায় গ্রীকদের মতে ঠিক তত ঘৃণ্য ছিল না। হেলেন-হরণের মূলে দেবতাদের একটা লীলা ছিল। সে কথা পরে বলিতেছি।

গ্রীকদের দেবদেবী।

আমাদের পৌরাণিক দেবতারা যেমন হিমালয়ে—কৈলাসে—স্বর্গধামে বাস করিতেন, গ্রীকদের দেবতারাও তেমনি গ্রীস দেশের উত্তরে অলিম্পাস্ পর্ব্বতের উপর সুবর্ণে ও মর্ম্মর-প্রস্তরে গঠিত বৃহৎ বৃহৎ প্রাসাদে বাস করিতেন। গ্রীকদিগের সেই দেবতারা যেমনই বিলাসী তেমনই কলহপ্রিয় ছিলেন। তুচ্ছ মানবদিগের ভাগ্য যেন তাঁহাদের ক্রীড়ার সামগ্রী ছিল এবং তাহাদের সর্ব্বনাশ করিয়া উপর হইতে তাঁহারা কৌতুক উপভোগ করিতেন। তাঁহাদের রাজা ছিলেন জুপিটার (গ্রীক নাম জিউস্); তিনি আমাদের ইন্দ্রেরই মত বজ্রধর। জুপিটারের পিতা স্যাটার্ণের (শনি, গ্রীক নাম ক্রোনস্) তিন পুত্র—জুপিটার, নেপচুন (পোসিডন্) ও প্লুটো (হেডিজ্)। যখন তিন ভ্রাতার মধ্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিভাগ করিয়া দেওয়া হয়, তখন জ্যেষ্ঠ জুপিটারের অংশে স্বর্গ, নেপচুনের অংশে সমুদ্র এবং প্লুটোর অংশে পাতাল পড়িয়াছিল। অলিম্পাস্ পর্ব্বত সমেত মর্ত্ত্যভূমি তিন ভ্রাতার যৌথ থাকিয়া যায়। জুপিটার কিন্তু অলিম্পাসে একাধিপত্য করিতেন এবং "জোর যার মুল্লুক তার" এই সনাতন নীতির দোহাই দিয়া অপর দুই ভ্রাতার উপর মধ্যে মধ্যে কর্ত্তৃত্ব দেখাইতেন। জুপিটারের স্ত্রী ছিলেন জুনো (হেরী বা হীরা, আমাদের শচী দেবীর মত দেবরাণী)। জুনো বড় মুখরা ছিলেন, সেইজন্য জুপিটারের গৃহে শান্তিসুখ ছিল না। জুপিটারের এক কন্যা ছিলেন—মিনার্ভা (প্যালাস্ এথেনী)।

মিনার্ভার জন্মকথা কিছু বিচিত্র। জুপিটারের এক দিন অত্যন্ত শিরঃপীড়া হইয়াছিল। তিনি তাঁহার পুত্র বিশ্বকর্ম্মা ভলকান্‌কে (হিপিস্‌টাস্) কুঠার দিয়া মাথাটা চিরিয়া দিতে বলিলেন। দেবরাজের মস্তক দ্বিখণ্ড করিয়া দিতেই তাহার ভিতর হইতে মিনার্ভা স্বশরীরে বাহির হইয়া পড়িলেন। তাঁহার অঙ্গে বর্ম্ম, করে বর্শা। মিনার্ভা রণদেবী ও জ্ঞানদেবী। জুপিটারের আর এক কন্যা ছিলেন—ভিনাস্ (অ্যাফ্রোডাইটী), তিনি আমাদের রতি দেবীর মত প্রেমের ও সৌন্দর্য্যের দেবতা। ভিনাস্ জুপিটারের কন্যা কিন্তু জুনো তাঁহার জননী নহেন।

সুবর্ণ আপেল।

কলহের দেবতা (ডিস্‌করডিয়া) এক দিন দেবকন্যাদের মধ্যে কলহ বাধাইবার জন্য দেবসভায় একটা সুবর্ণনির্ম্মিত আপেল ফল ফেলিয়া দেয়; তাহাতে লেখা ছিল "শ্রেষ্ঠ সুন্দরীর প্রাপ্য।" সেই স্বর্ণ আপেলটী লইয়া জুনো, মিনার্ভা ও ভিনাসের মধ্যে তর্কস্থিত হইল—তাহাদের মধ্যে কে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী। নিজেরা সেই কলহ মিটাইতে না পারিয়া তাঁহারা মীমাংসার জন্য (ত্রিভুবনে আর লোক খুঁজিয়া পাইলেন না!) প্যারিসের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জুনো ও ভিনাসের কথা ধরি না, কিন্তু জ্ঞানবতী হইয়াও মিনার্ভার এ কুবুদ্ধি কেন হইল তাহা তিনিই জানেন। প্যারিস তখন আইডা পর্ব্বতের অরণ্যময় সানুদেশে মেষ চরাইতেছিল। প্যারিস রাজপুত্র, কিন্তু সেকালে রাজপুত্রেরাও মেষ চরাইত। প্যারিস আইডা পর্ব্বতে বাসকালে তাহার

প্রতিপালকদিগের মেষ চরাইত এবং পরে রজনীতে তাহার পিতার মেষপাল রক্ষা করিত। অকস্মাৎ দিব্যজ্যোতিতে বনভূমি আলোকিত করিয়া দেবললনাত্রয় স্ব স্ব নগ্ন সৌন্দর্য্যে প্যারিসের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেবকন্যারা প্যারিসের হস্তে সেই কলহের বীজ স্বর্ণময় আপেলটী দিয়া বলিলেন, "যুবক! নরলোকে তোমার মত সুন্দর পুরুষ আর কেহ নাই, তাই তোমার কাছে আমরা রূপের বিচার করাইতে আসিয়াছি। তুমি আমাদের মধ্যে যাহাকে সকলের চেয়ে সুন্দরী বিবেচনা কর তাহার হাতে ঐ আপেলটা দাও।" দেবকন্যারা মুখে ন্যায়-বিচার চাহিলেন অথচ বিচারককে উৎকোচের প্রলোভন দেখাইতে ছাড়িলেন না। তাঁহাদের ব্যবহার দেখিয়া বোধ হয় যেন তাঁহাদের দেবলোকের আদালতেও ঘুস দেওয়া প্রথাটা আবহমান কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। জুনো প্যারিসকে বলিলেন, "যুবক! আমি দেবরাণী, আমাকে ফলটা দিলে আমি তোমাকে অখণ্ড প্রতাপ দান করিব—রাজরাজেশ্বর করিয়া দিব।" মিনার্ভা বলিলেন, "আমি জ্ঞানদেবী, আমাকে ফলটী দিলে আমি বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডার তোমার নিকট উন্মুক্ত করিয়া দিব—তুমি ভূতলে অতুল জ্ঞানী হইবে।" ভিনাস্ বলিলেন, "আমি প্রেম ও সৌন্দর্য্যের দেবতা, আমাকে যদি ঐ ফলটী দাও তাহা হইলে আমি তোমার হৃদয় প্রেমে পরিপূর্ণ করিয়া দিব,—নরকুলে শ্রেষ্ঠ সুন্দরীর সহিত তোমার পরিণয় সংঘটন করিয়া দিব।" সুর-সুন্দরীদের কাণ্ড দেখিয়া প্যারিস

অবাক্ হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু বিচার নিষ্পত্তি করিতে তাহার কালবিলম্ব হইল না। সে ভিনাসের প্রস্তাবই পছন্দ করিয়া তাঁহার হস্তেই তৎক্ষণাৎ সেই সুবর্ণনির্ম্মিত আপেলটী দিয়া ফেলিল। জুনো ও মিনার্ভা ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে ট্রয়রাজ্য ছারেখারে দিবেন বলিয়া শাসাইয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। এদিকে ভিনাস দেখিলেন যে নরলোকে হেলেনের মত সুন্দরী নারী আর কেহই নাই, সুতরাং হেলেনেরই সহিত প্যারিসের বিবাহ দিয়া দিতে হইবে। হেলেনের স্বামী আছে, তাহা হইলে কি হয়! প্যারিস আবার পূর্ব্ব হইতে আইডা পর্ব্বতে দেবকুমারী ইনোনীকে বিবাহ করিবে বলিয়া বাক্‌দান করিয়া রাখিয়াছে, তাহাতেই বা কি আসিয়া যায়! ভিনাস্ হেলেনকে তাহার পতির নিকট হইতে হরণ করিয়া আনিতে প্যারিসকে পরামর্শ দিলেন। প্যারিস তখনই সম্মত হইল। সে ইনোনার গভীর ভালবাসার কথা—তাহার পাণিগ্রহণ করিবার প্রতিশ্রুতির কথা গ্রাহ্য করিল না। ইনোনী তাহার সেই বিশ্বাসঘাতকতার কথা শুনিয়া তাহাকে সাশ্রুনয়নে অনেক কাকুতি মিনতি করিল, বলিল—

> রূপসী রমণীরত্ন লভিবারে ব্যগ্র আজি তুমি,
> আমার সৌন্দর্য্যে কি গো আলোকিত নহে বনভূমি?
> হৃদয়ের প্রেম মম বলিয়াছে মোরে শতবার,
> সুন্দরীর সার আমি, হৃদি মোর প্রেমপারাবার। (টেনিসন্)

প্যারিস ইনোনীর সেই অনুনয় বিনয়ে কর্ণপাত করিল না।

ইনোনীর এই ব্যর্থ-প্রেমের বিষাদময়ী প্রাচীন কাহিনী ইংরাজ কবি টেনিসন্ "ইনোনী" নামক করুণ কবিতায় পুনরুজ্জীবিত করিয়াছেন। প্যারিসের এক ভগ্নী ক্যাসাণ্ড্রা ভবিষ্যৎ গণনা করিতে পারিত। সে প্যারিসকে বলিল যে হেলেনকে হরণ করিতে যাইলে ট্রয়রাজ্যের ভয়ানক অমঙ্গল হইবে। প্যারিস সে কথাও শুনিল না। সে মেনেলসের বাটীতে গিয়া হেলেনকে রূপের মোহে বশীভূত করিয়া ফেলিল। তত্রাচ হতভাগিনী হেলেন তাঁহার পতি মেনেলসের সুখের সংসার ভঙ্গ করিয়া ও একমাত্র কন্যা হার্মিয়োনীকে পরিত্যাগ করিয়া প্যারিসের সঙ্গে গৃহত্যাগে প্রথমে স্বীকৃতা হয়েন নাই। কিন্তু ভিনাস্ নিজে গিয়া হেলেনকে বলিলেন যে তিনি প্যারিসের সঙ্গে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী রমণীর সঙ্গে বিবাহ দিবেন শপথ করিয়াছেন,— দেবতাদের কথার কি অন্যথা হয়? সুতরাং হেলেনকে যাইতেই হইবে। হেলেন ভিনাসের কথা অবহেলা করিতে পারিলেন না। সেইজন্য তিনি পতিগৃহ ত্যাগ করিয়া প্যারিসের সঙ্গে সাগরপারে ট্রয় নগরে গমন করিলেন।

গ্রীকদের প্রতিজ্ঞা।

মেনেলস্ স্পার্টায় ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, বিশ্বাসঘাতক প্যারিস তাঁহার স্ত্রীকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। মেনেলস্ রোষে ও ক্ষোভে অধীর হইয়া গ্রীসের সমস্ত রাজার কাছে সে কথা জানাইলেন। গ্রীস দেশে তখন অনেক রাজা ছিলেন, সকলেই বীর ও যোদ্ধা। সেই রাজন্যবর্গের দলপতি ছিলেন

মেনেলসের অগ্রজ মাইসেনীর অধিপতি অ্যাগামেম্‌নন্। তিনি আবার হেলেনের ভগ্নী ক্লাইটেমিন্‌ষ্ট্রাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। অ্যাগামেম্‌নন্ ও মেনেলস্ ছিলেন অ্যাট্রুজের পুত্র। অ্যাট্রুজ গ্রীস দেশের প্রাচীন কালের রাজা পিলপ্স্‌এর বংশে জন্মিয়াছিলেন। সেইজন্য ধনে, মানে ও বংশগৌরবে অ্যাগামেম্‌নন্ যথার্থই নরপতি ছিলেন। প্রবীণ ও জ্ঞানী নেষ্টর্ ছিলেন পাইলসের রাজা। সালামিসের অধীশ্বর টেলা-মনের পুত্র অ্যাযাক্স ছিলেন ভীমের মত বলবান্ যোদ্ধা; শারীরিক বলে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। তাঁহারা সকলেই মেনেলসের অপমান নিজেদের অপমান ও সমস্ত গ্রীক্ জাতির অপমান বলিয়া মনে করিলেন এবং সকলেই প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তাঁহারা সকলে মিলিয়া ট্রয় নগর আক্রমণ করিয়া হেলেনকে উদ্ধার করিয়া আনিবেন। রাজা মেনেলসের সহিত হেলেনের বিবাহ কালে গ্রীসের অনেক রাজাই হেলেনকে বিবাহ করিবার আশায় সেই স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা সকলেই হেলেনের পিতৃস্থানীয় টিণ্ডেরাসের কাছে শপথ করিয়া আসেন যে, যদি কেহ হেলেনের মনোনীত পতির উপর অত্যাচার করে তাহা হইলে তাঁহারা সকলে মিলিয়া সেই অত্যাচারের প্রতিশোধ দিবেন। সেই সত্যের কথা স্মরণ করাইয়া সেই সমস্ত রাজাদের যুদ্ধে যাইবার জন্য মেনেলস্ ডাকিয়া পাঠাই-লেন। অনেকেই আসিলেন। কেহ কেহ যুদ্ধে যাইলে মরণ নিশ্চিত জানিয়াও আসিলেন। করিন্থের বীর ইউকিনরকে তাঁহার

ভবিষ্যৎ-বেত্তা পিতা গণিয়া বলিয়াছিলেন যে, যুদ্ধে যাইলে তাঁহার নিশ্চয় মৃত্যু হইবে। তিনি পিতার নিষেধ না শুনিয়া সত্য-পালনের জন্য যুদ্ধে প্রাণ দিতে আসিলেন। আবার দুই একজন এই দূরদেশে যুদ্ধযাত্রা হইতে অব্যাহতি পাইবারও চেষ্টা করিলেন। সিসায়নের রাজা একিপোলাস্ তাঁহার অগাধ বিষয় সম্পত্তি রাখিয়া যুদ্ধে যাইতে সম্মত ছিলেন না। তিনি নিজের পরিবর্ত্তে একটী মূল্যবান্ ঘোটক দিয়া যুদ্ধযাত্রা হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন।

ইউলিসিজের বাতুলসজ্জা।

ইথাকা দ্বীপের রাজা ইউলিসিজেরও প্রথমে যুদ্ধে যাইতে ইচ্ছা ছিল না। ট্রয় যুদ্ধের যখন ঘোষণা হয় তখন ইউলিসিজের বৃদ্ধ পিতা লেয়ার্টিজ্ তাঁহাকে রাজ্যভার দিয়া নিজে শান্তিতে বাস করিতেছিলেন। ইউলিসিজের মাতা অ্যাণ্টিক্লিয়াও তখন জীবিতা ছিলেন এবং তাঁহার স্ত্রী সুন্দরী পেনেলোপীর সবে একটী পুত্র সন্তান হইয়াছে। তাঁহাদের ছাড়িয়া দূরদেশে যুদ্ধে যাইতে ইউলিসিজের মন উঠিতেছিল না। তাই তাঁহাকে যুদ্ধে যাইতে আহ্বান করিলে তিনি পাগল হইয়াছেন এইরূপ ভাণ করিয়াছিলেন। রাজা মেনেলসের দূত প্যালামিডিজ্ ইথাকায় গিয়া দেখেন ইউলিসিজ্ লাঙ্গলে একটী বৃষের সঙ্গে একটী ঘোটক যোজনা করিয়া, বীজের বদলে লবণ ছড়াইয়া, ক্ষেত্রে না গিয়া সমুদ্রের তীরে যাইয়া একমনে হলচালনা করিতেছেন। চতুর

প্যালামিডিজ্ সেই লাঙ্গলফলকের সম্মুখে ইউলিসিজের শিশুপুত্র টেলিমেকাস্‌কে শয়ন করাইয়া দিতেই ইউলিসিজ্ লাঙ্গল একটু পাশ কাটাইয়া টানিলেন—পাছে পুত্রের গাত্রে আঘাত লাগে। তাহাতেই প্যালামিডিজ্ তাঁহার বাতুলতার ছলনা ধরিয়া ফেলিলেন। কাযেই ইউলিসিজ্‌কে যুদ্ধে যাইতে হইল। তিনি হেলেনের পিতার কাছে পূর্ব্বে যে সত্য করিয়াছিলেন, তাহা এখন আর ভাঙ্গিতে পারিলেন না। যুদ্ধে যাইয়া কিন্তু ইউলিসিজ্ স্বদেশের ও স্বজাতির মান রাখিবার জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধিতে গ্রীকগণ অনেক শঙ্কট হইতে উদ্ধার পাইয়াছিলেন। যে সকল কঠিন কার্য্য অন্যের অসাধ্য, ইউলিসিজ্ তাহা সাধন করিয়াছিলেন।

অ্যাকিলিজের স্ত্রীবেশ।

গ্রীকদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠবীর ও দুর্দ্ধর্ষ মার্মিডন সৈন্যদলের নেতা অ্যাকিলিজ্‌ও যুদ্ধে আসিতে চাহেন নাই। অ্যাকিলিজ্‌ও ইউলিসিজের মত হেলেনের স্বামীর মান রক্ষা করিবার জন্য পূর্ব্ব হইতে প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ ছিলেন। ট্রয় যুদ্ধের ঘোষণার সময় ইউলিসিজ্ ছিলেন পৌঢ়বয়স্ক, কিন্তু অ্যাকিলিজ্ ছিলেন নবীন যুবক মাত্র। অ্যাকিলিজের দেব-অংশে জন্ম হইয়াছিল। তাঁহার পিতা পিলিউজ সমুদ্রদেবী রজতচরণা থেটিস্‌কে বিবাহ করিয়াছিলেন। সেই বিবাহের সময় দেবতারা উপস্থিত ছিলেন। সমুদ্রদেব নেপচুন্ ভাগ্যবান্ বরকে জ্যানথাস্ ও বেলিয়াস্ নামে দুইটী অমর অশ্ব উপহার দেন, এবং সেণ্টর (অর্দ্ধ ঘোটকাকৃতি

মনুষ্য) কাইরন্ অ্যাশ্ কাষ্ঠে নির্ম্মিত একটী অদ্ভুত বর্শা যৌতুকস্বরূপ দান করেন। অ্যাকিলিজ্ উত্তর কালে সেই অশ্বযুগল ও বর্শা লইয়া ট্রয়-সমরে গমন করিয়াছিলেন। এই কাইরনই অ্যাকিলিজ্‌কে গীতবাদ্যাদি সুকুমার কলা এবং রণকৌশল শিক্ষা দান করেন। অ্যাকিলিজের মাতা থেটিস্ ট্রয়-যুদ্ধ ঘোষণা হইতেই, যাহাতে যুদ্ধে যাইতে না হয় এই উদ্দেশ্যে তাঁহাকে লুকাইয়া থাকিতে পরামর্শ দেন। অ্যাকিলিজ্ তাঁহার জন্মস্থান থিয়া হইতে পলায়ন করিয়া সাইরসের রাজা লাইকোমিডিজের কন্যাদের কাছে গিয়া স্ত্রীলোক সাজিয়া লুকাইয়া ছিলেন। এদিকে গ্রীকরা জানিতেন যে অ্যাকিলিজ্ যুদ্ধে না যাইলে তাঁহারা জয়ী হইতে পারিবেন না, সুতরাং তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতেই হইবে। গ্রীকরা ইউলিসিজ্‌কে সেই কঠিন কার্য্যের ভার দিলেন। তিনি সন্ধান লইয়া, গহনা ও অস্ত্রশস্ত্র বিক্রয়ের ছলে সাইরাসের রাজ-অন্তঃপুরে ছদ্মবেশী অ্যাকিলিজের কাছে গিয়া উপস্থিত হইলেন। অ্যাকিলিজ্ অন্যান্য স্ত্রীলোকদের মত গহনা কিনিলেন না, তিনি অস্ত্র বাছিয়া লইলেন। তাহা দেখিয়াই ইউলিসিজ্ তাঁহার ছদ্মবেশ ধরিয়া ফেলিলেন। তখন আর অ্যাকিলিজ্ পূর্ব্বের সত্য ভঙ্গ করিয়া যুদ্ধে আসিতে অমত করিতে পারিলেন না।

অ্যাকিলিজ্ কিন্তু মরণ নিশ্চয় জানিয়া জন্মভূমির নিকট চিরবিদায় লইয়াই যুদ্ধে যাইলেন। তাঁহার জননী থেটিস্‌দেবী

তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে তিনি সুখশান্তিময় দীর্ঘজীবন চাহেন, না স্বল্পায়ু হইয়া বীরের গৌরব ও মৃত্যু প্রার্থনা করেন। অ্যাকিলিজ্ উত্তর দিয়াছিলেন—

দাও মোরে কীর্ত্তিপূর্ণ দু'দণ্ডের গৌরব-জীবন,
চাহিনাক শতবর্ষ খ্যাতিশূন্য জীবনে-মরণ।

থেটিস্ বলিয়াছিলেন ট্রয় যুদ্ধে যাইলে তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে—তিনি অতুল্য বীরের গৌরব পাইবেন। তাই অ্যাকিলিজ্ মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়াই যুদ্ধে চলিলেন। ইলিয়াড্ কাব্যে অনেক বীরের কথা আছে কিন্তু অ্যাকিলিজ্‌কেই হোমার কাব্যের প্রধান নায়ক—আদর্শ বীরভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন। অ্যাকিলিজ্ দেব-অংশে জন্মিয়াছিলেন বলিয়া দেবতাদের মতনই তাঁহার সুন্দর মূর্ত্তি; যুদ্ধ-বিক্রমে ও দ্রুতগতিতে তিনি যেমন অদ্বিতীয়, তেমনই আবার বাগ্মিতায় ও সঙ্গীতাদি নানা গুণে তিনি বিভূষিত ছিলেন।

গ্রীকদের রণযাত্রা।

একদিকে থেসালীর অরণ্যময় উপত্যকা হইতে আরম্ভ করিয়া পেলোপনেসসের সমুদ্রতীর পর্য্যন্তস্থান, অন্যদিকে পশ্চিমে ইথাকা ও সিফালেনিয়া, পূর্ব্বে ক্রীট ও রোডস্ দ্বীপ সমূহের মধ্যে গ্রীসদেশের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত রাজ্য হইতে সৈন্য আসিতে লাগিল। কিন্তু এই বিপুল সৈন্য দূর দূরান্তর হইতে সংগ্রহ করিতে দশ বৎসর কাটিয়া গেল। শেষে সমস্ত রাজ্যের রণতরী আসিয়া বিয়োসিয়ার তীরে অলিস্ নামক বন্দরে একত্রিত হইল।

প্রধান সেনাপতি নির্ব্বাচিত হইয়া অ্যাগামেম্‌নন্ এক শত জাহাজে আট হাজার সৈন্য লইয়া মাইসেনী হইতে আসিলেন। সমুদ্রতীর হইতে দূরবর্ত্তী বলিয়া আর্কেডিয়া দেশের জাহাজ ছিল না; তিনি সেই দেশের সৈন্য লইয়া যাইবার জন্য আরও ৬০খানি রণপোত আনিলেন। তাঁহার ভ্রাতা মেনেলস্‌ও ৬০ খানি জাহাজে স্পার্টায় যোদ্ধৃবর্গকে লইয়া আসিলেন। শুভ্র-কেশ নেষ্টর পাইলস্ হইতে ৯০ খানা জাহাজ ও তাঁহার বীরপুত্র অ্যাণ্টিলোকাসকে আনিলেন। স্যালামিস্ হইতে বড় অ্যাযাক্স ও ইথাকা হইতে ইউলিসিজ্ প্রত্যেকে বারখানি মাত্র জাহাজ আনিলেন, কিন্তু তাঁহারা নিজেরা একাই এক শত। অ্যাযাক্স তাঁহার ভ্রাতা টিউসারকে সঙ্গে আনিলেন। টিউসার ছিলেন গ্রীকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তীরন্দাজ। ক্রীট্ দ্বীপের বৃদ্ধ রাজা আইডোমিনিউজ এবং আর্গসের রাজা টাইডিউজের পুত্র ডায়োমিড্ প্রত্যেকে আশীখানি করিয়া অর্ণবপোত আনিলেন। ডায়োমিডের মত বীর অ্যাকিলিজ্ ব্যতীত গ্রীকদের মধ্যে আর কেহ ছিল না। লোরিস্ হইতে ওইলিউজের পুত্র খর্ব্বকায় অ্যাযাক্স আসিলেন। তিনি বর্শা ক্ষেপণে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। অ্যাকিলিজ্ তাঁহার বন্ধু ও সারথী পেট্রোক্লসকে এবং তাঁহার অজেয় মার্ম্মিডন্ সৈন্য লইয়া আসিলেন। সমস্ত রাজ্যের সৈন্য একত্রিত হইলে, নূন্যাধিক বারশত জাহাজে এক লক্ষের উপর সৈন্যসামন্ত ও দাসদাসী লইয়া গ্রীকরা ট্রয় নগর অবরোধ করিতে যাত্রা করিলেন।

২

দেবতাদের দলাদলি।

গ্রীকরা রণসজ্জা করিতেই দেবতাদের মধ্যে দলাদলি বাধিয়া গেল। জুপিটার, ভিনাস্, রৌপ্য-ধনুর্ধারী অরুণদেব—অ্যাপোলো (জুপিটার ও ল্যাটোনার পুত্র), তাঁহার যমজ ভগ্নী (চন্দ্রের ও শিকারীদের দেবী) কুমারী ডায়ানা (আর্টিমিজ্), দেব সেনাপতি (গ্রীকদের কার্ত্তিকেয়) মার্স (এরিজ্) হইলেন ট্রোজানদের পক্ষে এবং জুনো, মিনার্ভা, ত্রিশূলধারী বরুণদেব নেপ্চুন্ (পোসিডন্) প্রভৃতিরা হইলেন গ্রীকদের পক্ষে। দেবতারা আপন আপন দলের সাহায্য করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিলেন এবং বিপক্ষ-দলের ক্ষতি করিবার সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন।

ইফিজিনিয়া।

গ্রীকদের যুদ্ধযাত্রার প্রথম হইতেই দেবতাদের উপদ্রব আরম্ভ হইল। প্রথমে দিক্‌ভ্রম হওয়াতে গ্রীকদের জাহাজ ট্রয়ের দিকে না গিয়া অন্য দিকে গিয়া পড়িল এবং পরে ঝটিকার বেগে পুনরায় গ্রীসের তীরে ফিরিয়া আসিল। আবার সেই সমস্ত রণতরী অলিস্ বন্দরে একত্রিত করা হইল। কিন্তু এবার যাত্রা করিবার উদ্যোগ করিতেই ডায়ানাদেবী বাতাস বন্ধ করিয়া দিলেন। সেকালে বাতাসের বেগেই জাহাজ চলিত। বায়ু রুদ্ধ হওয়াতে গ্রীকদের তরীসমূহ অলিস্ বন্দরে অনেক দিন বদ্ধ হইয়া রহিল। একস্থানে বদ্ধ থাকাতে গ্রীক সৈনিকেরা অস্থির হইয়া উঠিল ও পীড়িত হইতে লাগিল। গ্রীকরা অন্য

উপায় না দেখিয়া ডায়ানাদেবীর পুরোহিতের কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইল, কিসে দেবীর রোষের শান্তি হয়। ডায়ানা আদেশ দিলেন, যদি গ্রীকদের প্রধান সেনাপতি তাঁহার কুমারী কন্যা ইফিজিনিয়াকে বলি দেন তবেই দেবী সন্তুষ্ট হইবেন। অ্যাগামেম্‌নন্ সেই কঠোর আদেশ শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। ইফিজিনিয়া তাঁহার মনের আলো, প্রাণের শান্তি, আধফোটা ফুলের মত সুন্দর, সেই ইফিজিনিয়াকে বলি দিতে অ্যাগামেম্‌নন্ প্রথমে কিছুতেই রাজি হইলেন না। এদিকে দেবীকে তুষ্ট না করিলে গ্রীক্‌দের ট্রয় জয় না করিয়া দেশে ফিরিতে হয়। তাহা হইলে তাহাদের অপমান রাখিবার আর স্থান থাকিবে না; এই ভাবিয়া সমস্ত গ্রীক্ সৈন্য ইফিজিনিয়াকে বলি দিবার জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিল। সেই গণ্ডগোলের কথা যখন ইফিজিনিয়ার কাণে গেল, সে এক কথায় সমস্ত গোল মিটাইয়া দিল। সে বলিল "দেশের মানের জন্য প্রাণ দিবার চেয়ে আর কি সুখের কথা আছে। এত লোক থাকিতে দেবী যে আমার তুচ্ছ প্রাণ বলি চাহিয়াছেন, সে ত আমার পরম সৌভাগ্যের কথা। ইহার জন্য এত গোলযোগ কেন?" ইফিজিনিয়া পিতাকে বুঝাইয়া শান্ত করিল এবং হাসি মুখে দেশের মান রক্ষার জন্য নিজের প্রাণ দিল।

এই ইফিজিনিয়াকে বলিদান দিবার কথার রূপান্তর আছে। অপর এক মতে ডায়ানা দেবীর আদেশ শুনিয়া ইফিজিনিয়াকে যখন তাহার মাতার নিকট হইতে অলিস্ বন্দরে আনয়ন করা হয়,

তখন তাহাকে জানিতে দেওয়া হয় নাই যে তাহাকে বলি দেওয়া হইবে। জাহাজে আসিয়া পিতার বিষণ্ণ মুখ, রক্তলোলুপ গ্রীক রাজাদের নির্দ্দয় দৃষ্টি ও পুরোহিত ক্যাল্‌কাসের হস্তে উদ্যত ছোরা দেখিয়া ইফিজিনিয়া যখন বুঝিতে পারিল যে তাহাকে বলি দেওয়া হইবে, তখন সে ভয়ে জ্ঞানহারা হইয়া যায় এবং ডায়ানা দেবী তাহাকে সশরীরে তুলিয়া লইয়া গিয়া তাহার পরিবর্ত্তে একটী মৃগশিশুকে বলি দিবার জন্য রাখিয়া যান।

এই ইফিজিনিয়ার বলিদানের চিত্র অঙ্কন সম্বন্ধে একটী প্রসিদ্ধ গল্প আছে। এই জীবনোৎসর্গের ছবি কে ভাল আঁকিতে পারে এই লইয়া একবার সিসায়নের বিখ্যাত চিত্রকর টাইমান্‌থিজের সঙ্গে অপর একজন চিত্রকরের প্রতিযোগিতা হয়। দুইজনেই দেখিলেন যে ঠিক যে সময়ে ইফিজিনিয়াকে আঘাত করিবার জন্য পুরোহিত অস্ত্র উদ্যত করিয়াছে সেই সময়ে তাহার পিতার মুখের, প্রধান সেনাপতির উচিত গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিয়া হৃদয়ভেদী বেদনার ভাব চিত্রে পরিস্ফুট করা কঠিন ব্যাপার। শেষে টাইমানথিজ, সেই সময়ে অ্যাগামেম্‌নন্‌ গাত্রবস্ত্রে মুখ ঢাকিয়াছেন, এইরূপ অঙ্কিত করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বী চিত্রকরকে পরাস্ত করেন ও পুরস্কার লাভ করেন।

ইফিজিনিয়ার এই বিষাদময়ী কথা লইয়া গ্রীক-নাটককার ইউরিপিডিজ্‌ ও ফরাসী-নাটককার রেসিন্‌ এক এক খানি বিখ্যাত নাটক লিখিয়া গিয়াছেন এবং ইংরাজ কবি টেনিসন্‌ তাঁহার "ড্রিম অভ ফেয়ার উইমেন" নামক উৎকৃষ্ট গাথায় এই

করুণ কাহিনী করুণতর করিয়া তুলিয়াছেন। টেনিসনের ইফি-জিনিয়া তাঁহার জীবনের শেষ মুহূর্ত্তের বর্ণনাকালে বলিয়াছেন—

আশাহত হয়ে সেই কালান্তক স্থানে—
স্মরিলে এখনো আত্মা কাঁপে ক্ষোভে—ভয়ে –
পিতা মোর মুখ ঢাকি কর-ব্যবধানে,
আমি অশ্রু বরষণে অন্ধপ্রায় হয়ে

কি বলিতে গেনু—ভগ্নস্বরে—দীর্ঘশ্বাসে
স্বপ্নাবেশে যেন। অস্পষ্ট দেখিনু কত
কৃষ্ণ-শ্মশ্রু রুদ্র রাজা মোর মৃত্যু আশে
চেয়ে আছে চারিধারে শার্দ্দূলের মত ;

কাঁপিল মাস্তুলরাজি—তরণী সাগরে,
মন্দির, জনতা, তট, দিগন্তের সনে ;
কে যেন টানিল মোর নগ্ন-কণ্ঠ'পরে
শাণিত ছুরিকা ধীরে—আর নাহি মনে।

ইফিজিনিয়াকে বলি দিতেই ডায়ানা প্রসন্ন হইয়া সুবাতাস দিলেন। গ্রীকদের রণতরীসমূহ সাগর পার হইয়া ট্রয় দেশের নিকটে গিয়া পঁহুছিল। মধ্যে একবার টেনেডস্ দ্বীপের কাছে জাহাজ থামাইয়া গ্রীকরা ইউলিসিজ্ ও মেনেলাস্কে দিয়া রাজা প্রায়ামের কাছে বলিয়া পাঠাইল যে ট্রোজানরা যদি তখনও ধন রত্ন সমেত হেলেনকে প্রত্যর্পণ করে তাহা হইলে গ্রীকরা যুদ্ধ না করিয়া দেশে ফিরিয়া যাইতে প্রস্তুত আছে। কিন্তু

তাহাদের দেশের অপমান হইবে এবং বীরবীর্য্যে কলঙ্ক পড়িবে ভাবিয়া ট্রোজানরা সেই প্রস্তাবে সম্মত হইল না। ইউলিসিজ ও মেনেলস্ প্রত্যাবর্ত্তন করিতেই যুদ্ধ অনিবার্য্য জানিয়া গ্রীকদের রণতরী পুনরায় ট্রয় রাজ্যের দিকে অগ্রসর হইল এবং সারির পর সারি দিয়া বহু ক্রোশ ব্যাপিয়া যেখানে হেলেস্পণ্ট প্রণালীর নীল জলরাশি ঈজিয়ান্ সাগরের তরঙ্গভঙ্গে প্রতিহত হইয়াছে, সেই খানে গিয়া নোঙ্গর করিল।

প্রোটেসিলস্ ও লাওডেমিয়া।

এখনও কিন্তু দেবতাদের নরবলির লোভ মিটে নাই। দৈববাণী হইল—ট্রয় দেশের তটভূমিতে যে প্রথমে তরী হইতে অবতরণ করিবে তাহারই মৃত্যু হইবে। রণস্থলে আসিয়া বিনা যুদ্ধে সকলের অগ্রে প্রাণ দেওয়া সহজ কথা নহে। কিন্তু গ্রীকরা বীরের জাতি, অনেকেই অগ্রসর হইল। ফাইলেসীর রাজা প্রোটেসিলস্ সকলের আগে তীরে লাফাইয়া পড়িলেন এবং তৎক্ষণাৎ শত্রুদের বর্শাঘাতে প্রাণ হারাইলেন। প্রোটেসিলসের এই আত্মদানের কথা তাঁহার অদর্শন-কাতরা স্ত্রী লাওডেমিয়া জানিতে পারেন নাই। তিনি পতির সংবাদ পাইবার জন্য বহুদিন আশাপথ চাহিয়া ছিলেন। পরিশেষে দেবতাদের অনেক স্তবস্তুতি করায় তাঁহারা তিন ঘণ্টা মাত্র সময়ের জন্য প্রোটেসিলস্কে প্রেতপুরী হইতে আসিয়া লাওডেমিয়ার সঙ্গে দেখা করিতে দিয়াছিলেন। সেই ক্ষণমিলনের সময় সতী পতির ক্রোড়ে দেহত্যাগ করেন। এই বিষাদময়ী কাহিনী ইংরাজ-

কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ "ল্যাওডেমিয়া" নামক বিখ্যাত গাথায় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সেই কবিতার শেষাংশে একটী বিচিত্র কিম্বদন্তীর সুন্দরভাবে উল্লেখ আছে—

হেলেস্পণ্ট্ উপকূলে (এ বিশ্বাস ছিল) বহুকাল
জন্মাইত ক্রম-সূক্ষ্ম দীর্ঘচূড় বৃক্ষ এক 'ঝাড়'
তাঁহার সমাধি 'পরে, যাঁর শোকে অনুমৃতা তিনি ;
সেই তরুচূড়া হ'তে ট্র্য়দুর্গ-প্রাকার বিশাল
দৃষ্ট হ'লে, রুদ্ধ হ'ত সে তরুর ঊর্দ্ধগামী 'বাড়'
অগ্রভাগ হ'তে তার প্রাণশক্তি কে লইত ছিনি'—
শুকাইত তরু-চূড়া, নবপত্র জন্মিত আবার।
বারেবার হ'ত সেই তরুচূড়া বৃদ্ধি ও সংহার।

প্রোটেসিলসের কথা বলিবার সময় হোমারেরও সুর করুণ হইয়া আসিয়াছে। তিনি বলিয়াছেন—

অসম্পূর্ণ পড়ে আছে গর্ব্বোন্নত প্রাসাদ তাঁহার,
বক্ষে আঘাতিয়া বৃথা পত্নী তাঁ'র করে হাহাকার।

প্রোটেসিলসের আত্মদানের পর গ্রীক্‌রা অবাধে তীরে উঠিল। তাহাদের তরীগুলিকে তীরের উপর টানিয়া আনিয়া তাহারা সহস্র সহস্র কাষ্ঠের গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া সাগর-সৈকতে শিবির স্থাপন করিল। পরে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া ট্র্য় নগর অবরোধ করিল।
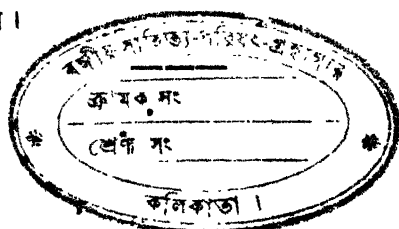
ট্রোজানদের সৈন্যবল।

গ্রীকরা ট্রয় নগর অবরোধ করিয়া নয় বৎসর ধরিয়া যুদ্ধ করিল; ট্রয় নগরের নিকটবর্ত্তী অনেক নগর লুণ্ঠন করিল; ট্রয় রাজ্যের চারিদিকে বহুদূর অবধি যুদ্ধের আগুন জ্বালাইয়া হাহাকার তুলিল; কিন্তু ট্রয় নগরে প্রবেশ করিতে পারিল না। ট্রয় নগরের উচ্চ প্রাচীর অ্যাপোলো ও নেপচুন দেবতা-দিগের দ্বারা গ্রথিত, কাহার সাধ্য সেই কঠিন প্রাচীর ভাঙ্গিয়া নগর অধিকার করে। বিশেষতঃ ট্রোজানরাও প্রচণ্ড বিক্রমে বীরের মত যুদ্ধ করিতেছিল। তাহাদের মধ্যেও অনেক শক্তিশালী বীর ছিল। রাজা প্রায়ামের পঞ্চাশজন পুত্র—সকলেই যোদ্ধা। তাহাদের মধ্যে হেক্টরের নামই সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য।

হেক্টর ছিলেন ট্রোজানদের সর্ব্বপ্রধান বীর। তিনি প্যারি-সের ভ্রাতা, কিন্তু প্যারিস যেমন নীচ ও কাপুরুষ, হেক্টর ছিলেন তেমনই উন্নতমনা ও সাহসী। হেক্টরের সমতুল্য যোদ্ধা গ্রীকদের মধ্যেও অ্যাকিলিজ্ ব্যতীত আর কেহ ছিল না। হেক্টর জানিতেন যে গ্রীকদের সহিত এই অন্যায় সমরে শেষে ট্রোজানদেরই হারিতে হইবে এবং ট্রয় রাজ্য উৎসন্ন যাইবে। কিন্তু হেলেনকে ফিরাইয়া দিয়া গ্রীকদের সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করিবার কথা উঠিলে তিনি স্বদেশের মান রক্ষার জন্য, বিনা-যুদ্ধে হেলেনকে প্রত্যর্পণ করিতে সম্মতি দেন নাই। হেক্টর

যেমন রাজা প্রায়ামের গৌরব ছিলেন, হেক্টরের স্ত্রী অ্যাণ্ড্রো-ম্যাকীও প্রায়ামের কুললক্ষ্মীস্বরূপিণী পতিপ্রাণা ললনার আদর্শস্থানীয়া ছিলেন। হেক্টর ও অ্যাণ্ড্রোম্যাকীকে আদর্শ করিয়া নানা দেশের কবিরা নায়ক-নায়িকার চরিত্র আঁকিয়াছেন। আমাদের দেশের মহাকবি মধুসূদন যে মেঘনাদবধ কাব্যে মেঘনাদের ও প্রমীলার এবং অপর মহাকবি হেমচন্দ্র যে বৃত্রসংহার কাব্যে রুদ্রপীড়ের ও ইন্দুবালার চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতে হেক্টর ও অ্যাণ্ড্রোম্যাকীর চরিত্রের ছায়া পড়িয়াছে।

হেক্টরের পরেই ট্রোজানদের আর একজন প্রধান বীর ছিলেন, ডার্ডেনিয়ান্ সৈন্য দলের নেতা ঈনিয়াস। তিনি প্রায়ামের জ্ঞাতিভ্রাতা অ্যাঙ্কাইসিসের পুত্র। ঈনিয়াসের দেব-অংশে জন্ম, দেবী ভিনাস ছিলেন তাঁহার জননী। ঈনিয়াস প্রায়ামের এক কন্যাকে বিবাহ করেন। ট্রয় যুদ্ধাবসানে ঈনিয়াস ইটালী দেশে গিয়া নূতন রাজ্য স্থাপন করেন। তিনিই রোমান মহাকবি ভার্জ্জিলের "ঈনীদ" মহাকাব্যের নায়ক। ভার্জ্জিলের মতে তাঁহার বংশধরেরাই রোমানদের আদিপুরুষ। ট্রোজানদের অপরাপর যোদ্ধাদের মধ্যে তাহাদের শ্রেষ্ঠ তীরন্দাজ প্যাণ্ডারাসের নাম উল্লেখযোগ্য। প্যাণ্ডারাসের শরসন্ধান অব্যর্থ হইত।

ট্রোজানরা কেবল নিজেদের রাজ্যের যোদ্ধাদের উপর নির্ভর করিয়া গ্রীকদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় নাই। মাইসিয়া

কেরিয়া, ফ্রিজিয়া, লিসিয়া প্রভৃতি দেশ দেশান্তর হইতে যোদ্ধৃবর্গ তাহাদের সাহায্য করিতে আসিয়াছিল। সেই সাহায্যকারী রাজাদের সৈন্যবল ট্রোজানদের আপনাদের সৈন্যের অপেক্ষা অনেক অধিক ছিল এবং তাহাদের মধ্যে এমন অনেক বীরপুরুষ ছিলেন যে মহারথী হেক্টর ব্যতীত ট্রোজানদের দলে তাঁহাদের সমকক্ষ যোদ্ধা আর কেহ ছিল না। সেই বীরবৃন্দের শিরোমণি ছিলেন সার্পিডন ও গ্লকাস্। তাঁহারা লিসিয়া দেশের সেনাপতি হইয়া যুদ্ধে আসিয়াছিলেন। সার্পিডনেরও দেব-অংশে জন্ম—তিনি জুপিটারের পুত্র এবং একজন মহাবীর। গ্লকাসের মত অসমসাহসী অথচ সহৃদয় যোদ্ধা গ্রীক ও ট্রোজান উভয় পক্ষেই আর কেহ ছিল না বলিলেই হয়। সুদূর থ্রেস্ দেশ হইতে রিসাস্ নামে একজন সেনাপতি ট্রোজানদের হইয়া যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিলেন। তিনিও একজন বিখ্যাত বীর।

এই সকল যোদ্ধৃগণকে পরাস্ত করিয়া ট্রয় জয় করা সহজ কথা নহে। একে বহুকাল প্রবাসে থাকিয়া গ্রীক সৈন্যেরা দেশে ফিরিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিল, তাহার উপর আবার যুদ্ধের শেষ বৎসরে, অর্থাৎ দশম বর্ষে, গ্রীক সেনাপতিদের মধ্যে গৃহবিবাদ আরম্ভ হইয়াছিল।

গ্রীকদের গৃহ-বিবাদ

যুদ্ধের নবম বর্ষে ট্রয়ের নিকটেই একটী ক্ষুদ্র নগর গ্রীকরা অধিকার করিয়াছিল। সেই নগরের লুণ্ঠিত দ্রব্যের বিভাগ হইবার সময় গ্রীকদের প্রধান সেনাপতি অ্যাগামেম্নন্ ক্রাইসীইজ নামে

একটি কুমারীকে এবং গ্রীকদের প্রধান বীর অ্যাকিলিজ্ ব্রাইসীইজ্ নামে আর একটী কুমারীকে তাঁহাদের স্ব স্ব অংশে পাইয়াছিলেন। ক্রাইসীইজ অ্যাপেলো দেবের পুরোহিতের কন্যা। বৃদ্ধ পুরোহিত ধন রত্ন লইয়া অ্যাগামেম্ননের নিকট কন্যাটিকে ফেরত দিবার জন্য অনেক মিনতি করেন। অ্যাগামেম্নন্ কিন্তু সে কথায় সম্মত হইলেন না। তিনি শোকার্ত্ত পিতাকে কটু কথা বলিয়া তাড়াইয়া দিলেন। বৃদ্ধ পুরোহিত সমুদ্রতীরে গিয়া তাহার ইষ্টদেব অ্যাপোলোর নিকট কাঁদিতে কাঁদিতে মনের দুঃখ জানাইলেন।

অ্যাকিলিজের রোষ।

অ্যাকিলিজকেই যত অনিষ্টের মূল ভাবিয়া অ্যাগামেম্নন্ তাঁহাকে বলিলেন, "আমি ক্রাইসেইজকে স্ত্রীর মত ভালবাসিতাম, তাহাকে তুমি অন্যায় করিয়া ফেরত দেওয়াইলে। কিন্তু আমার লুঠের অংশ আমি ছাড়িতেছি না—যেখান থেকে হউক তোমাদের দিতে হইবে। আর কেহ না দেয়, তুমি ব্রাইসাইজকে লইয়া রাখিয়াছ, তাহাকেই আমার কাছে পাঠাইয়া দিও।" সেই কথা শুনিয়া অ্যাকিলিজ্ রোষে জ্বলিয়া উঠিয়া অ্যাগামেমনন্কে লোভী, নীচ প্রভৃতি কটূক্তি করিলেন। অ্যাকিলিজ্ও ব্রাইসাইজকে অতিশয় ভালবাসিতেন। অ্যাগামেম্নন্ বলিলেন, "তুমি যদি ব্রাইসীইজকে এখনি ফেরত না দাও, তাহা হইলে তাহাকে জোর করিয়া লইয়া আসিব। আমি তোমাদের দলপতি, সে কথা যেন মনে থাকে।" অ্যাকিলিজ্

একে তরুণবয়স্ক তাহাতে আবার অত্যন্ত উদ্ধত ছিলেন; তিনি ক্রোধে এরূপ জ্ঞানহারা হইলেন যে তখনই একটা হাতাহাতি কাণ্ড করিয়া বসিতেন। কিন্তু প্রবীণ নেষ্টর উভয়ের মধ্যে দাঁড়াইয়া তাঁহাদের বিবাদ ততদূর অগ্রসর হইতে দিলেন না। শেষে অ্যাকিলিজ্ ক্রোধে কম্পান্বিতকলেবরে অ্যাগা-মেম্‌ননের মুখের উপর বলিয়া আসিলেন, "তোমার মত লোভীর সহযোগী হইয়া আর আমি যুদ্ধ করিব না। তোমারই ভ্রাতৃ-বধূকে উদ্ধার করিবার জন্য আমরা যথাসর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া এখানে প্রাণ দিতে আসিয়াছি, তুমি এমনই অকৃতজ্ঞ যে সে কথা ভুলিয়া গিয়াছ। যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, আর আমি যুদ্ধ করিতেছি না। ট্রোজানরা যদি তোমাদের জাহাজে আগুন জ্বালিয়া দেয় তবুও আর আমি যুদ্ধ করিব না। তুমি যদি তখন প্রাণের দায়ে আমার কাছে কাঁদিয়া গিয়া সাহায্য চাহ, তবুও নহে। এই বলিয়া অ্যাকিলিজ্ ক্রোধকম্পিতপদে সেস্থান হইতে চলিয়া আসিলেন। অ্যাকিলিজের রোষই ইলিয়াড্ কাব্যের আখ্যানবস্তু বলিয়া হোমার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইলিয়াড্ কাব্যের প্রথম পংক্তিতেই হোমার বলিয়াছেন—

গাও দেবী বাণী, তুমি পিলিউজ তনয়ের রোষ।

অ্যাকিলিজ্ শিবিরে গিয়া ব্রাইসাইজকেও ফেরত দিলেন। বেচারী ব্রাইসাইজও তাহার নবীন প্রভুর স্নেহে নিতান্ত বশীভূত হইয়া পড়িয়াছিল—আবার এক নূতন প্রভুর কাছে যাইতে হইবে শুনিয়া সে কাঁদিয়া আকুল হইল ও

নিতান্ত অনিচ্ছায় অ্যাগামেমননের কাছে যাইল। অ্যাকিলিজ্ তাঁহার অজেয় মার্মিডন সৈন্যদের লইয়া নিজের জাহাজে গিয়া উঠিলেন।

অ্যাকিলিজের প্রাণে এই অপমান বড়ই লাগিয়াছিল। তিনি আপনাকে ধিক্কার দিতে দিতে সাগরের তীরে নির্জ্জনে গিয়া তাঁহার জননী জলদেবী থেটিস্‌কে ডাকিয়া মনের দুঃখ জানাইলেন। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে মাতাকে কহিলেন "মা, তুমি বলিয়াছিলে ট্রয় যুদ্ধে আমি গৌরব পাইব। এই কি সেই গৌরব! এ অপমানের চেয়ে যে আমার মরণ ভাল ছিল। তুমি যদি ইহার বিহিত না কর, যদি অ্যাগামেমননকে আমার এই অপমানের জন্য অনুতাপ করিতে না হয়—যদি গ্রীক সৈন্যের মধ্যে হাহাকার না উঠে—তাহা হইলে আমি এ প্রাণ আর রাখিব না।" থেটিস্ সমুদ্রের গর্ভ হইতে অভিমানী পুত্রের সেই ক্রন্দন শুনিয়া তাঁহার কাছে আসিয়া স্নেহমধুর স্বরে বলিলেন, "বৎস, তুমি দুঃখ করিও না, গ্রীকদের আবার তোমার কাছে প্রাণের দায়ে আসিয়া সাধ্য সাধনা করিতে হইবে। তুমি যে গৌরব পাইবে, বলিয়াছিলাম, সে কথা মিথ্যা হইবে না।" থেটিস্ পুত্রকে সান্ত্বনা দিয়া তখনই দেবরাজ জুপিটারের কাছে গিয়া যাহাতে ট্রোজানদের জয় হয় এবং গ্রীকরা অপদস্থ হইয়া অ্যাকিলিজ্‌কে আবার যুদ্ধে লইয়া যাইবার জন্য লালায়িত হইয়া সাধিতে আসে তাহা করিতে বলিলেন। থেটিসের সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া জুপিটার তাঁহাকে একটী বর দিবার জন্য

অনেক দিন পূর্ব্ব হইতে প্রতিশ্রুত ছিলেন। কিন্তু তাঁহার স্ত্রী জুনো গ্রীকদের পক্ষে ছিলেন, ট্রোজানদের সাহায্য করিলে পাছে তাঁহার পরিবারে একটা অশান্তি উপস্থিত হয়, মুখরা জুনো পাছে তাঁহাকে দু'কথা শুনাইয়া দেন, এই ভয়ে তিনি প্রথমে ইতস্তত: করিতে লাগিলেন, কিন্তু শেষে থেটিস্ যখন অভিমানের ক্রন্দন-স্বর ধরিলেন, তখন জুপিটার আর আপত্তি করিতে পারিলেন না; বলিলেন, "তথাস্তু"।

অ্যাগামেমননের স্বপ্ন।

অ্যাগামেমন্নকে রাত্রে জুপিটার স্বপ্ন দিলেন যেন নেষ্টর আসিয়া তাঁহাকে বলিতেছেন, "অ্যাট্রিজের পুত্র, তুমি এখনো ঘুমাইতেছ? যাও, এইবার সমস্ত গ্রীক সৈন্যকে একত্র করিয়া ট্রয় আক্রমণ কর। ট্রয়ের পতন হইতে আর বিলম্ব নাই। এই আক্রমণেই তোমাদের জয় হইবে। দেবরাজ জুপিটার তোমাকে এই কথা জানাইতে বলিয়া দিয়াছেন।" সেই স্বপ্নে বিশ্বাস করিয়া অ্যাগামেমনন্ প্রাতে উঠিয়া সমস্ত গ্রীক সৈন্য একত্রিত করিলেন।

সৈন্যেরা সমবেত হইলে এতকাল আত্মীয় স্বজন ও গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়া নিষ্ফল যুদ্ধের কষ্ট ভোগ করিবার পর এখনও তাহাদের মনে যুদ্ধে উৎসাহ আছে কি না তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য অ্যাগামেমনন্ তাহাদের বলিলেন "সৈন্যগণ! আমরা যখন যুদ্ধে আসি তখন জুপিটার আমাদের বড় আশা

দিয়াছিলেন যে আমরা জয়ী হইব। কিন্তু নয় বৎসর কাটিয়া গেল এখনও জয় হইবার কোন সম্ভাবনাই দেখিতেছি না। আর বৃথা যুদ্ধ করিয়া কি হইবে? চল আমরা দেশে ফিরিয়া যাই।" এই কথা বলিবামাত্র অনেকেই জাহাজের দিকে দৌড়িল। তাহারা যে দেশে ফিরিবার জন্য এমন লালায়িত হইয়াছিল, যুদ্ধে যে তাহাদের আর রুচি ছিল না, তাহা অ্যাগামেম্‌নন্ বুঝিতে পারেন নাই। তিনি সৈন্যগণের আচরণ দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন। সেনাপতিরাও সকলে লজ্জিত হইলেন। অ্যাগামেম্‌নন্ সেনাপতিদের ডাকিয়া সৈন্যদিগকে জাহাজ হইতে ফিরাইয়া আনিতে বলিলেন। সেই সময়ে একজন খঞ্জ ও নীচ প্রকৃতির সৈনিক বলিয়া উঠিল, "অ্যাট্রিজের পুত্র তোমার কি বল না; যতদিন যুদ্ধ চলে ততদিনই ভাল। লুঠের ধনরত্নে তুমি শিবির বোঝাই করিতে থাক—বন্দী বেচিয়া তুমি টাকা লইতে থাক, আর আমরা স্ত্রী পুত্র ঘর ছাড়িয়া আসিয়া তোমারই লুব্ধ জঠর বোঝাই করিতে থাকি।" তাহার আর বেশী কিছু বলা হইল না। ইউলিসিজ্ তাহাকে ভৎর্সনা করিয়া বলিলেন "থাম্ থাম্, তুই যদি আমাদের সকলের মাননীয় সেনাপতির নামে আর একটি কথাও বলিবি তাহা হইলে তোর মাথা ভাঙ্গিয়া দিব।" এই কথা বলিয়াই তাহার পৃষ্ঠদেশে তিনি এমন যষ্টি প্রহার করিলেন যে সে আর একটী কথাও বলিতে সাহস করিল না। সেনাপতিগণ দ্রুতপদে ইতস্ততঃ যাতায়াত করিয়া কাহাকেও বা মিষ্ট কথায়, কাহাকেও ভয় দেখাইয়া ফিরাইতে লাগিলেন। তাঁহাদের

সকলের কণ্ঠস্বর অতিক্রম করিয়া ইউলিসিজ্ বজ্রকণ্ঠে চারিদিকে বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন "এই দণ্ডে সকলে ফিরিয়া আইস, যাহাকে জাহাজের কাছে লুকাইয়া থাকিতে দেখিব তাহাকেই মারিয়া ফেলিব।" সৈন্যেরা সকলে ফিরিয়া আসিয়া আবার একস্থানে সমবেত হইল।

অ্যাগামেম্নন্ দেবরাজকে তুষ্ট করিবার জন্য ছয়টা বৃষ বলি দিলেন ও সেই উৎসর্গ করা মাংস নেষ্টর আইডো-মিনিউস্, অ্যাযাক্স, ডায়োমিড্ ও ইউলিসিজ্ প্রভৃতি সেনাপতি-দের সঙ্গে একত্রে বসিয়া আহার করিলেন : পরে সৈন্যদের দলে দলে বিভক্ত করিয়া সাজাইয়া প্রত্যেক দলের সেনাপতিদিগকে নিজ নিজ সেনাদলের সহিত অগ্রসর হইতে আদেশ দিলেন।

ওদিকে রাজা প্রায়ামের সভার মধ্যে দূত গিয়া সংবাদ দিল গ্রীকরা সমস্ত সৈন্য লইয়া ট্রয় আক্রমণ করিতে আসিতেছে। তখনি রাজসভা ভঙ্গ হইল ও সেনাপতিদের নিজ নিজ সৈন্য সজ্জিত করিতে আদেশ হইল। ট্রোজান সৈন্য একত্রিত হইলে, হেক্টর তাহাদের সেনাপতি হইয়া গ্রীকদের বাধা দিতে নগর হইতে বাহির হইলেন।

প্যারিস্ ও মেনেলসের দ্বন্দ্বযুদ্ধ।

ট্রোজান সৈন্যদের অগ্রগামী হইয়া যে সব সেনাপতিরা আসিতেছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে প্যারিসের দিকেই সকলের দৃষ্টি অগ্রে পড়িয়াছিল। তাহার একে সেই সুন্দর রূপ, তাহার উপর আবার তাহার পরিচ্ছদ ও তেমনি মনোহর। সুচিক্কণ, কুঞ্চিত

কেশদাম তাহার ললাটোপরি গুচ্ছে গুচ্ছে পড়িয়াছে, তাহার গাত্রে আজানুলম্বিত ব্যাঘ্রচর্ম্মের অঙ্গরাখা, স্কন্ধে ধনু, হস্তে বর্শা। দুইদল সৈন্য নিকটে আসিতেই মেনেলস্ তাহাকে দেখিতে পাইলেন। পরম শত্রুকে সম্মুখে দেখিয়া মেনেলস্ ক্রোধে অধীর হইলেন। তিনি রথ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া বর্শা তুলিয়া প্যারিসকে বধ করিতে যাইলেন। হঠাৎ সর্পের গাত্রে পদক্ষেপ করিলে লোকে যেমন চমকিয়া উঠে, প্যারিসও তেমনি মেনেলস্‌কে সম্মুখে দেখিয়া ভয়ে হতবুদ্ধি হইয়া তাহার সঙ্গীদের পশ্চাতে গিয়া লুকাইল। তাহা দেখিয়া হেক্টর, প্যারিসের কাছে গিয়া বলিলেন, "নির্লজ্জ তোমার পলাইতে লজ্জা হইল না? তোমার জন্যই ত আমাদের এই বিপদ্, সে কথা কি ভুলিয়া গেলে! ট্রোজানরা যদি মানুষ হইত তাহা হইলে তোমার মত নিলর্জ্জকে এত দিন পাথর ছুড়িয়া মারিয়া ফেলিত।" হেক্টরের কথায় লজ্জা পাইয়া প্যারিস্ বলিল, "যাহা বলিতেছ সব ঠিক, তাহাতে তোমাকে দোষ দিতে পারি না। যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে, এইবার আমি যাহা করিব তাহা শুন। আজ আমি একাকী মেনেলসের সঙ্গে যুদ্ধ করিব। আমাদের মধ্যে যে জয়ী হইবে সেই হেলেনকে পাইবে। আজিকার এই দ্বন্দ্ব যুদ্ধেই সব মীমাংসা হইয়া যাউক।" হেক্টর অগ্রসর হইয়া সেই কথা গ্রীকদের ডাকিয়া বলিলেন ও যতক্ষণ না সেই দ্বন্দ্ব যুদ্ধ শেষ হয় ততক্ষণ সন্ধি প্রার্থনা করিলেন। গ্রীকদের পক্ষ হইতে

অন্য কেহ উত্তর দিবার পূর্ব্বেই মেনেলস্ অগ্রসর হইয়া সদাশয় বীরের মত সরল কথায় উত্তর দিলেন—

"শুন সবে মোর প্রত্যুত্তর। এ বিবাদে
আমিই প্রধান বাদী। আশা হয় মনে,
ট্রোজান ও গ্রীক সর্ব্বজনে সহিয়াছে
যত ক্লেশ, এত দিন ধরে, মোর প্রতি
প্যারিসের পাপাচার প্রতিশোধ তরে,
এইবার তা'র হ'বে চির অবসান।
আমাদের দু'জনের যার ভাগ্যে মৃত্যু
আছে, হউক মরণ তার। অন্যে সবে
তার পর নির্ব্বিবাদে করিও প্রস্থান।"

রাজা প্রায়াম্ তখন মন্ত্রীদের সহিত ট্রয়ের প্রাচীরের উপর হইতে উভয় পক্ষের সৈন্য চালনা দেখিতেছিলেন। তিনি গ্রীকদের পক্ষের প্রধান প্রধান যোদ্ধাদের পরিচয় জানিবার জন্য হেলেনকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন। হেলেন ধীরে ধীরে অধোবদনে সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া বৃদ্ধ মন্ত্রীরা পরস্পরে বলাবলি করিতে লাগিলেন;—"মরি মরি কি সুন্দর রূপ! এই রূপের জন্য যে গ্রীক ও ট্রোজানেরা সর্ব্বস্ব ক্ষতি স্বীকার করিয়া যুদ্ধ করিবে তাহাতে আর বিচিত্রতা কি?" বৃদ্ধ জ্ঞানীদের মুখে এই রূপ স্বতঃ উচ্চারিত প্রশংসার অপেক্ষা হোমার বোধ হয় অপর কোন উপায়ে হেলেনের রূপের অধিকতর সুখ্যাতি করিতে পারিতেন না। রাজা প্রায়াম হেলেনকে সস্নেহে

ট্রয় দুর্গপ্রাকারে হেলেন। [৬৪ পৃষ্ঠা।

চিত্রকর—লর্ড লেটন।

কাছে বসাইয়া গ্রীক যোদ্ধাদের অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। হেলেনও একে একে অ্যাগামেম্‌নন্, ইউসিলিজ্, অ্যাষাক্স, আইডোমিনিউজ প্রভৃতি বীরগণের যথাযোগ্য পরিচয় দিতে লাগিলেন। এমন সময়ে একজন দূত দৌড়িয়া আসিয়া প্রায়ামকে বলিল "প্যারিস ও মেনেলসের দ্বৈরথ যুদ্ধ হইবে। আপনাকে এখনি যুদ্ধস্থলে গিয়া সেই যুদ্ধের নিয়ম ঠিক করিয়া দিতে হইবে।" বৃদ্ধ প্রায়ামের যুদ্ধস্থলে যাইতে ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু দূতের মুখে সমস্ত শুনিয়া বিপদ্-শান্তির আশায় নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও তিনি যুদ্ধ স্থলে যাইলেন।

প্রায়াম্ ও আগামেম্‌নন্ তুইদলের সৈন্যদের সমক্ষে শপথ করিয়া সন্ধি করিলেন। স্থির হইল প্যারিস পরাজিত হইলে মেনেলস্ হেলেনকে তাঁহার ধনরত্ন অলঙ্কার সমেত ফিরিয়া পাইবেন আর মেনেলস হারিলে হেলেন প্যারিসেরই থাকিবেন; গ্রীকরা আর হেলেনকে উদ্ধারের চেষ্টা করিবেন না। এই দ্বন্দ্বযুদ্ধেই ট্রয়-সমরের অবসান হইবে। মেনেলস্ ও প্যারিস্ যখন যুদ্ধ করিবেন তৎকালে বা তাহার পরে আর কেহ অস্ত্র ধরিবে না; যদি কেহ এই সন্ধির সর্ত্ত ভঙ্গ করিয়া যুদ্ধ করে, তাহার স্ত্রী পুত্র যেন দাস হইয়া বিক্রীত হইয়া যায়, এইরূপ শপথ করিয়া প্রায়াম্ রণস্থল ত্যাগ করিলেন।

দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ আরম্ভ হইল। প্রথমে প্যারিস্ ও মেনেলস্ উভয়েই পরস্পরকে লক্ষ্য করিয়া বর্শা নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু কাহারও গাত্রে আঘাত লাগিল না। পরে মেনেলস্ অসি হস্তে

দৌড়িয়া গিয়া প্যারিসের মস্তকে আঘাত করিলেন। কিন্তু কঠিন শিরস্ত্রাণে লাগিয়া মেনেলসের অসি দ্বিখণ্ড হইয়া গেল। শেষে মেনেলস ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া সেই লৌহের শিরস্ত্রাণ ধরিয়া প্যারিসকে টানিয়া আনিতে লাগিলেন। দৈবক্রমে শিরস্ত্রাণের বন্ধনী ছিন্ন হইয়া যাওয়াতে শিরস্ত্রাণটা মেনেলসের হস্তে রহিয়া গেল, প্যারিস পলাইয়া গিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে নগরের মধ্যে প্রবেশ করিল, ও একেবারে গিয়া হেলেনের কক্ষে উপস্থিত হইল। প্যারিসের এই বিপদের সময় ভিনাসই তাহার শিরস্ত্রাণের বন্ধনী ছিঁড়িয়া দিয়া তাহাকে মেনেলসের হস্তে আসন্ন মৃত্যু হইতে উদ্ধার করিলেন। পরে অদৃশ্য করিয়া লইয়া গিয়া হেলেনের প্রাসাদে পঁহুছিয়া দিলেন। শিকার হস্তে আসিয়াও পলাইয়া যাওয়াতে মেনেলস্ রোষে গর্জ্জন করিয়া তাহাকে ফিরাইয়া দিবার জন্য ট্রোজানদের বার বার বলিতে লাগিলেন। এদিকে প্যারিস রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করাতে অ্যাগামেম্নন্ সন্ধির সর্ত্ত অনুযায়ী ট্রোজানদের কাছে হেলেনকে ফেরত চাহিয়া পাঠাইলেন।

সন্ধি ভঙ্গ।

জুনা ও মিনার্ভা দেখিলেন যে হেলেনকে প্রত্যর্পণ করিলেই এখন ট্রোজানেরা যুদ্ধ হইতে নিষ্কৃতি পায় এবং প্যারিসও প্রাণে বাঁচিয়া যায়; তাঁহাদের আর প্রতিশোধ লওয়া হয় না। সুতরাং যাহাতে আবার যুদ্ধ বাঁধিয়া যায় দেবীরা তাহার ব্যবস্থা করিলেন। মিনার্ভা একজন ট্রোজান যুবকের রূপ ধরিয়া

ট্রোজানদের শ্রেষ্ঠ তীরন্দাজ প্যাণ্ডারাস্‌কে বলিলেন, "চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছ কেন? দেখিতেছ না মেনেলস্‌ স্বদল ছাড়িয়া একেলা বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে। যদি যুদ্ধে নাম কিনিতে চাহ তাহা হইলে এমন সুযোগ আর পাইবে না, এই বেলা মেনেলস্‌কে শরবিদ্ধ করিয়া বধ কর।" সেই কুপরামর্শ শুনিয়া প্যাণ্ডারাস্‌ তৎক্ষণাৎ মেনেলসকে লক্ষ্য করিয়া তীর ছুড়িল। তীরটা সাংঘাতিক হইত, কিন্তু মিনার্ভা অলক্ষ্যে থাকিয়া সেটাকে সরাইয়া দিলেন, তীর মেনেলসের কটির অধোভাগে গিয়া বিদ্ধ হইল, তাঁহার পদদ্বয় বহিয়া রক্ত ঝরিতে লাগিল। সেই শোণিতস্রাব দেখিয়া অ্যাগামেমননের ভ্রাতৃস্নেহ উথলিয়া উঠিল। তিনি দৌড়িয়া গিয়া মেনেলসকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন এবং সত্যভঙ্গকারী ট্রোজান-ঘাতকের হস্তে তাঁহার ভ্রাতার বুঝি বা প্রাণ যায় এই ভয়ে কাঁদিয়া উঠিলেন। কিন্তু মেনেলস্‌ বলিলেন, আঘাত সামান্য লাগিয়াছে, ভয়ের কোনও কারণ নাই। সেই কথা শুনিয়া তবে অ্যাগামেমনন্‌ আশ্বস্ত হয়েন।

প্রথম দিনের যুদ্ধ।

বিশ্বাসঘাতক প্যাণ্ডারাস্‌ সন্ধি ভঙ্গ করাতে উভয় পক্ষই তৎক্ষণাৎ পরস্পরকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। রণদেব মার্স ট্রোজানদের পক্ষে এবং রণদেবী মিনার্ভা গ্রীকদের পক্ষে যুদ্ধ করিতে সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। প্রবীণ নেষ্টর সৈন্য সংস্থাপন করিলেন। প্রথমে রথী ও অশ্বারোহী সৈন্য,

সর্ব্বপশ্চাতে বহুসংখ্যক বিক্রমশালী পদাতিক সৈন্য স্থাপন করিলেন এবং উভয় দলের মধ্যভাগে অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট সৈন্য রক্ষা করিলেন, যাহাতে তাহারা পলাইতে না পারিয়া বাধ্য হইয়া যুদ্ধ করে। তিনি অশ্বারোহীদিগকে সতর্ক করিয়া দিলেন যে তাহারা যেন শ্রেণীভঙ্গ করিয়া কেহ একাকী অগ্রসর বা পশ্চাদ্‌গামী না হয়। সৈন্য সংস্থাপনা হইলে প্রমত্তবেগে গ্রীক ও ট্রোজান সৈন্য পরস্পরকে আক্রমণ করিল। দুইটী পার্ব্বত্য নদীর উৎপত্তি স্থানে বন্যা আসিলে তাহাদের কূলপ্লাবী জলরাশি বহু ঊর্দ্ধ হইতে প্রপাতের বেগে কোনও গভীর খাতে পতিত ও মিলত হইলে যেরূপ ভীষণ শব্দ উত্থিত হয়, ট্রয়যুদ্ধে ও আক্রমণকারী ও আক্রান্তদিগের চীৎকারে এবং মুমূর্ষুদিগের যাতনাধ্বনিতে সেইরূপ ভয়ানক শব্দ উত্থিত হইয়াছিল। সেই সমর কল্লোল বহুদূর হইতে শুনিয়া মেষপালকেরা ত্রাস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। রণক্ষেত্র নররক্তে প্লাবিত হইয়া গিয়াছিল। হোমার সে দিনের যুদ্ধে প্রধান প্রধান বীরদিগের পরস্পরের দ্বন্দ্ব যুদ্ধের কথাই বিশেষভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। প্রথমেই বড় অ্যাযাক্সের বর্শায় সাইমোসিসিয়ান্‌ নামে একজন বীর ও ইউলিসিজের বর্শায় ডোমাকুন নামে প্রায়ামের এক পুত্র নিহত হইল ও ট্রোজানরা হটিয়া যাইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া অ্যাপোলো প্রাচীরের উপর হইতে ট্রোজানদের উৎসাহ দিতে লাগিলেন। সূর্য্যদেব অ্যাপোলোকে দেখিয়া ট্রোজানরা নববলে বলীয়ান্‌ হইয়া অগ্রসর হইল।

ডায়োমিডের রণকীর্ত্তি।

গ্রীক্‌রা যখন রণরঙ্গে মত্ত হইয়া অগ্রসর হইতেছিল, সেই সময় ডায়োমিড্‌ এক স্থানে দণ্ডায়মান ছিলেন। অ্যাগামেম্‌নন্‌ তাঁহাকে নিশ্চেষ্ট দেখিয়া ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, "তোমার পিতা অমন বীর ছিলেন, আর তাঁহার পুত্র হইয়া তুমি এমন অলস? ছি!" ডায়োমিড্‌ কোনও উত্তর দিলেন না, কিন্তু সেই তিরস্কারের কথা তাঁহার প্রাণে গিয়া আঘাত করিল। তিনি তাঁহার সেই অখ্যাতি ঘুচাইবার জন্য মনে মনে সংকল্প করিয়া সেইদিন যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইলেন। সে দিন কেহই তাঁহার বিক্রমের গতিরোধ করিতে পারিল না। প্রথমেই তিনি বিশ্বাসঘাতক প্যাণ্ডারাস্‌কে বর্শাবিদ্ধ করিয়া বধ করিলেন এবং একখণ্ড পাথর ছুড়িয়া ঈনিয়াসের উরুদেশে এমন আঘাত করিলেন যে তাঁহার দেবীমাতা ভিনাস আসিয়া তাঁহাকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে বস্ত্রের আড়াল দিয়া তুলিয়া লইয়া না যাইলে সে দিন আর তাঁহাকে বাঁচিতে হইত না। ভিনাসকেও ডায়োমিড্‌ সহজে ছাড়িলেন না। দেবীর হস্তে ডায়োমিড্‌ বর্শা ছুড়িয়া এমন আঘাত করিলেন যে তিনি যাতনায় চীৎকার করিয়া উঠিয়া, পুত্রকে অ্যাপোলোর হস্তে নিক্ষেপ করিয়া, একেবারে অলিম্পাসে পলাইয়া গেলেন। তাঁহার হাত দিয়া দেবরক্ত ঝরিতেছিল, তিনি পিতা জুপিটারের কাছে গিয়া ক্ষত দেখাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। জুপিটার বলিলেন "মা, তোমার কি যুদ্ধে যাওয়া

সাজে, সেখানে মার্স ও মিনার্ভার যাইবার কথা; তুমি কেবল বিবাহের বাসরে উপস্থিত থাকিয়া ভালবাসা বিতরণ করিও।" ডায়োমিড্ অ্যাপোলোরও পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষে অ্যাপোলোর অগ্নিময় রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া এবং মিনার্ভা সতর্ক করিয়া দেওয়াতে, তিনি পিছাইয়া গেলেন। কিন্তু পরে যখন মার্স অ্যাপোলোর উত্তেজনায় ট্রোজানদের হইয়া যুদ্ধ করিতে আসিলেন, তখন ডায়োমিড্ তাঁহাকে নিষ্কৃতি দিলেন না। মিনার্ভার সহায়তায় তিনি মার্সকে এমন বর্শার আঘাত করিলেন যে মার্স শতবজ্র-নিনাদ তুল্য চীৎকার করিয়া একেবারে অলিম্পাসে উঠিয়া গিয়া তাঁহার পিতা জুপিটারের কাছে অভিযোগ করিলেন। জুপিটার বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "আমার কাছে আসিও না, তোমার মাতা জুনোর কাছে যাও। তাহার কাছ থেকে কলহপ্রবণ স্বভাব পাইয়াছ বলিয়াই ত আজ তোমার এমন দুর্দ্দশা।"

ডায়োমিড্ ও গ্লকাস্।

মার্স যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিতেই ট্রোজানদের মধ্যে একটা আতঙ্ক উঠিল। সেই সময়ে হেক্টর আসিয়া কিছুক্ষণ অতুল বিক্রমে যুদ্ধ করিয়া তাহাদের সে ভীতি নিবারণ করিলেন। পরে তিনি মিনার্ভা-দেবীর ক্রোধ-শান্তি করিবার আশায় তাঁহার পূজার আয়োজন করিতে নগরে প্রবেশ করিলেন। সেই সময়ে উভয় পক্ষই বহুক্ষণ যুদ্ধ করিয়া ক্লান্ত হওয়াতে যুদ্ধের

প্রকোপ হ্রাস হইয়া আসিয়াছিল। গ্রীকদের পক্ষে কেবল ডায়োমিড্ এবং ট্রোজানদের পক্ষে কেবল লিসিয়ার সেনাপতি গ্লকাস্ যুদ্ধ করিতেছিলেন। গ্লকাস্ ডায়োমিড্কে বাধা দিতে আসিলেন। গ্লকাস্কে দেখিয়া ডায়োমিড্ বলিলেন, "কে তুমি? কোন্ সাহসে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছ? যদি দেবতা হও তোমার সহিত যুদ্ধ করিব না, যদি মানব হও এখনি তোমার যুদ্ধসাধ এ জন্মের মত মিটাইয়া দিব—কিন্তু আগে তোমার কোন্ বংশে জন্ম, কি নাম—পরিচয় দাও।" গ্লকাস্ উত্তর দিলেন, "টাইডিউজ তনয় বীরবর—

আমার বংশের কথা জানিবারে ব্যগ্র তুমি কেন?
মানবের বংশাবলী বিটপীর পত্ররাজি মত;
জীর্ণপত্র ঝরে যায় বায়ুস্পর্শে দগ্ধ হয়ে যেন,
নবপত্র বাহিরায় সুবসন্ত হইলে আগত।
সেইরূপ হেরি মোরা মানবের বংশ এ ধরায়,
প্রত্যেকে নির্দ্দিষ্ট কাল যথাক্রমে থেকে লোপ পায়,
একবংশ উঠে জেগে অন্যবংশ অতীতে মিশায়।

যাহা হউক যখন তুমি জানিতে চাহিতেছ তখন বলি, আমি সিসাইফাসের বংশে জন্মিয়াছি, আমার পিতামহ বেলেরোফোন্ বিপদে পড়িয়া তোমার পিতামহ ইনিউজের বাটীতে গিয়া নয় দিন অতিথি ছিলেন; সেই অবধি তোমাদের বংশের সঙ্গে আমাদের বংশের বন্ধুত্ব।" সেই কথা শুনিয়া ডায়োমিড্ বেগে আসিয়া গ্লকাস্কে বাহুপাশে বদ্ধ করিয়া স্নেহবিগলিত স্বরে

বলিলেন, "ভাই, তোমার পিতামহ বেলোরোফোন্ আমার পিতামহকে যে একটী সোণার পিয়ালা দিয়া গিয়াছিলেন, তাহা এখনো আমাদের পৈত্রিক দ্রব্য-সামগ্রীর সঙ্গে যত্ন করিয়া তোলা আছে। আমাদের বংশের সেই পুরাতন বন্ধুত্ব আজ আমরা যুদ্ধে আসিয়া ভঙ্গ করিব না। যদি কখনও যুদ্ধ করিতে করিতে আমরা উভয়ে সম্মুখীন হই, ভাই সাবধান, যেন আমাদের পরস্পরের অস্ত্র দু'জনের কাহারও গায়ে না লাগে। এখন এস আমরা বর্ম্ম বিনিময় করিব, সকলে জানুক যে আমরা বন্ধু।" এই বলিয়া দুইজনে কিছুক্ষণ হাত ধরাধরি করিয়া পরস্পরের দিকে প্রীতিপূর্ণ চক্ষে চাহিয়া রহিলেন। পরে গ্লকাস্ তাঁহার স্বর্ণ-নির্ম্মিত বর্ম্ম গাত্র হইতে উন্মোচন করিয়া ডায়োমিড্কে দিয়া ডায়োমিডের পিত্তলের বর্ম্মটী সহাস্যবদনে নিজে পরিধান করিলেন। তৎপরে উভয়ে সেই সৌহার্দ্দ্যের স্মৃতি হৃদয়ে ধারণ করিয়া রণক্ষেত্রের বিভিন্ন দিকে গমন করিলেন।

হেক্টর ও অ্যাণ্ড্রোম্যাকী।

ট্রয় নগরের যে প্রাসাদ-শ্রেণীর মধ্যে রাজা প্রায়াম তাঁহার অর্দ্ধশত পুত্র ও দ্বাদশ কন্যাকে লইয়া বাস করিতেন, হেক্টর নগরে প্রবেশ করিয়া সেই দিকে যাইলেন। রাজবাটীতে যাইতেই তাঁহার মাতা হেকিউবা তাঁহাকে স্নেহগদ্-গদ কণ্ঠে বলিলেন, "বাছা আমার, যদি যুদ্ধ থেকে আসিলে ত একটু শ্রান্তিদূর করিয়া যাও, কিছু আহার করিয়া যাও।" হেক্টর বলিলেন, "না

মা, আমি বিশ্রাম করিতে আসি নাই, এখন কিছু আহারও করিব না। তোমাকে যাহা বলি তাহা শুন। তোমার কাছে যে সকল পোষাক আছে তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা যেটা ভাল সেইটা লইয়া গিয়া মিনার্ভা দেবার মন্দিরে পূজা দাওগে। আর সেখানে ট্রয়এর কল্যাণে দ্বাদশটী গো-বৎস বলি দিও। আমি এখন আসি।”

মাতার কাছে বিদায় লইয়া হেক্টর প্যারিসের অন্বেষণে হেলেনের বাটীতে যাইলেন। সেখানে গিয়া দেখেন প্যারিস তাহার বর্ম্ম খুলিয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিয়া রাখিয়া হেলেনের কাছে বসিয়া আছে। প্যারিসের আচরণ দেখিয়া হেক্টরের ক্রোধ হইল। তিনি প্যারিসকে বলিলেন, “তোমার জন্য ট্রয়ের সর্ব্বনাশ হইতে বসিয়াছে, আর তুমি কি না এখানে স্ত্রীলোকের অঞ্চল ধরিয়া বসিয়া আছ! তোমার কি লজ্জাও করে না।” প্যারিস কিছু অপ্রতিভ হইয়া বলিল, “আর লজ্জা দিও না ভাই, চল আমি এখনি যুদ্ধে যাইতেছি।” হেক্টর সেই কথা শুনিয়া হেলেনের সঙ্গে কোন কথা না কহিয়াই চলিয়া আসিতে ছিলেন, কিন্তু হেলেন চঞ্চলচরণে তাঁহার কাছে গিয়া সজলনয়নে বলিলেন, “ভাই, আমার দিকে অমন কঠোরভাবে চাহিও না, আমি বড়ই মন্দভাগিনী, নহিলে এমন কাপুরুষের হাতেই বা পড়িব কেন; আর আমার জন্য ট্রয়ই বা ছারে খারে যাইতে বসিবে কেন? সে যাহা হউক, এখানে আসিলে ত দু’দণ্ড বিশ্রাম করিয়া যাও।” হেক্টর বলিলেন, “হেলেন, আমাকে এখন বিশ্রাম করিতে বলিও না, আমার সঙ্গীরা রহিল যুদ্ধক্ষেত্রে, তাহাদের

ফেলিয়া আসিয়া আমি কি দেরী করিতে পারি ? আমি কেবল আমার স্ত্রী-পুত্রকে দেখিয়া—হয়ত জন্মের মত শেষ দেখা দেখিয়া—এখনি আবার যুদ্ধে যাইব। আমি আসি, দেখিও প্যারিস্ যেন বিলম্ব করে না ; তুমি তাহাকে তাড়া দিয়া এখনি যুদ্ধে পাঠাইয়া দিও।”

তৎপরে হেক্টর স্ত্রীর নিকট বিদায় লইতে যাইলেন। হেক্টর ও অ্যাণ্ড্রোম্যাকীর বিদায়ের দৃশ্য বড়ই করুণ—হোমারের শ্রেষ্ঠ রচনা বলিয়া কাব্যামোদীর নিকট চিরদিন প্রশংসা পাইয়া আসিতেছে। হেক্টর প্রথমে নিজের বাটীতে যাইলেন। সেখানে তিনি স্ত্রী পুত্রের দেখা পাইলেন না। অ্যাণ্ড্রোম্যাকী তখন দুর্গ-শিখর হইতে যুদ্ধ দেখিতে গিয়াছিলেন। হেক্টরও সেইখানে যাইলেন ; অ্যাণ্ড্রোম্যাকী তাঁহার পদশব্দ শুনিয়াই দুর্গের উপর হইতে নামিয়া আসিলেন এবং তাঁহার পশ্চাতে একজন পরি-চারিকা তাঁহার শিশু পুত্র অ্যাষ্টিয়ানাক্সকে ক্রোড়ে করিয়া লইয়া আসিল। অ্যাণ্ড্রোম্যাকী স্বামীর হাত দুইটী ধরিয়া ছল ছল চক্ষে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “তোমার কি প্রাণের মায়া বিন্দু মাত্র নাই—আর আমি তোমাকে যুদ্ধে যাইতে দিব না। তুমি কি জান না অ্যাকিলিজ্ আমার পিতাকে হত্যা করিয়াছে, আমার সাত ভাইকে বধ করিয়াছে—এখন আর আমার এ জগতে তুমি ছাড়া কেহই নাই—

কিন্তু মোর হেক্টর যতদিন তুমি আছ ভবে,
তোমাতেই হেরি আমি পিতামাতা ভাই-বন্ধু সবে।

—তুমি আমার জীবনসর্ব্বস্ব। তোমা বিহনে আমার দশা কি হইবে আর এই অবোধ শিশুরই বা কি হইবে তাহা কি তুমি একবার ভাবিতেছ না? তোমাকে মিনতি করি—আর তুমি যুদ্ধে যাইও না।”

হেক্টর দুঃখিত স্বরে বলিলেন, “তুমি বীরের পত্নী হইয়া ও কি কথা বলিতেছ?—

ট্রয়বাসী বীরের সমাজে কেমনে দেখাব আমি মুখ—
কি বলিবে সুদীর্ঘবসনা যত ট্রয়ের ললনা,
কাপুরুষ মত আমি হই যদি সমরে বিমুখ?
আমার সে অন্তরাত্মা কি করিয়া ভুলিবে, বলনা—
যৌবনের শিক্ষা দীক্ষা, জীবনের গর্ব্ব-আশা-সুখ,
সংগ্রামে অগ্রণী হয়ে যুঝিবার অদম্য বাসনা,
রক্ষিবারে পিতৃমান গৌরবে পাতিয়া দিয়া বুক?
কিন্তু মোর হইয়াছে হৃদিমাঝে নিশ্চিত ধারণা—
বিলম্ব নাহিক আর আসিতে সে অনিবার্য্য দিন,
আমাদের পুণ্যভূমি প্রিয়তম ট্রয়ক্ষেত্র যবে,
প্রায়ামের রাজবংশ প্রজা সনে হয়ে শক্তিহীন,
সর্ব্বগ্রাসী ধ্বংস মুখে চিরতরে লয় প্রাপ্ত হ'বে।

তুমি যে সকল কথা বলিলে, তাহা আমি সবই জানি—আমি বুঝিতে পারিতেছি, হয় ত শত্রুরা তোমাকে বন্দিনী করিয়া স্বদেশে লইয়া যাইবে, সে চিন্তায় আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে, কিন্তু এসব জানিয়াও আমাকে যুদ্ধে যাইতেই হইবে।” এই কথা বলিয়া তিনি ধাত্রীর ক্রোড় হইতে তাঁহার শিশুপুত্র

অ্যাষ্টিয়ানাক্সকে ক্রোড়ে লইবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিলেন। কিন্তু শিশু তাঁহার দোদুল্যমান পুচ্ছবিশিষ্ট পিত্তলের শিরস্ত্রাণ দেখিয়া ভীত হইয়া ধাত্রীর বক্ষে মুখ লুকাইল। তাহা দেখিয়া হেক্টর ও অ্যাণ্ড্রোম্যাকী উভয়েই মৃদুহাস্য করিলেন। পরে হেক্টর শিরস্ত্রাণ খুলিয়া রাখিয়া পুত্রকে ক্রোড়ে লইলেন এবং সস্নেহে তাহার মুখচুম্বন করিয়া—তাহাকে ঊর্দ্ধে তুলিয়া, কম্পিত কণ্ঠে জুপিটার প্রমুখ দেবগণের নিকট প্রার্থনা করিলেন,—

"হে তুমি! গৌরবে যাঁর পরিপূর্ণ স্বর্গ সিংহাসন,
হে অমরশক্তিপুঞ্জ! রক্ষ মোর পুত্রের জীবন।
দিও তারে করিতে গো মোর মত গৌরব অর্জ্জন,
রক্ষিতে ট্রোজানগণে রাজশক্তি স্বদেশের ধন।
দেশবৈরী বিপক্ষে সে মত্ত হয়ে প্রচণ্ড সংগ্রামে
খ্যাতিলাভ করে যেন সে যুগের হেকটর নামে।
গৌরবে মণ্ডিত হয়ে যুদ্ধ হতে আনিবে সে যবে
পরাজিত অরাতির ধন রত্ন অতুল এ ভবে,
সমগ্র সেনানী যেন সমস্বরে করে জয়ধ্বনি—
'পিতার অধিক খ্যাতি লভেছে এ বীর চূড়ামণি।'
ট্রয়বাসীদের সেই সম্মিলিত জয় কোলাহলে
যেন এর মাতৃবক্ষে শতধারে আনন্দ উথলে।"

এইরূপ প্রার্থনার পর তিনি পুত্রকে স্ত্রীর ক্রোড়ে দিলেন। শিশু মাতার ক্রোড়ে যাইতেই যেন নিশ্চিন্ত হইল। মাতার হৃদয়ে কিন্তু পুত্রস্নেহজনিত আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যৎ বিষাদেরও চিন্তা উদিত হইল। তাঁহার নয়নযুগলে মুক্তার

মত অশ্রুবিন্দু দেখা দিয়া ঝরিয়া পড়িল। তাহা দেখিয়া হেক্টর তাঁহার কপোলে মৃদু করস্পর্শ করিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার উদ্দেশ্যে বলিলেন—

"তুমি কেন বৃথা দুঃখ কর? বীরের কার্য্য শেষ না হইলে তাহার মৃত্যু নাই। একদিন সকলকেই মরিতে হইবে—

যদবধি নাহি আসে মোর ভাগ্যে সে নির্দ্দিষ্ট দিন,
মনুষ্যের সাধ্য নাহি মোরে কেহ করে প্রাণহীন।
কাল পূর্ণ হবে যবে, হউক সে ভীরু বা নির্ভয়
না পারিবে অতিক্রম করে যেতে কেহ সে সময়।"

পরে সেই দুশ্চিন্তা মন হইতে যেন সবলে দূর করিয়া ফেলিয়া তিনি বলিলেন,—"এখন যাও তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম তুমি করগে—দাসদাসীদের লইয়া সাংসারিক কর্ম্মে মন দাওগে। আমাকে এখন আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে যাইতে দাও,—বিদায়।" এই বিদায়সম্ভাষণের পর হেক্টর পুনরায় রণস্থলে যাইবার জন্য অগ্রসর হইলেন।

অ্যাণ্ড্রোম্যাকী পুত্রকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে নিজ প্রাসাদের অভিমুখে ফিরিলেন, যাইবার সময় বারে বারে তিনি পশ্চাতে চাহিয়া পতিকে দেখিতে লাগিলেন—তাঁহার পদদ্বয় যেন আর সরে না। তিনি জানিতেন না, এই তাঁহার পতির সহিত শেষ সম্ভাষণ—এ জীবনে আর তাঁহাকে দেখিতে পাইবেন না। হেক্টরও কিয়ৎকাল সেই স্থানে নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। ভবিষ্যতের অশুভ ছায়ায় তাঁহারও মন যেন

আঁধার হইয়া আসিল। রোমসাম্রাজ্যের শেষ যুগে রোমান-রমণীরা আবেগে বিচলিত হইতেন না। কিন্তু কথিত আছে একজন উচ্চবংশীয়া রোমান-মহিলা (ব্রুটাসের পত্নী পোর্ষিয়া) হেক্টর ও অ্যাণ্ড্রোম্যাকীর বিদায়ের একখানি চিত্র দেখিয়া, তাঁহাদের বিষাদকাহিনী স্মরণে, অশ্রুবেগ দমন করিতে পারেন নাই। হেক্টর কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতেই দেখিলেন, রণবেশে সজ্জিত হইয়া প্যারিস্ সেইদিকে আসিতেছেন। প্যারিসকে দেখিয়া হেক্টর মৃদুস্বরে তাহাকে বলিলেন, "ভাই, আমার কথায় রাগ করিও না। রাগের মাথায় কি বলিয়াছি তাহা ভুলিয়া গিয়া, চল দুইজনে বীরের মত যুদ্ধ করিগে। আবার হয় ত ট্রয়ের সুদিন ফিরিয়া আসিবে।"

দ্বিতীয় দিবসের যুদ্ধ।

প্রথম দিবসের যুদ্ধে গ্রীকরাই জয়ী হইল। পরদিন উভয়-পক্ষের হত সৈন্যদের দেহ সংকার করিবার জন্য দুইদলে সন্ধি স্থাপিত হইল। সন্ধির দিন গ্রীকরা শিবির রক্ষার জন্য তাহাদের শিবিরের সম্মুখে একটা পরিখা খনন করিয়া সেই মৃত্তিকায় একটা প্রাচীর গড়িয়া লইল।

জুপিটার থেটিসের কাছে বাক্‌দান করিয়াছিলেন যে তিনি ট্রোজানদের জয়ী করিয়া দিবেন, সে কথা তিনি বিস্মৃত হয়েন নাই। দ্বিতীয় দিনের যুদ্ধে দেবতাদের তিনি কোন পক্ষেই যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। তাঁহার পর তিনি আইডা পর্ব্বতের

শিখরদেশ হইতে গ্রীকদের শিবিরে বজ্রাঘাত করিতে লাগিলেন। গ্রীকরা দেখিল স্বয়ং দেবরাজ সেদিন তাহাদের বিপক্ষে। তাহারা ভগ্নোৎসাহ হইল। তত্রাচ তাহাদের শ্রেষ্ঠ তীরন্দাজ টিউসার একাই ট্রোজানদের নয়জন যোদ্ধাকে বধ করিলেন। শেষে হেক্টর আসিয়া একখণ্ড বৃহৎ প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া টি-উ সারের কণ্ঠের অস্থি ভাঙ্গিয়া দিলেন। জুনো ও মিনার্ভা গ্রীকদের দুর্দ্দশা দেখিয়া তাহাদের সাহায্য করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। কিন্তু জুপিটারের সকল দিকে লক্ষ্য ছিল, তিনি তাহাদের এমন ভৎর্সনা করিলেন যে ভয়ে মুখরা জুনোর মুখেও আর কথা সরিল না।

রাত্রির আগমনে সে দিন যুদ্ধ স্থগিত রহিল। হেক্টর বলিলেন, "আজই আমি গ্রীকদের সমস্ত সৈন্য তাহাদের জাহাজ শুদ্ধ ধ্বংস করিতাম—কেবল রাত্রি হইয়া গেল বলিয়া পারিলাম না। কাল কিন্তু তাহাদের আর নিস্তার নাই।"

সে দিন যুদ্ধের অবসানে ট্রোজানরা নগরে প্রত্যাবর্ত্তন না করিয়া রণক্ষেত্রেই রাত্রি যাপন করিল। গ্রীকদের তরণীশ্রেণীর ও জ্যানথ্যাস্ নদীর মধ্যস্থলের প্রান্তরে, সহস্র সহস্র অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বালিত করিয়া প্রত্যেক অগ্নিকুণ্ডের চারিধারে অর্দ্ধশত ট্রোজান সৈনিক বসিয়া রহিল এবং রথবাহী অশ্বগণ রথের পার্শ্বে পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিয়া তৃণচর্ব্বণ করিতে করিতে উষার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। ঝটিকার অবসানে নির্ম্মল গগনে চন্দ্রোদয় হইলে যেমন ধরাতলে গিরিউপত্যকা ও

পর্ব্বতশৃঙ্গ জ্যোৎস্নালোকে উদ্ভাসিত হয়, ঊর্দ্ধে উন্মুক্ত আকাশের অসীম গভীরতা জাগ্রত করিয়া তারকারাজি ঝিক্‌মিক্ করিতে থাকে এবং সেই দৃশ্যে মেষপালকের হৃদয় আনন্দে উথলিয়া উঠে, হোমার বলেন, ট্রোজানদের রণক্ষেত্রে সেই রজনীযাপনের দৃশ্যও সেইরূপ সুন্দর দেখাইয়াছিল।

অ্যাকিলিজের নিকট দৌত্য।

গভীর রাত্রিতে গ্রীক সেনাপতিগণ পরামর্শ করিতে বসিলেন। বহুদর্শী নেষ্টর বলিলেন, "অ্যাকিলিজকে যুদ্ধে না আনিলে আর হেক্টরের হস্তে রক্ষা নাই।" আগামেম্‌নন্ বলিলেন, এখন তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন যে তাঁহারই দোষ হইয়াছে, অ্যাকিলিজের উপর অন্যায় ব্যবহার করা হইয়াছে। এখন তিনি সেই বিবাদের মূল ব্রাইসীইজকে ফিরাইয়া ত দিবেনই, তাহার উপর আরও অনেক মূল্যবান্ উপহার অ্যাকিলিজ্‌কে প্রদান করিতে প্রস্তুত আছেন। তিনি সেই উপহারের একটী তালিকাও দিলেন। সেই কথা জ্ঞাপন করিবার জন্য গ্রীক সেনাপতিগণের দূত হইয়া ইউলিসিজ্, অ্যাযাক্স ও ফিনিক্স নামে অ্যাকিলিজের একজন বৃদ্ধ আত্মীয় অ্যাকিলিজের কাছে যাইলেন। ফিনিক্স অ্যাকিলিজকে বাগ্মিতা শিক্ষা দিয়াছিলেন, অ্যাকিলিজ্ তাঁহাকে যথেষ্ট ভক্তি করিতেন। অ্যাকিলিজ্ তাঁহাদের আদর অভ্যর্থনা করিলেন ও যত্ন

করিয়া আহারাদি করাইলেন। কিন্তু কিছুতেই তিনি যুদ্ধে যাইতে সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন, "আমি মানের জন্যেই যুদ্ধে আসিয়াছিলাম, সেই মান যখন হারাইয়াছি তখন আর কিসের জন্য যুদ্ধ করিব ? অ্যাগামেম্নন্ আমার প্রাণে যে আঘাত করিয়াছেন তাহা আমি কি করিয়া ভুলিব ? ট্রোজানরা যদি গ্রীকদের জাহাজে উঠিয়া আগুন জ্বালিয়া দেয় তবুও আমি আর অস্ত্র ধরিব না।" সেই কথা শুনিয়া অ্যাযাক্স রুষ্ট হইয়া বলিলেন, "এখন যে দেশের মান যায়, তার চেয়ে কি তোমার নিজের মান এতই বড় হইল ?" ইউলিসিজ্ দেখিলেন, অ্যাকিলিজকে রোষে অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তাঁহাকে আর সাধ্য সাধনা করা বৃথা। বৃদ্ধ ফিনিক্সকে অ্যাকিলিজের কাছে রাখিয়া ইউলিসিজ্ ও অ্যাযাক্স হতাশ ও বিরক্ত হইয়া শিবিরে ফিরিয়া আসিলেন।

রাত্রির ঘটনা—রিসাস্ বধ।

সেই রজনীতে গ্রীক্ সেনাপতিদের আবার মন্ত্রণা-সভা বসিল। নেষ্টর বলিলেন, "যদি কেহ এই রাত্রির অন্ধকারে শত্রুদের শিবিরে গিয়া কে কোথায় আছে, আর কাল তাহারা কিরূপ ভাবে যুদ্ধ করিবে, সেই সব কথা জানিয়া আসিতে পার তাহা হইলে ভাল হয়। তোমাদের মধ্যে কি এমন কাহারো সাহস নাই যে এ কাজ করিতে পার ?" সেই কথা শুনিয়া ডায়োমিড্ বলিলেন, "আমি রাজি আছি, কেবল একজন সঙ্গী চাহি।"

সেই কথা শুনিয়া অনেকেই ডায়োমিডের সঙ্গে যাইতে অগ্রসর হইলেন। ডায়োমিড্ অন্য কাহাকেও না লইয়া মিনার্ভার বর-পুত্র ইউলিসিজ্‌কে বাছিয়া লইলেন।

পথে যাইতে যাইতে তাঁহারা দেখিলেন একজন লোক ট্রোজান শিবির হইতে গ্রীক শিবিরের দিকে আসিতেছে। কাছে আসিতেই তাঁহারা সেই ব্যক্তিকে ধরিয়া ফেলিলেন এবং তাহাকে পীড়ন করিতেই সে প্রাণভয়ে বলিয়া ফেলিল, সে ট্রোজানদের একজন গুপ্তচর, তাহার নাম ডোলন্। গ্রীকরা জাহাজে উঠিয়া পলায়ন করিবার উদ্যোগ করিতেছে কি না তাহা দেখিয়া আসিবার জন্য এবং সুবিধা দেখিলে অ্যাকিলিজের দেব-অশ্বযুগল অপহরণ করিয়া আনিবার উদ্দেশ্যে সে গ্রীক শিবিরে যাইতেছিল। ডোলনের মুখে তাঁহারা ট্রোজানদের বিভিন্ন সৈন্যদলের অবস্থিতির সংবাদ এবং সেনাপতিরা কে কোন্ দিকে আছেন সমস্ত জানিয়া লইলেন। ডোলন্‌কে তাঁহারা প্রাণে মারিবেন না, এই অভয় দেওয়াতেই সে সমস্ত কথা প্রকাশ করিল। কিন্তু শেষে ডায়োমিড্ তাহার কাতরোক্তিতে কর্ণপাত না করিয়া তাহাকে বধ করিলেন।

ডোলনের মুখে তাঁহারা শুনিয়াছিলেন যে থ্রেস দেশের বিখ্যাত যোদ্ধা রিসাস্ সৈন্য সামন্ত লইয়া ট্রোজানদের সাহায্য করিবার জন্য আসিয়াছেন। রিসাস্ সে রাত্রির জন্য শিবির স্থাপন করিয়া নিকটেই নিদ্রা যাইতেছেন। সেই শিবিরে গিয়া ডায়োমিড্ ও ইউলিসিজ্ ঘুমন্ত অবস্থায় রিসাস্‌কে ও তাঁহার

বার জন সৈনিককে হত্যা করিলেন। তাহার পর রিসাসের দুইটী তেজস্বী অশ্ব ইউলিসিজ্ হরণ করিয়া গ্রীক শিবিরে তাড়াইয়া লইয়া আসিলেন। ডায়োমিড্ ও ইউলিসিজ্ যখন এই সকল দুঃসাহসিক কার্য্য সাধন করিয়া শিবিরে ফিরিলেন, তখনও রজনীর অবসান হয় নাই।

তৃতীয় দিবসের যুদ্ধ।

পর দিন অ্যাগামেম্‌নন্ প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া ট্রোজান পক্ষের দুইজন প্রধান যোদ্ধাকে বধ করিলেন। কিন্তু শেষে একজন ট্রোজান্ সৈনিক পশ্চাৎ দিক্ হইতে লুকাইয়া আসিয়া তাঁহার হস্তে বর্শার আঘাত করিল। রুধিরস্রাবে ও যাতনায় অবসন্ন হইয়া অ্যাগামেম্‌নন্ রণস্থল ত্যাগ করিলেন। অ্যাগামেম্‌নন্‌কে আহত দেখিয়া হেক্টর প্রচণ্ড বেগে গ্রীকদের আক্রমণ করিলেন। ডায়োমিড্ তাঁহাকে বাধা দিতে যাইলেন, কিন্তু প্যারিস অন্তরাল হইতে শর নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাকেও আহত করিল। ডায়োমিড্ আহত হইতেই দুই দলে ঘোর যুদ্ধ বাধিয়া গেল। সেই যুদ্ধে ইউলিসিজ্ আহত হইলেন। অ্যাযাক্স ও মেনেলস্ গিয়া তাঁহাকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিলেন। ট্রোজানরা গ্রীকদের বৈদ্য ম্যাকাওনকেও তীরবিদ্ধ করিয়া আহত করিল। অ্যাযাক্স হেক্টরের সম্মুখীন হইলেন কিন্তু হেক্টরের তৎকালীন জয়দৃপ্ত তেজের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হয় কাহার সাধ্য। অ্যাযাক্স যুদ্ধ করিতে করিতে পশ্চাৎপদ হইলেন। গ্রীক সৈন্যদলে হাহাকার উঠিল।

গ্রীক সৈন্যদের সেই হাহাধ্বনি শুনিয়া অ্যাকিলিজ্ তাঁহার সারথী ও বন্ধু পেট্রোক্লসকে যুদ্ধের সংবাদ আনিতে পাঠাইলেন। নেষ্টরের সঙ্গে পেট্রোক্লসের সাক্ষাৎ হওয়াতে নেষ্টর তাঁহাকে দিয়া অ্যাকিলিজ্‌কে বলিয়া পাঠাইলেন যে তিনি নিজে যদি একান্তই যুদ্ধে না আসেন তাহা হইলে পেট্রোক্লসকে তাঁহার বর্ম্ম ও অস্ত্রশস্ত্র প্রদান করিয়া যেন এখনি যুদ্ধে প্রেরণ করেন, নতুবা গ্রীকদের বুঝি আজ আর রক্ষা নাই।

এদিকে ট্রোজান সৈন্যগণ গ্রীকদের পরিখা পার হইয়া আসিয়া মৃত্তিকার প্রাচীরের উপর উঠিল। লিসিয়ান সৈন্যদলের নেতা সার্পিডন ও গ্লকাস্ কোন বাধাই মানিলেন না। অ্যাযাক্স ও টিউসার তাঁহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু গ্রীক শিবিরের দ্বারে দুই পার্শ্বে দাঁড়াইয়া দুই জন লাপাইথি জাতীয় গ্রীক বীর অতুল বিক্রমে দ্বার রক্ষা করিতেছিল এবং মৃত্তিকার প্রাচীরের উপর হইতে গ্রীক সৈন্যগণ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করিতেছিল। সেখানে কেহ অগ্রসর হইতে পারিতেছিল না। হেক্টরের সৈনিকেরা সেই স্থানে বারে বারে পরিখা পার হইবার বৃথা চেষ্টা করিতেছিল। সেই সময়ে একটী দৈব ঘটনা দেখিয়া তাহাদের মন ভয়ে অবসন্ন হইল। একটী ঈগল পক্ষী একটা প্রকাণ্ড সর্পকে মুখে করিয়া আকাশে উড়িয়া যাইতেছিল, এমন সময়ে সেই সর্প ঈগলকে দংশন করিল এবং মৃত্যু-যাতনায় ছটফট্ করিতে করিতে খগরাজ রক্তাক্তদেহে হেক্টরের সৈন্যদলের মধ্যে পতিত হইল। ট্রোজানদের মধ্যে

পোলিডেমাস্ সর্ব্বাপেক্ষা বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। বিজ্ঞ পোলিডেমাস্ সেই ঘটনা অশুভ স্থির করিয়া হেক্টরকে সে দিন যুদ্ধে প্রতিনিবৃত্ত হইতে পরামর্শ দিলেন। তিনি বলিলেন যে সে দিন রণে সহজে জয় হইবে না এবং জয় হইলেও ভয়ানক লোকক্ষয় হইবে। হেক্টর পোলিডেমাস্‌কে কুসংস্কারের জন্য ভর্ৎসনা করিয়া যে উত্তর দিয়াছিলেন তাহা স্বদেশ-প্রেমিকের ইষ্টমন্ত্রস্বরূপ যুগ যুগান্তর ধরিয়া সর্ব্বদেশে পূজিত হইয়া আসিতেছে। হেক্টরের শেষ কথা,—

"দেশহিত হ'তে শ্রেষ্ঠ নাহি কোন দৈবের সঙ্কেত।"

পোলিডেমাস্‌কে এই উত্তর দিয়া তিনি প্রচণ্ড বেগে সসৈন্যে পরিখা পার হইয়া গ্রীক শিবিরের প্রবেশ দ্বার আক্রমণ করিলেন এবং একখণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া সেই দ্বার ভঙ্গ করিলেন। অমনি তাঁহার পশ্চাতে স্রোতের জলের মত ট্রোজান সৈন্যগণ গ্রীক শিবিরে প্রবেশ করিল। তাহা দেখিয়া ছোট ও বড় অ্যাযাক্স দৌড়িয়া আসিয়া হেক্টরের গতিরোধ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। দুই পক্ষে তুমুল সংগ্রাম বাধিল। জলদেব নেপচুন গ্রীকদের গণক ক্যালকাসের রূপ ধরিয়া আসিয়া গ্রীকদের উৎসাহ দিতে লাগিলেন। একদিকে আইডোমিনিউজের হস্তে প্রায়ামের এক ভাবী জামাতা নিহত হইলেন, অন্য দিকে মেনেলস্ গ্রীকদের কয়েকজন প্রধান প্রধান যোদ্ধাকে বধ করিলেন।

জুনোর ছলনা।

গ্রীকদের বিপদ্ দেখিয়া দেবরাণী জুনো সে দিন বিশেষ পারিপাট্যের সহিত বেশভূষা করিয়া মোহিনী মূর্ত্তিতে দেবরাজ জুপিটারকে ভুলাইয়া নিদ্রাভিভূত করিলেন। সেই অবসরে নেপচুনও গ্রীকদের সহায়তা করিতে লাগিলেন। অ্যাযাক্স একটা প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করিয়া হেক্টরকে আহত করিলেন। সার্পিডন, গ্লকাস, ঈনিয়াস্ প্রভৃতি বীরগণ হেক্টরের প্রাণরক্ষা করিতে আসিলেন ও যুদ্ধস্থল হইতে তাঁহাকে বহন করিয়া লইয়া গেলেন। গ্রীকরা ক্রমে ক্রমে ট্রোজানদের তাড়াইয়া লইয়া গিয়া শিবির হইতে বাহির করিয়া দিতে লাগিলেন।

সেই সময়ে জুপিটারের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি গাত্রোত্থান করিয়া দেখেন যে ট্রোজানরা হারিয়া যাইতেছে—গ্রীকরা জয়োল্লাস করিতেছে। তিনি জুনোর চাতুরী বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ নেপচুনকে রণস্থল ত্যাগ করিতে বলিয়া পাঠাইলেন। নেপচুন সে কথা শুনিয়া প্রথমে রাগ করিয়া বিদ্রোহীর ভাব দেখাইয়া বলিয়া উঠিলেন, তিনি জুপিটারের কথা শুনিতে বাধ্য নহেন। কিন্তু তিনি যখন বুঝিতে পারিলেন যে সামান্য মানবদের জন্য অগ্রজের সহিত বিবাদ করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে, বিশেষতঃ জুপিটার সহজ লোক নহেন, তখন আর তিনি জুপিটারের কথা অমান্য করিতে সাহস করিলেন না। নেপচুন যুদ্ধস্থল ত্যাগ করিতেই জুপিটার অ্যাপোলোকে পাঠাইয়া দিয়া হেক্টরের আহত

স্থানের গাত্র-বেদনা তৎক্ষণাৎ আরোগ্য করিয়া দিতে আদেশ দিলেন। অ্যাপোলোর কৃপায় সুস্থ হইয়া হেক্টর পুনরায় যুদ্ধ করিতে আসিলেন। এবারও বড় অ্যাযাক্স এবং টিউসার তাঁহার গতিরোধ করিতে যাইলেন। কিন্তু টিউসারের ধনুর ছিলা ছিঁড়িয়া গেল। তাহার পর অ্যাযাক্সও আর হেক্টরের গতিরোধ করিতে পারিলেন না। ক্রমে ট্রোজানরা গ্রীকদের রণপোতের প্রথম সারিতে গিয়া আরোহণ করিল।

পেট্রোক্লস্‌কে যুদ্ধে প্রেরণ।

তৎকালে পেট্রোক্লস্, গ্রীকদের যে দুর্দ্দশা তিনি স্বচক্ষে দেখিয়া গিয়াছেন তাহা অ্যাকিলিজের কাছে বলিতেছিলেন। স্বদেশভক্ত পেট্রোক্লসের দু'নয়নে অশ্রু ঝরিতেছিল। তিনি বলিতেছিলেন, "আর ত শত্রুদের হাতে স্বদেশীয় ভ্রাতৃগণের এই লাঞ্ছনা দেখা যায় না। তুমি যে কি করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া আছ তাহা বলিতে পারি না। আমার প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছে, যদি তুমি নিজে যুদ্ধে না যাও, অন্ততঃ আমাকেই যাইতে দাও, আমি একবার এই মার্ম্মিডন সৈন্য লইয়া যাইয়া দেখি, কি করিতে পারি।" পেট্রোক্লসের মিনতিতে ও দুঃখ দেখিয়া শেষে অ্যাকিলিজ্ তাঁহাকে যুদ্ধে পাঠাইতে সম্মত হইলেন। তিনি পেট্রোক্লস্‌কে নিজের বর্ম্ম ও দেব-অশ্ব-চালিত রথ প্রদান করিলেন, এবং দুর্জ্জয় মার্ম্মিডন সৈন্যদলের নেতা হইয়া যুদ্ধে যাইতে অনুমতি দিলেন; কিন্তু তাঁহাকে বিশেষভাবে সাবধান

করিয়া বলিয়া দিলেন, "তুমি গ্রীক-শিবির হইতে ট্রোজানদের তাড়াইয়া দিয়াই চলিয়া আসিও যেন অগ্রসর হইয়া শিবিরের বাহিরে গিয়া যুদ্ধ করিও না ; মনে রাখিও, ট্রোজানদের হইয়া স্বয়ং অ্যাপোলোদেব যুদ্ধ করিতেছেন।" এমন সময়ে অ্যাযাক্সকে পরাজিত করিয়া হেক্টর ট্রোজান সৈন্যদের লইয়া গ্রীকদিগের অর্ণবপোতে গিয়া উঠিলেন। শত্রুদের জয়ধ্বনি শুনিয়া অ্যাকিলিজ্‌ বাহিরে আসিয়া দেখেন শত্রুরা জাহাজে অগ্নি সংযোগ করিবার উদ্যোগ করিতেছে। তাহা দেখিয়া অ্যাকিলিজ্‌ উত্তেজিত হইয়া পেট্রোক্লস্‌কে বলিয়া উঠিলেন, "যাও যাও, শীঘ্র যাও, শত্রুরা বুঝি জাহাজে আগুন লাগায়।"

পেট্রোক্লসের মৃত্যু।

পেট্রোক্লস্‌ যুদ্ধে আসিতেই গ্রীকদের সাহস ফিরিয়া আসিল। তাহারা আবার রণরঙ্গে মত্ত হইল। পেট্রোক্লস্‌ লিসিয়া দেশের বীর সার্পিডন্‌কে বধ করিলেন। গ্লকাস্‌ আসিয়া বন্ধুর মৃতদেহ রক্ষা করিতে লাগিলেন। ক্রমে হেক্টর, ঈনিয়াস্‌ ও অন্যান্য যোদ্ধৃগণ আসিয়া সার্পিডনের মৃতদেহ ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সেকালে রণক্ষেত্রে মৃত বীরের দেহ শত্রু-হস্তে পতিত হইতে দেওয়া বড়ই অপমানের কথা বলিয়া বিবেচিত হইত। গ্রীকরা সার্পিডনের দেহ হইতে বর্ম্ম খুলিয়া লইল কিন্তু যুদ্ধের গোলযোগে অ্যাপোলো আসিয়া সার্পিডনের মৃতদেহ যুদ্ধস্থল হইতে অলক্ষ্যে তুলিয়া লইয়া গেলেন। ক্রমে

পেট্রোক্লসের সঙ্গে যুদ্ধে হেক্টরও পিছাইয়া গেলেন এবং ট্রোজানেরা পরাস্ত হইয়া গ্রীকশিবির হইতে বিতাড়িত হইল। তাহা দেখিয়া জয়োন্মত্ত পেট্রোক্লস্, অ্যাকিলিজের নিষেধ বাক্য বিস্মৃত হইয়া ট্রোজানদের পশ্চাতে পশ্চাতে ট্রয়ের প্রাচীর অবধি তাড়া করিয়া গেলেন।

পেট্রোক্লসের দুঃসাহস দেখিয়া হেক্টর ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। পেট্রোক্লস্ একখণ্ড প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া হেক্টরের সারথীর মস্তক চূর্ণ করিয়া দিলেন। সারথীকে রথ হইতে পতিত হইতে দেখিয়া তাহার দেহ রক্ষা করিবার জন্য হেক্টর রথ হইতে লাফাইয়া পড়িলেন। উভয় পক্ষের যোদ্ধৃবর্গ অগ্রসর হইয়া ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ করিল। সেই সময়ে অ্যাপোলো কৌশল করিয়া পেট্রোক্লসের দেহ হইতে বর্ম্ম খুলিয়া দিলেন এবং সুযোগ বুঝিয়া একজন ট্রোজান সৈনিক সেই নগ্নদেহের উপর বর্শা নিক্ষেপ করিল। পেট্রোক্লস্‌কে আহত দেখিয়া হেক্টর আসিয়া বর্শার আঘাতে তাঁহাকে বধ করিলেন।

পেট্রোক্লসের মৃত্যু হইতেই তাঁহার দেহ লইয়া উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া গেল। একদিকে মেনেলস্ অ্যাযাক্স প্রমুখ গ্রীক বীরগণ সেই দেহ রক্ষা করিতে আসিলেন, অন্যদিকে হেক্টর, গ্লকাস্ প্রভৃতি ট্রোজান বীরগণ সেই দেহ কাড়িয়া লইয়া যাইবার জন্য তাঁহাদের আক্রমণ করিল। শেষে যখন গ্রীকরা দেখিলেন, পেট্রোক্লসের দেহ রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠিল, তখন অ্যাযাক্স ও মেনেলস্, অ্যাকিলিজ্‌কে সংবাদ দিবার পরামর্শ

করিলেন। পেট্রোক্লসের মৃত্যুর দুঃসংবাদ লইয়া অ্যাকিলি-
জের কাছে যাইতে কেহই সাহস করিল না। শেষে তাঁহারা
নেষ্টরের পুত্র অ্যাণ্টিলোকাস্‌কে দিয়া অ্যাকিলিজের নিকট
সেই নিদারুণ সংবাদ প্রেরণ করিলেন। অ্যাণ্টিলোকাস্‌কে
অ্যাকিলিজ্‌ বিশেষ স্নেহ করিতেন।

অ্যাকিলিজের শোক।

এদিকে পেট্রোক্লসের প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বিলম্ব হইতেছিল
দেখিয়া অ্যাকিলিজ্‌ অধীর হইয়া উঠিতেছিলেন। তাহার পর
যখন তিনি জাহাজের উপর হইতে দেখিলেন গ্রীক সৈন্যেরা ছত্র-
ভঙ্গ হইয়া শিবিরে পলাইয়া আসিতেছে, তখন প্রিয় বন্ধুর
অমঙ্গলের আশঙ্কায় তাঁহার বুক কাঁপিয়া উঠিল। এমন সময়ে
অ্যাণ্টিলোকাস্‌ অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে গিয়া তাঁহাকে পেট্রো-
ক্লসের মৃত্যু সংবাদ দিলেন। অ্যাকিলিজের মস্তকে যেন
বজ্রাঘাত হইল। তিনি শোকে উন্মত্তের মত হইলেন, মস্তকের
কেশ ছিঁড়িতে লাগিলেন, ভূতলে লুটাইয়া পড়িয়া মাথায় মুষ্টি
মুষ্টি ধূলি ক্ষেপণ করিয়া করাঘাত করিতে লাগিলেন। তাঁহার
জননী রজত-চরণা থেটিসদেবী সমুদ্রগর্ভে বৃদ্ধ পিতার নিকট
বসিয়া ছিলেন। পুত্রের সেই শোকধ্বনিতে তাঁহার আসন
টলিল। তিনি তাঁহার সহচরী জলদেবীগণের সহিত সেই
সমুদ্রতলস্থ গুহা হইতে উঠিয়া পুত্রকে সান্ত্বনা দিতে আসিলেন।
থেটিস্‌ স্নেহ-বিগলিত-কণ্ঠে অ্যাকিলিজ্‌কে বুঝাইতে লাগিলেন,

"তোমার অপমান করিয়াছিল বলিয়াই গ্রীকদের এই বিপদ্, তোমাকে সাধিতে হইবে বলিয়াই জুপিটার গ্রীকদের দর্প চূর্ণ করিলেন, তোমার মান রক্ষার জন্যই আজ পেট্রোক্লসের মৃত্যু। তবে আর তুমি এত দুঃখ কর কেন?" অ্যাকিলিজ্ কিন্তু সে কথায় শান্তি পাইলেন না। তিনি ভূতলে লুণ্ঠিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "আর মান! আমি আর মান গৌরব কিছুই চাহি না, এখন মরণ হইলেই বাঁচি।" কিছুক্ষণ পরে তিনি বলিলেন, "না এখন মরা হইবে না, আগে বন্ধু পেট্রোক্লসের মৃত্যুর প্রতিশোধ দিই, তাহার পরে মরিব।" অ্যাকিলিজ্‌কে তখনই সমরাঙ্গনে যাইতে উদ্যত দেখিয়া থেটিস্ বলিলেন, "তুমি কি করিয়া যুদ্ধে যাইবে, তোমার বর্ম্ম কোথায়? তোমার বর্ম্ম যে পেট্রোক্লসের দেহ হইতে হেক্টর খুলিয়া লইয়াছে। তুমি আজ অপেক্ষা কর, রাত্রেই আমি ভলকান্‌কে দিয়া তোমাকে নূতন বর্ম্ম ও ঢাল তৈয়ারী করিয়া আনিয়া দিতেছি।" এই বলিয়া থেটিস্ তখনই ভলকান্ দেবের কাছে অলিম্পাস্ পর্ব্বতে যাইলেন।

থেটিস্ চলিয়া যাইতেই জুনো অ্যাকিলিজ্‌কে সংবাদ দিলেন, হেক্টর প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে পেট্রোক্লসের ছিন্ন-মুণ্ড তিনি ট্রয়ের প্রাচারের উপর স্থাপন করিবেন; ট্রোজানরা পেট্রোক্লসের দেহ টানিয়া লইয়া যাইতেছে, গ্রীকরা তাহা কিছুতেই রক্ষা করিতে পারিতেছে না। সেই কথা শুনিয়া অ্যাকিলিজ্ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। বিনা বর্ম্মেই

তিনি দৌড়িয়া গিয়া পরিখার পার্শ্বস্থ মৃৎপ্রাচীরের উপর উঠিয়া গ্রীকদের উৎসাহ দিতে লাগিলেন। অ্যাকিলিজ্‌কে দেখিয়া এবং তাঁহার কণ্ঠধ্বনি শুনিয়া গ্রীক সৈনিকদের দেহে যেন দৈব-শক্তি, মনে নূতন বল আসিল। তাহারা মুহূর্ত্তের মধ্যে পেট্রো-ক্লসের দেহ, শত্রুদের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক উদ্ধার করিয়া লইয়া আসিল। সেই দেহ দেখিয়া অ্যাকিলিজের শিবিরে যেন শোকের বন্যা আসিল। সৈন্যগণ হায় হায় করিতে লাগিল। সকলেই পেট্রোক্লস্‌কে ভালবাসিত। তিনি সকলকেই দয়া করিতেন। ট্রোজানদের মধ্যে বিজ্ঞতম ও বহুদর্শী বীর পলিডেমাস্ গ্রীকদের নবীন উৎসাহ দেখিয়া প্রমাদ গণিলেন। ট্রোজান সেনাপতিদের ডাকিয়া তিনি বলিলেন, "দেখ, এইবার অ্যাকিলিজ্ যুদ্ধ করিতে আসিবে, এস এই বেলা আমরা নগরের ভিতরে যাই।" হেক্টর কিন্তু সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেন। তিনি বলিলেন, "আসুক অ্যাকিলিজ্, আমরা বাহিরে থাকিয়াই যুদ্ধ করিব।"

রাত্রিশেষে থেটিস্ আসিয়া ভলকান্‌দেবের প্রস্তুত নূতন বর্ম্ম, স্বর্ণ-খচিত শিরস্ত্রাণ, অগ্নিশিখার মত উজ্জ্বল অঙ্গরাখা এবং অপূর্ব্ব কারুকার্য্যময় ঢাল আনিয়া অ্যাকিলিজ্‌কে দিয়া গেলেন।

অ্যাকিলিজের যুদ্ধারম্ভ।

পরদিন প্রত্যূষে অ্যাকিলিজ্ সেই দেব-নির্ম্মিত বর্ম্ম পরিধান করিয়া আসিয়া গ্রীক-সেনাপতিগণকে এক সভায় আহ্বান

করিলেন। ইউলিসিজ্, ডায়োমিড্ প্রভৃতি আহত বীরেরা একত্র হইলে অ্যাগামেম্নন্ সভাস্থলে আসিলেন। অ্যাকিলিজ্ তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়া প্রথমেই নিজের দোষ স্বীকার করিলেন, এবং তাঁহাদের সেই শোচনীয় গৃহবিবাদের জন্য অনুতাপ করিলেন। অ্যাগামেম্নন্ও তাঁহার দোষ স্বীকার করিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং অ্যাকিলিজ্কে যে সকল উপহার দিবার কথা বলিয়াছিলেন তাহা আনিয়া দিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। অ্যাকিলিজ্ বলিলেন, "সে জন্য কিছুমাত্র ব্যস্ত হইবেন না, সে কথার অনেক সময় আছে। এখন আমি চাহি যুদ্ধ—কেবল যুদ্ধ। যতক্ষণ না পেট্রোক্লসের মৃত্যুর প্রতিশোধ দিই ততক্ষণ আমি কিছুতেই শান্ত হইতে পারিতেছি না। আসুন সকলেই যুদ্ধে যাই।" ইউলিসিজ্ বলিলেন, "শূন্য উদরে গিয়া কি যুদ্ধ করা চলে?" এই বলিয়া তিনি সৈন্যদের আহার করাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। অ্যাকিলিজ্ কিন্তু অভুক্ত রহিলেন। তিনি বলিলেন, যতক্ষণ না তিনি বন্ধুহন্তা শত্রুকে সংহার করেন ততক্ষণ তিনি জলস্পর্শ করিবেন না। সৈন্যেরা যখন পান ভোজন করিতে লাগিল সেই সময়ে অ্যাগামেম্নন্ অ্যাকিলিজের নিকটে উপহারের দ্রব্য-সম্ভার আনিয়া, সেগুলি তাঁহার জাহাজে পাঠাইয়া দিয়া তবে নিশ্চিন্ত হইলেন। উভয় বীরে আবার প্রাণ খুলিয়া মিলন হইয়া গেল।

সৈন্যেরা প্রস্তুত হইলে অ্যাকিলিজ্ তাঁহার দেবদত্ত বর্ম্ম পরিধান করিলেন, হস্তে সেণ্টর কাইরণের প্রদত্ত অ্যাশ কাষ্ঠের

বিপুল বর্শা লইলেন। সেই বর্শা পেট্রোক্লস্ও যুদ্ধে লইয়া যাইতে সাহস করেন নাই। তাঁহার বর্ম্ম হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে ছিল, সেই তীব্র জ্যোতির দিকে মার্ম্মিডন সৈন্যেরা চাহিতে পারিতে ছিল না। রথে আরোহণ করিতেই রথের বাহন জ্যান্থাস্ ও বেলিয়াস্ নামক দেব-অশ্বদ্বয়কে দেখিয়া অ্যাকিলিজ্ তাহাদিগকে যেন বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন, "দেখিও পেট্রোক্লসের দেহ যেমন রণস্থলে ফেলিয়া আসিয়াছিলে, আমাকেও যেন সেই রকম ফেলিয়া আসিও না।" সেই কথা শুনিয়া অমর অশ্বযুগলের অভিমান হইল, এবং একটী অলৌকিক ঘটনা ঘটিল। জুনোর কৃপায় সেই অশ্বযুগল মনুষ্যের মত কথা কহিয়া বলিল, "সে আমাদের দোষ নয়, পেট্রোক্লসের নিজের ভাগ্যের ফল! তাহার কাল পূর্ণ হইয়াছিল—তোমারও দিন শেষ হইয়া আসিয়াছে। আজ আমরা তোমাকে রণস্থল হইতে ফিরাইয়া আনিব, কিন্তু জানিও তোমারও আয়ু শেষ হইতে বিলম্ব নাই।" অ্যাকিলিজ্ সেকথা শুনিয়া কিছুমাত্র ভীত হইলেন না। তিনি নিজ ভবিষ্যৎ পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন। তিনি উত্তেজিত স্বরে উত্তর দিলেন—

তাই হোক তবে।
দুর্লক্ষণ—অলৌকিক—আর আমি মানিনা সে সবে।
জেনেছি অদৃষ্ট মোর। মৃত্যু হবে, দেখিব না আর
প্রিয়তম মাতৃপিতৃমুখ—স্বদেশের সাগরের ধার।
তাই ভাল। যাইব ডুবিয়া আমি নিশার আঁধারে
দেবতার ইচ্ছা যদি। যাক্ আগে ট্রয় ছারে খারে।

এই বলিয়া তিনি বেগে রণস্থলের দিকে রথ চালনা করিলেন।

অ্যাকিলিজ্ রণস্থলে যাইতেই ঈনিয়াস্ তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিলেন। ঈনিয়াস্‌কে সম্মুখে দেখিয়া অ্যাকিলিজ্ বলিলেন, "তোমার কি লজ্জা নাই, আবার আমার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছ? আইডা পর্ব্বতে তোমাকে যখন তাড়া করিয়াছিলাম তখন প্রাণভয়ে কোথায় পলাইয়া গিয়াছিলে? সে কথা কি ভুলিয়া গিয়াছ?" ঈনিয়াস্‌ও উত্তেজিত হইয়া উত্তর দিলেন, "তুমি কে যে তোমাকে ভয় করিব, আমার ধমনীতে দেবরক্ত প্রবাহিত তাহা কি জান না?" এই বলিয়া তিনি অ্যাকিলিজ্‌কে বর্শার আঘাত করিলেন। অ্যাকিলিজের অভেদ্য ঢালে প্রতিহত হইয়া বর্শা দূরে নিক্ষিপ্ত হইল। অ্যাকিলিজ্‌ও বর্শা ছুড়িলেন, কিন্তু ঈনিয়াস্ পাশ কাটাইতেই বর্শা মৃত্তিকায় প্রোথিত হইয়া গেল। তাহার পর ঈনিয়াস্ একখণ্ড প্রস্তর তুলিলেন। অ্যাকিলিজ্ সে দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া অসি-হস্তে তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। সেইখানেই ঈনি-য়াসের ইহলীলা শেষ হইত—যদি না নেপচুন্‌দেব তাঁহাকে রক্ষা করিতে আসিতেন। নেপচুন্ আসিয়া অ্যাকিলিজের চক্ষের উপর যেন জাল ফেলিয়া ঈনিয়াস্‌কে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে বহন করিয়া লইয়া গেলেন।

অ্যাকিলিজের চক্ষের আবরণ অপসারিত হইলে তিনি ঈনিয়াস্‌কে আর দেখিতে পাইলেন না। তিনি ট্রোজানদের যাহাকে সম্মুখে পাইলেন তাহার উপর সেই আক্রোশ মিটাইলেন। সে দিন তাঁহার হস্তে ট্রোজানদের কত বীরেরই যে ভবলীলা

সাঙ্গ হইল তাহার সংখ্যা নাই। সেই যোদ্ধ্‌গণের মধ্যে রাজা প্রায়ামের প্রিয়তম পুত্র পোলিডোরাস্‌ এবং লাইকাওন নামে আর এক পুত্র ছিলেন। লাইকাওন বেচারীকে অ্যাকিলিজ্‌ কিছুদিন পূর্ব্বে একবার বন্দী করিয়াছিলেন। সেবারে একটী মূল্যবান্‌ সোণার পিয়ালা পুত্রের জীবনের মূল্যস্বরূপ দান করিয়া প্রায়াম অ্যাকিলিজের নিকট হইতে লাইকাওনকে উদ্ধার করিয়া লইয়া যান। এবারে লাইকাওন অ্যাকিলিজের পায়ে ধরিয়া প্রাণ ভিক্ষা চাহিল, কিন্তু তাহার কাতর মিনতিতে তিনি কর্ণপাত করিলেন না—সে বেচারী যে প্রাণভয়ে নিতান্ত নির্ব্বোধের মত তাহার নিয়তি অতিক্রম করিতে চাহে, অ্যাকিলিজের তাহা অসহ্য হইল, তিনি বলিলেন—

হে বন্ধু! মরণ তব হইবেই যদি,
তবে কেন বৃথা এ বিলাপ। তোমাহ'তে
শত গুণে শ্রেষ্ঠতর পেট্রোক্লস আজি
মৃত। আমাকে দেখিছ তুমি শক্তিমান্‌,
দীর্ঘকায়, সুন্দর এমন—দেবোপম পিতা
আর অমরা-জননী-জাত, আমিও যে
মৃত্যু আর অনিবার্য্য ভাগ্যের অধীন—
প্রভাতে মধ্যাহ্নে কিম্বা ধূসর সন্ধ্যায়
একটী শাণিত বর্শা—ধনুচ্যুত শর
আসিয়া লইতে পারে আমার এ প্রাণ।

এই কথা বলিয়া তিনি নির্ম্মমের মত বর্শার আঘাতে লাইকা-

আকিলিজ ও লাইকাওন। [৬৬ পৃষ্ঠা।

চিত্রকর—হেনরি হাওয়ার্ড।

ওনের প্রাণ বধ করিলেন। তিনি ট্রোজান সৈন্যগণকে ট্রয়-নগরের পার্শ্ববাহিনী নদী স্ক্যামাণ্ডারের তীর অবধি তাড়া করিয়া লইয়া গেলেন। যাহারা নদীর জলে পড়িয়া পলাইবার চেষ্টা করিল, তাহাদের মধ্যে দ্বাদশ জনকে তিনি, পেট্রোক্লসের প্রেতাত্মাকে তুষ্ট করিবার জন্য বলি দিবেন বলিয়া, বন্দী করিয়া শিবিরে পাঠাইলেন। অপর যাহাকে পাইলেন বধ করিয়া নদীর জল রক্তবর্ণে রঞ্জিত করিয়া দিলেন। শেষে সেই হত্যাকাণ্ড নদীরও অসহ্য হইল; নদী রোষে গর্জ্জিয়া স্ফীতা হইয়া উঠিল। স্ক্যামাণ্ডার নদীতে বাণ ডাকিল। সেই কূলপ্লাবিনী বন্যার স্রোতে অ্যাকিলিজ্ তৃণের মত ভাসিয়া চলিলেন। তিনি একটী বৃক্ষের শাখা ধরিলেন; নদী সেই বৃক্ষ উৎপাটিত করিয়া লইয়া তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইল। শেষে জলমগ্ন হইয়া তাঁহার প্রাণ যায় দেখিয়া, জুনো নিজপুত্র অগ্নিদেব ভলকান্‌কে ডাকিয়া দিলেন। ভলকান্ আসিয়া অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া নদীর জল শুষ্ক করিয়া দিলেন। তবে অ্যাকিলিজের প্রাণরক্ষা হয়।

হেক্টর বধ।

এইবার অ্যাকিলিজ্ তাঁহার বন্ধুহন্তা হেক্টরের দিকে অগ্রসর হইলেন। রাজা প্রায়াম ও তাঁহার পত্নী হেকিউবা প্রাচীরের উপর হইতে যুদ্ধ দেখিতেছিলেন। উভয়ে পুত্রের আসন্ন বিপদ্ বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে নগরের ভিতরে প্রবেশ করিতে বারম্বার বলিতে লাগিলেন। কিন্তু হেক্টর সে কথা

শুনিলেন না। ট্রয়ের যে সকল বীর রণক্ষেত্রে তাঁহারই উত্তেজনায় অকুতোভয়ে জীবন দান করিয়াছেন, তখন তাঁহাদের কথা হেক্টরের মনে পড়িল; পলিডেমাসের নিষেধবাক্যে তিনি কর্ণপাত করেন নাই, সে কথাও তাঁহার স্মরণ হইল। এখন কি তিনি নিজের প্রাণভয়ে রণক্ষেত্র ত্যাগ করিবেন? ট্রয়ের জন্য তিনি প্রাণপাত করিতে প্রস্তুত। একবার তাঁহার মনে হইল, যদি অ্যাকিলিজ্ তাঁহার কথায় কর্ণপাত করেন, তাহা হইলে তিনি এখনও হেলেন্‌কে ফিরাইয়া দিয়া এই কাল সমরের শেষ করেন। কিন্তু সে কথা বলিবার সময় এখন উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে—আর অ্যাকিলিজ্‌ও যে সে কথা শুনিবেন এমন পাত্রই নহেন। ক্রমে অ্যাকিলিজ্ নিকটে আসিলেন। অ্যাকিলিজ্‌কে দেখিয়া হটাৎ তাঁহার মনে একটা আতঙ্ক উপস্থিত হইল, তিনি প্রাণপণে দৌড়িতে আরম্ভ করিলেন। একালে কোনও যোদ্ধার এরূপ আচরণ বীরোচিত বলিয়া বিবেচিত হইবে না, কিন্তু সে কালে হোমারের বীরগণের যুদ্ধক্ষেত্রে কোনও একটা অকস্মাৎ বিপদে ভয় পাওয়া সাধারণ ঘটনা ছিল—শ্রেষ্ঠ বীরগণেরও এরূপ ভীরুতা নিন্দিত হইত না। অ্যাকিলিজ্ পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছেন আর হেক্টর ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পলাইতেছেন, ট্রোজান্‌রা প্রাচীরের উপর হইতে এই দৃশ্য দেখিয়া হেক্টরের আশু বিপদ্ বুঝিয়া উৎকণ্ঠায় কাঁপিতে লাগিলেন। এই অবস্থায় অ্যাকিলিজ্ হেক্টরকে তিনবার ট্রয়-নগরের প্রাচীরের চতুর্দ্দিক্ প্রদক্ষিণ করাইলেন—কিন্তু

তাঁহাকে নগরের মধ্যে প্রবেশ করিতে দিলেন না। হেক্টর ধরা দেন না দেখিয়া মিনার্ভা, হেক্টরের এক ভ্রাতা ডীইফোবা-সের রূপ ধরিয়া আসিয়া হেক্টরকে বলিলেন,"ভাই, আর তোমার ভয় নাই—তুমি দাঁড়াও, আমি তোমাকে সাহায্য করিতে আসিয়াছি ; আমরা দুইজনে মিলিয়া যুদ্ধ করিব ; দেখি পিলিউজ-পুত্র তোমার কি করিতে পারে।" সেই দারুণ বিপদের সময় হেক্টরকে যুদ্ধস্থলে একা রাখিয়া তাঁহার আত্মীয়-স্বজন সৈন্য-সামন্ত সকলেই প্রাণের ভয়ে পলায়ন করিয়াছিল, এমন দুঃসময়ে তাঁহার প্রিয়ভ্রাতা ডীইফোবাস্‌কে দেখিয়া হেক্টরের সাহস ফিরিয়া আসিল—তিনি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইলেন। দেবতাদের চাতুরীতে অ্যাকিলিজ্ এইবার শত্রুকে সম্মুখে পাইলেন। একালে কোনও যোদ্ধাকে যদি দেবতারা যুদ্ধস্থলে এইরূপ প্রতারণা করিয়া সাহায্য করেন তাহাতে সেই যোদ্ধার মান্য বৃদ্ধি হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে না, কিন্তু সেকালে গ্রীক বীরেরা ছলে বলে কৌশলে যেরূপে হউক শত্রু-নিপাত করিলেই গৌরব পাইতেন, যুদ্ধে চাতুরী করা বা পরের অন্যায় সাহায্য পাওয়া নিন্দার বিষয় ছিল না। মিনার্ভার কৃপায় হেক্টরকে নিকটে পাইয়া, অ্যাকিলিজ্ তাঁহাকে রণে আহ্বান করিলেন। হেক্টর বলিলেন, "আমি প্রস্তুত, এখন আর আমি এক পদও পশ্চাদ্‌গামী হইব না ; হয় তুমি আমার হস্তে মরিবে, নচেৎ আমি প্রাণ দিব। কিন্তু তুমি শপথ কর যে আমার যদি মৃত্যু হয়, তাহা হইলে আমার দেহ ও বর্ম্ম তুমি

ট্রোজানদের লইয়া যাইতে দিবে—তোমার মৃত্যু হইলে আমিও তোমার দেহ ও বর্ম্ম তোমার বন্ধুদের দিব।” অ্যাকিলিজ্ উত্তর দিলেন—

চুক্তির প্রস্তাব কিছু না করিও তুমি মোর কাছে,
সিংহ ও মানবে কভু পরস্পরে সন্ধি কেহ বাছে?
শার্দ্দূল ও মৃগে যথা না রহিয়া স্বচ্ছন্দ মিলনে
পরম শত্রুর ভাবে অহোরাত্র নিবসে দুজনে,
তেমনি বন্ধুতা-সূত্রে বদ্ধ হয়ে দৃঢ় বাক্দানে
পারি না মিলিতে দোঁহে, যদবধি এই যুদ্ধস্থানে
তুমি কিম্বা আমি ঢালি হৃদয়ের উত্তপ্ত শোণিত।
সাবধানে কর রণ! এ সময়ে তোমার উচিত
বল্লম-ক্ষেপণ শিক্ষা—বীরোচিত সাহস দেখাতে;
মিনার্ভা বিধানে আজি মৃত্যু তব মোর বর্শাঘাতে;
পরিত্রাণ নাহি আর! প্রশান্ত করিব মোর ক্রোধ—
বন্ধুর রক্তের আজ তব রক্তে দিয়া প্রতিশোধ।

এই কথা শুনিয়া হেক্টর “তবে মর” বলিয়া বর্শা ছুঁড়িলেন। বর্শা অ্যাকিলিজের অভেদ্য ঢালে লাগিয়া ঠিক্‌রাইয়া পড়িল। হেক্টর আর একটী বর্শা দিবার জন্য তাঁহার ভ্রাতা ডীইফোবাস্‌কে ডাকিলেন। কিন্তু কোথায় ডীইফোবাস্! মিনার্ভা তখন স্বরূপ ধরিয়া অদৃশ্য হইয়াছেন। হেক্টর অসিহস্তে অ্যাকিলিজ্‌কে আক্রমণ করিলেন। অ্যাকিলিজ্ তাঁহার অভেদ্য ঢালের অন্তরালে থাকিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া

হেক্টরের বর্ম্মের, স্কন্ধ ও কণ্ঠের সন্ধিস্থলে, বর্শার আঘাত করিলেন—সেই সাংঘাতিক আঘাতে হেক্টর ভূতলে পতিত হইলেন।

অ্যাকিলিজ্ উল্লাসধ্বনি করিয়া কঠোর স্বরে মুমূর্ষু হেক্টরকে বলিলেন, "এতক্ষণে পেট্রোক্লসের মৃত্যুর প্রতিশোধ দিলাম। এইবার তোমার কাছে সেই ঋণের সুদ আদায় করিব। পেট্রো-ক্লশের এইবার দেহ সৎকার করিব—আর তোমার দেহ কুক্কুর শকুনীকে দিয়া খাওয়াইব।" হেক্টর তাঁহাকে মূল্য লইয়া তাঁহার দেহ ট্রোজানদের ফেরত দিতে অনুরোধ করিলেন। অ্যাকিলিজ্ অবজ্ঞার সহিত সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিলেন। হেক্টর হতাশ হইয়া মর্ম্মান্তিক দুঃখে যে কথা বলিলেন তাহা ভবিষৎ-বাণীতে পরিণত হইয়াছিল। তিনি বলিলেন—

তোমাকে চিনেছি আমি। জানি আমি তাই
বৃথা আশা মোর, ফিরাতে তোমার মন,—
পাষাণ হৃদয়ে তব দয়াবিন্দু নাই।
কিন্তু দেখো! বিধাতার রোষ হুতাশন
তোমার মস্তকে যেন নাহি আমি আনি,
স্কিয়ান্ তোরণে যবে অ্যাপোলো-সহায়
প্যারিস তোমার প্রাণে মৃত্যুবাণ হানি—
বীরেন্দ্র যদিও তুমি—নাশিবে তোমায়।

অ্যাকিলিজ্ উত্তর দিলেন—

মর তুমি। আমার মৃত্যুকে আমি করিব বরণ,
যখনি প্রেরিবে তারে অবিনাশী স্বর্গদেবগণ।

এই উক্তি বীরোচিত কিন্তু তাহার পরে অ্যাকিলিজ্ যাহা করিলেন তাহা সম্পূর্ণ বর্ব্বরোচিত। গ্রীক বীরগণ মৃত শত্রুদের উপর একেবারে পাষাণের মত নির্ম্মম হইতেন। অ্যাকিলিজের নৃশংস ব্যবহারের কথা শুনিলে একালে অতি বড় পাষণ্ডেরও মনে ঘৃণা হয়। হেক্টরের প্রাণবায়ু বহির্গত হইলে অ্যাকিলিজ্ বর্শা দ্বারা সেই মৃতদেহের পদ বিদ্ধ করিয়া রথে উঠিয়া বেগে রথ চালাইয়া দিলেন এবং হেক্টরের শব ধূলায় লুণ্ঠিত করিতে করিতে রথের পশ্চাতে টানিয়া লইয়া তাঁহার তরীর দিকে চলিলেন। ট্রোজানরা প্রাচীরের উপর হইতে তাহাদের বীরকুল-চূড়ামণির প্রাণহীন দেহের লাঞ্ছনা দেখিয়া রোষে ও ক্ষোভে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল।

বৃদ্ধ প্রায়ামের কর্ণে যখন সেই নিদারুণ সংবাদ পঁহুছিল, তিনি প্রাসাদের গৃহতলে লুণ্ঠিত হইয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন এবং নগর-তোরণের বাহিরে ছুটিয়া গিয়া নির্দ্দয় অ্যাকিলিজের কাছে দয়া ভিক্ষা করিতে দিবার জন্য তাঁহার আত্মীয় বন্ধুদের নিকট অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন। অ্যাণ্ড্রোম্যাকী তাঁহার প্রাসাদে বসিয়া একখানি রক্তবর্ণ বস্ত্রে সূচীকার্য্য করিতেছিলেন—নানাবর্ণের ফুল বুনিতেছিলেন। হেক্টর যে নগর-প্রাকারের বাহিরে একেলা আছেন, নগরে প্রবেশ করেন নাই, তাহাও তিনি জানিতেন না। স্বামী রণক্ষেত্র হইতে আসিয়া স্নান করিবেন বলিয়া তিনি উষ্ণজল প্রস্তুত করিতে দাসীদের আদেশ দিয়াছিলেন। অকস্মাৎ দুর্গপ্রাকার হইতে হাহাকার ধ্বনি উঠিতেই

তাঁহার অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল। তিনি উন্মাদিনীর মত প্রাসাদ হইতে বেগে বাহির হইয়া দুর্গস্তম্ভের পাদমূলে জনতা ভেদ করিয়া নগরপ্রাচীরে গিয়া উঠিলেন। সেখান হইতে দেখিলেন অ্যাকিলিজ্ তাঁহার স্বামীর মৃতদেহ রথের পশ্চাতে টানিয়া লইয়া জাহাজের দিকে যাইতেছেন। সেই দৃশ্যে তাঁহার দৃষ্টিশক্তি লোপ হইল, মস্তক বিঘূর্ণিত হইল, তিনি সংজ্ঞাশূন্য হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন; তাঁহার কবরীর ভূষণ-জাল, ফিতা, তাঁহার বিবাহের সময় ভিনাসের প্রদত্ত অবগুণ্ঠন-বস্ত্র—সমস্ত দূরে বিক্ষিপ্ত হইল। তাঁহার ননদিনীগণ ব্যস্ত হইয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া তাঁহার অচৈতন্য দেহলতা ধারণ করিল।

পেট্রোক্লসের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া।

এদিকে যুদ্ধস্থল হইতে শিবিরে আসিয়া অ্যাকিলিজ্ তাঁহার সমস্ত মার্ম্মিডন সৈন্যদের রণসজ্জায় সজ্জিত করিয়া, অশ্ব-রথাদি সঙ্গে লইয়া পেট্রোক্লসের মৃতদেহ তিনবার প্রদক্ষিণ করিলেন। পরে সৈন্যদের পরিতোষ করিয়া আহারাদি করাইয়া, রাত্রিকালে সমুদ্রের উপকূলে গিয়া বালুকার উপর পড়িয়া রহিলেন। এইরূপে একাদিক্রমে বার দিন তিনি বিনিদ্রনয়নে সমুদ্রের বেলা-ভূমিতে লুটাইয়া পড়িয়া শোক প্রকাশ করিলেন। শেষদিন রাত্রে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন যেন পেট্রোক্লস্ আসিয়া তাঁহাকে বলিতেছেন—

ঘুমাইছ অ্যাকিলিজ্ ভুলিয়া বন্ধুরে তব!
সে নহে জীবিত আর ; মৃতকে করো না হেলা।
সৎকার করগে মোর যাহে আমি পার হ’ব
প্রেতপুরী ধূম্রদ্বার, যাও ত্বরা এই বেলা।
তা’ না হ’লে প্রেতগণ, নরলোকে মৃত যারা,
নিকটে দেয় না যেতে,—বৈতরণী পরপারে
না দেয় যাইতে মোরে। বিষণ্ণ সহায়-হারা
ঘুরিয়া বেড়াই আমি সীমাহীন অন্ধকারে।
দাও তব কর পেতে অশ্রুপাত করি তায়,
শোয়ালে চিতার প’রে প্রেতলোক হতে আর
ফিরিতে নারিব পুনঃ—কখন ভূতলে হায়
দুই বন্ধু নিরালায় কব কথা আর বার।
মানবের পরিণাম মৃত্যু মোরে গ্রাসিয়াছে।
তোমারো হে অ্যাকিলিজ্ (দেবতার তুল্যতর)
ট্রয়ের প্রাচীর-তলে মৃত্যু প্রতীক্ষায় আছে।
আর এক অনুরোধ আছে মোর প্রিয়বর!
পার যদি পুরাইও, এই শেষ সাধ ভাই—
তোমার ও মোর অস্থি যেন ভিন্ন নাহি রয়।
বাল্যে তব পিতৃগৃহে ছিনু দোঁহে এক ঠাঁই—
মরণে মোদের যেন একত্রে সমাধি হয়।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়াই অ্যাকিলিজ্ পেট্রোক্লুসের দেহের সৎকারের ব্যবস্থা করিলেন। দেহসৎকারের উৎসব বর্ব্বরোচিত ভীষণতাপূর্ণ হইলেও খুব জমকাল। আইডা পর্ব্বতের

উপর হইতে বড় বড় দেবদারু গাছ কাটিয়া আনিয়া এক বিরাট্ চিতা প্রস্তুত করা হইল। চিতা সজ্জিত হইলে অ্যাকিলিজ্ সশস্ত্র মার্মিডন্ সৈন্যদের সহিত শোকযাত্রা করিয়া ধীরে ধীরে পেট্রোক্লসের মৃতদেহ বহিয়া আনিয়া সেই চিতাশয্যায় শয়ন করাইয়া দিলেন। পরে অগণ্য মেষ ও বৃষ বলি দিয়া সেই সকল পশুর বসা দ্বারা মৃতদেহ আচ্ছাদিত করিয়া দিলেন। তাহার পর চারিটী অশ্ব, পেট্রোক্লসের দুইটী কুকুর এবং যে বারজন ট্রোজানকে অ্যাকিলিজ্ স্ক্যামাণ্ডারের তীর হইতে বন্দী করিয়া আনিয়াছিলেন তাহাদের বলি দিয়া পেট্রোক্লসের প্রেতাত্মার সাথী করিয়া দিলেন,—যদি প্রেতপুরীতে যাইয়া তাহারা প্রেট্রোক্লসের কোন কার্য্যে লাগে! পরে কলস কলস মধু ও জল পাইএর তৈল ঢালিয়া চিতার আগুন জ্বালাইয়া দিলেন। চিতা ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতে লাগিল আর অ্যাকিলিজ্ সেই চিতাধূমে বসিয়া, স্নেহময় পিতা উপযুক্ত পুত্রের অকাল মরণে যেমন মর্ম্মান্তিক শোক প্রকাশ করে সেইরূপে পেট্রোক্লসের জন্য হাহাকার করিতে লাগিলেন। সমস্ত দিবারাত্রি চিতাও জ্বলিতে লাগিল, অ্যাকিলিজ্ও বন্ধুর জন্য হা-হুতাশ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। পরদিন উষার অরুণ রাগে যখন পূর্ব্বাকাশ রঞ্জিত হইয়া উঠিল তখন কলসে কলসে সুরা ঢালিয়া অ্যাকিলিজ্ বন্ধুর চিতাবহ্নি নির্ব্বাপিত করিলেন। পরে পেট্রোক্লসের দেহভস্ম একটী স্বর্ণ পাত্রে পূর্ণ করিয়া সেইখানে সমাহিত করিলেন। ট্রয় সমরের অবসানে গ্রীকগণ অ্যাকিলিজের নিজের চিতাভস্ম সেই খানেই

সমাহিত করিয়া উভয় বন্ধুর সমাধির উপর একটী স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন।

পেট্রোক্লসের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া উপলক্ষে অ্যাকিলিজ্ পুরুষোচিত ক্রীড়ায় শক্তি-পরীক্ষার আয়োজন করিয়া মুক্তহস্তে পুরস্কার বিতরণ করিলেন। রথচালনায় ডায়োমিড প্রথম, মেনেলস্ দ্বিতীয় ও অ্যাণ্টিলোকাস্ তৃতীয় পুরস্কার পাইলেন। মুষ্টিযুদ্ধে ইউরিয়েলাস্‌কে এবং দৌড়ানতে ছোট অ্যাযাক্সকে ও অ্যাণ্টিলোকাস্‌কে পরাস্ত করিয়া ইউলিসিজ্ পুরস্কার পাইলেন। মল্লযুদ্ধেও ইউলিসিজ্ কৌশলে গ্রীকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মল্লবীর বড় অ্যাযাক্সকে পরাস্ত করিলেন; অ্যাকিলিজ্ উভয়কেই পুরস্কার দিলেন। বর্শা-ক্ষেপণে আগামেম্‌নন্ সিদ্ধহস্ত ছিলেন বলিয়া অ্যাকিলিজ্ তাঁহাকে বিনা পরীক্ষায় পুরস্কার দিয়া তাঁহার মান বৃদ্ধি করিলেন। পরীক্ষায় যাঁহারা অকৃতকার্য্য হইলেন, তাঁহাদেরও অ্যাকিলিজ্ পুরস্কার লাভে বঞ্চিত করিয়া মনক্ষুণ্ণ করিলেন না। কাহাকেও অশ্বতর, কাহাকেও রূপার বাটী, কাহাকেও বা সোণার পিয়ালা প্রভৃতি উপহার দিলেন। শেষে প্রবীণ নেষ্টরের উপর ভক্তি দেখাইবার জন্য অ্যাকিলিজ্ তাঁহাকে, রাজা প্রায়ামের নিকট হইতে যে স্বর্ণপিয়ালাটী পাইয়া একবার লাইকাওন বেচারীকে মৃত্যু হইতে নিষ্কৃতি দিয়াছিলেন, সেই স্বর্ণপিয়ালাটী মৃত বন্ধুর স্মরণচিহ্নস্বরূপ উপহার দিলেন।

হেক্টরের দেহ ভিক্ষা।

এখনও কিন্তু অ্যাকিলিজের শোক-শান্তি হয় নাই, প্রতিহিংসার অগ্নি এখনও তাঁহার মনের মধ্যে ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছিল। সে রাত্রিতে তাঁহার নিদ্রা হইল না। পরদিন প্রত্যূষে উঠিয়া তিনি হেক্টরের শব টানিয়া আনিয়া রথের পশ্চাতে বাঁধিয়া পেট্রোক্লসের সমাধির চারিধারে তিনবার ঘুরিয়া লইয়া বেড়াইলেন। পরে সেই দেহ উপুড় করিয়া ধূলায় ফেলিয়া রাখিয়া চলিয়া গেলেন। এতদিন হেক্টরের মৃতদেহ একটা উন্মুক্ত স্থানে পড়িয়াছিল। তাহার পরদিন আবার অ্যাকিলিজ্ সেই বীভৎসকাণ্ড সম্পন্ন করিলেন। এইরূপে একাদিক্রমে দ্বাদশ দিবস প্রত্যহ হেক্টরের দেহ টানিয়া আনিয়া মৃত বন্ধুর সমাধি প্রদক্ষিণ করাইলেন। দেবতারা সেই দেহ রক্ষা না করিলে এতদিন উহা খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হইত। শেষে অ্যাকিলিজের এই ভীষণ নিষ্ঠুরতা দেবতাদেরও অসহ্য হইয়া উঠিল। জুপিটার থেটিস্‌কে দিয়া অ্যাকিলিজ্‌কে বলিয়া পাঠাইলেন—এইবার হেক্টরের দেহ, প্রায়ামের কাছে মূল্য লইয়া, ট্রোজানদের হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে। অ্যাকিলিজ্ প্রথমে সে কথা গ্রাহ্য করিলেন না, শেষে কিন্তু মাতার অনুরোধ অবহেলা করিতে পারিলেন না, থেটিস্ তাঁহাকে মিষ্টবাক্যে সম্মত করাইয়া জুপিটারকে গিয়া সেই সংবাদ দিলেন।

জুপিটার স্বপ্নে প্রায়ামকে হেক্টরের দেহ মূল্য দিয়া উদ্ধার করিয়া আনিতে আদেশ করিলেন। প্রায়াম পুত্রের দেহের জন্য এতদিন দারুণ মনঃকষ্ট ভোগ করিতেছিলেন। তিনি প্রভাতে উঠিয়াই তাঁহার স্বপ্নের কথা প্রচার করিলেন ও অ্যাকিলিজের শিবিরে যাইবার জন্য রথ প্রস্তুত করিতে বলিলেন। সেই কথা শুনিয়া হেক্টরের শোকার্ত্তা জননী হেকিউবা রোষে জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন, "তুমি কোন্ মুখে সেই পুত্রঘাতী নৃশংসের কাছে যাইতে চাহিতেছ? একথা বলিতে কি তোমার মনে ঘৃণা হইল না! তাহার নাম শুনিলে আমার প্রাণে আগুন জ্বলিয়া উঠে, মনে হয় তাহার হৃৎপিণ্ডটা যদি উপাড়িয়া আনিয়া চর্ব্বণ করিতে পারি তবেই প্রাণ ঠাণ্ডা হয়।" শোকাতুর রাজা সেই সব কথা শুনিলেন না! প্রায়ামের যে কয়জন পুত্র জীবিত ছিল, তাহারাও আসিয়া তাঁহাকে অ্যাকিলিজের কাছে যাইতে বারবার নিষেধ করিল—বলিল, "আপনি তাহার কাছে যাইলেই সে নিষ্ঠুর আপনাকে বন্দী করিবে—হয় ত হত্যা করিবে।" প্রায়াম সেই কথা শুনিয়া পুত্রদের ভীরু ও কাপুরুষ বলিয়া তিরস্কার করিলেন। বৃদ্ধের ভয়ে আর তাহারা কোন কথা কহিতে পারিল না; রথ প্রস্তুত করিয়া আনিয়া দিল। প্রায়াম সেই রথে মূল্যবান্ পরিচ্ছদ, কারুকার্য্যময় যবনিকা, স্বর্ণমুদ্রা, রৌপ্যপাত্র ও অপরাপর মূল্যবান্ দ্রব্য স্তূপাকার করিয়া লইয়া শত্রু-শিবির অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে দেবদূত মার্কারি, একজন গ্রীক যোদ্ধার রূপ ধরিয়া আসিয়া,

তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া অ্যাকিলিজের শিবিরে পঁহুছিয়া দিলেন।

সন্ধ্যাকালে অ্যাকিলিজ্ তাঁহার কাষ্ঠনির্ম্মিত গৃহে বসিয়া দুর্ভাবনায় মগ্ন হইয়া আছেন, এমন সময় দেখিলেন একজন দীর্ঘকায় রাজবেশপরিহিত বৃদ্ধ ধীরে ধীরে তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিলেন। বৃদ্ধ তাঁহার নিকটে আসিয়া পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "দয়া কর অ্যাকিলিজ্, তোমার পিতাকে স্মরণ করিয়া আমার উপর দয়া কর। আমার পঞ্চাশ জন পুত্রের অনেককেই আমি হারাইয়াছি, তাহাদের সার রত্নকে তুমি কয় দিন হইল জন্মের মত কাড়িয়া লইয়াছ। এখন দয়া করিয়া তাহার দেহটী আমাকে ভিক্ষা দাও, আমি তোমাকে ধনরত্ন প্রতিদান দিয়া সন্তুষ্ট করিব।" শোকার্ত্ত বৃদ্ধ পিতার কাতর বাক্যে অ্যাকিলিজের পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হইল, তিনি বিষাদজড়িত স্বরে বলিলেন, "হায় বৃদ্ধ! পুত্রশোকে না জানি তুমি কতই জর জর, না হইলে কোন্ প্রাণে তুমি আমার নিকটে আসিয়া কথা কহিতেছ! সমস্তই ভাগ্যের খেলা। জানিও দুঃখ আমাদের চির সাথী; সুখ দুঃখ মিশাইয়া দিয়া দেবতারা আমাদের ভাগ্য গঠিত করিয়াছেন। যাহা হউক, তুমি তোমার পুত্রের দেহ ফিরাইয়া পাইবে। কিন্তু ব্যস্ত হইয়া আমাকে ক্রুদ্ধ করিও না। আজ আমার এখানে থাক, কাল দেহ লইয়া যাইও।" অ্যাকিলিজের কথায় প্রতিবাদ করিতে বৃদ্ধ সাহস করিলেন না। অনিচ্ছাসত্ত্বেও অ্যাকিলিজের আতিথ্য তাঁহাকে

বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইল। এদিকে অ্যাকিলিজ্‌ও তাঁহার একজন অনুচরকে বলিলেন, "যাও দাসীদের দ্বারা হেক্টরের দেহ স্নান করাইয়া তৈল মাখাইয়া পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখগে, সে দেহ যে অবস্থায় আছে তাহা দেখিলে প্রায়াম হয়ত রোষে জ্ঞানহারা হইয়া আমাকে কটুকথা বলিবে, আর আমিও তাহা হইলে ক্রোধ দমন করিতে না পারিয়া তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলিব।"

পরদিন ঊষার আলোক ফুটিয়া উঠিতে না উঠিতে প্রায়াম হেক্টরের দেহ লইয়া ট্রয়নগরে ফিরিলেন। ট্রয়বাসীরা তাঁহার প্রত্যাগমনের আশায় উৎকণ্ঠিত হইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। প্রথমে প্রায়ামের এক কন্যা ক্যাসাণ্ড্রা দুর্গচূড়া হইতে পিতার রথ হেক্টরের মৃতদেহ বহন করিয়া আনিতেছে দেখিতে পাইলেন। তখনই সেই সংবাদ মুখে মুখে প্রচারিত হইয়া গেল ও দেখিতে দেখিতে সমস্ত ট্রয়নগরের অধিবাসিবর্গ স্ত্রী পুত্র কন্যা আত্মীয় স্বজন সমভিব্যাহারে নগরের তোরণে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই জনতার মধ্যে হেক্টরের শোকাতুরা জননী হেকিউবা আসিলেন, পতিগতপ্রাণা অ্যাণ্ড্রোম্যাকী মৃতপ্রায় হইয়া আসিলেন এবং তাঁহাদের পশ্চাতে একটু দূরে অশ্রুপূর্ণ-নয়নে আনত-বদনে হেলেনও আসিলেন। ট্রয়বাসীরা সকলেই হেলেনকে অলক্ষ্মী ভাবিয়া বিষনয়নে দেখিত, কেবল হেক্টর তাঁহাকে কখন দুর্বাক্য বলেন নাই। হেক্টরের সেই সদয় ব্যবহার স্মরণ করিয়া হেলেন যে বিলাপ করিয়াছেন তাহা বড়ই

মর্ম্মস্পর্শী ;—তিনি হেক্টরের আত্মাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন—

ভ্রাতৃগণমধ্যে তুমি প্রিয়তম মোর।
সত্য বটে দেব-শ্রী প্যারিস্ মোর স্বামী—
এনেছে সে এ দেশে আমায়। হায়, আমি
মরিতাম যদি সেই দিন! কিন্তু এবে
বিংশ বর্ষ হয়েছে বিগত সেই দিন
হ'তে, যবে ত্যজি মোর জন্মভূমি আমি
এসেছি হেথায়। এই দীর্ঘকালে কভু
একটী ঘৃণার কথা, কঠোর বচন,
শুনি নাই তব মুখে। তোমার সমক্ষে
ভ্রাতা, ভগ্নী, ভ্রাতৃজায়া, মাতা (পিতা তব
পিতৃতুল্য চির-স্নেহময়) কিম্বা যদি
অন্য কেহ কুবচন কহিত আমারে,
নিবারিতে তাঁহাদের, ব্যথিত হৃদয়ে
তুমি, কোমল বচনে। কাঁদি আমি আজ
তোমাতরে আর নিজ হীনভাগ্য স্মরি।
সমগ্র ট্রয়ের মধ্যে কেহ নহে তুষ্ট
মম প্রতি, কৃপাদৃষ্টি কেহ না বিতরে,
অলক্ষ্মী ভাবিয়া মোরে সবে ঘৃণা করে।

তাই হেলেনও আজ সেই সদাশয় বীরের জন্য কাঁদিতে আসিয়াছেন। আর ট্রয়নগর-বাসীরা তাহাদের দেশের গৌরব-রবি, বীরের আদর্শ, ট্রোজান জাতির শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার, হেক্টরের

জন্য শোকে অভিভূত হইবে তাহাতে আর বিচিত্রতা কি ? হোমার, অ্যাকিলিজ্‌কেই তাঁহার ইলিয়াড কাব্যের নায়ক করিয়াছেন ; কিন্তু হেক্টরের মত উচ্চাদর্শের বীর-চরিত্র একালের বিচারে, তাঁহার কাব্যে আর নাই। পরবর্ত্তী কালে পাশ্চাত্য দেশের কবিগণ যখন বীর নায়কের চরিত্র আঁকিয়াছেন, তখন হেক্টরকেই তাঁহারা আদর্শ করিয়াছেন, অ্যাকিলিজ্‌কে করেন নাই। আমাদের দেশের কবিকুলও সেই পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন—মধুসূদনের মেঘনাদ এবং হেমচন্দ্রের রুদ্রপীড়ের কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য।

হেক্টরের দেহ সৎকারের জন্য অ্যাকিলিজের কথায় গ্রীকরা একাদশ দিবস যুদ্ধ স্থগিত রাখিলেন। সেই সময় ট্রোজানরা হেক্টরের মৃতদেহ রাজবাটীর একটী গৃহে নয় দিন রক্ষা করিলেন। সমস্ত ট্রয় নগর শোকের চিহ্ন ধারণ করিল। দশম দিনে হেক্টরের দেহ সমাহিত করা হইল। একাদশ দিবসে সেই সমাধির উপর স্মৃতি-স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া ট্রয়নগরবাসীরা তাহাদের শ্রেষ্ঠ-মহারথীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিল।

ট্রোজানদের শেষ যুদ্ধ।

হেক্টরের মৃত্যুতে ট্রোজানরা হতাশ হইয়া পড়িয়াছিল ; তাহারা যুদ্ধে পরাজিত হইতে লাগিল। কিন্তু তত্রাচ তাহারা যুদ্ধ করিতে নিরস্ত হইল না। ট্রয় অবরোধের দশম বর্ষে থ্রেস্ রাজ্যের উত্তর সীমান্ত প্রদেশ হইতে একদল নারী-

সৈন্য প্রায়ামকে সাহায্য করিতে আসিল। সেই ভৈরবী বীরাঙ্গনাগণ গ্রীক যোদ্ধাদিগের অপেক্ষা শক্তিতে বা শৌর্য্যে হীনা ছিলেন না—প্রত্যুত তাঁহাদের রণনৈপুণ্যে গ্রীকরা পদে পদে পরাস্ত হইতে লাগিল। তাঁহাদের রাণী পেন্‌থেসিলিয়া ছিলেন—রণদেব মার্সের কন্যা। তিনি নিজেই রণরঙ্গিণী মূর্ত্তিতে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইয়া সৈন্যচালনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার নেতৃত্বে ট্রোজানরা আবার নগরের বহির্দ্দেশে আসিয়া গ্রীকদের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল এবং জয়ীও হইতে লাগিল। শেষে সেই বীরাঙ্গনাকে অ্যাকিলিজ্ বর্শাঘাতে বধ করিলেন। পেন্‌থেসিলিয়া রণস্থলে মৃত্যুশয্যা গ্রহণ করিলে, তাঁহার মস্তক হইতে বিজয়ী অ্যাকিলিজ্ শিরস্ত্রাণ খুলিয়া লইতে যাইলেন। কিন্তু মস্তকের আবরণ উম্মোচন করিতেই সেই বীরাঙ্গনার অনুপম রূপলাবণ্য দেখিয়া অ্যাকিলিজ্ বিমুগ্ধ হইয়া গেলেন। সেই ললনাবধ-জনিত অনুতাপে দগ্ধ হইয়া তিনি কিয়ৎকাল বিস্ময়-বিমুগ্ধনয়নে চিত্রার্পিতের ন্যায় সেইস্থলে দণ্ডায়মান রহিলেন। অ্যাকিলিজ্‌কে তদবস্থ দেখিয়া থার্সাইটিজ্ নামে একজন দুর্ম্মুখ খঞ্জ ও কুটিলচিত্ত গ্রীক তাঁহাকে বিদ্রূপ করিল। এই থার্সাইটিজ্ই একবার অ্যাগামেম্‌নন্‌কে কটুকথা বলিয়া ইউলিসিজের হস্তে লাঞ্ছিত হইয়াছিল। এবার তাহার পাপের চরম প্রায়শ্চিত্ত হইল। ক্রুদ্ধ অ্যাকিলিজের এক মুষ্ট্যাঘাতে সে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

কিছু দিন পরে মিশরদেশ হইতে (কেহ কেহ বলেন

অ্যাসিরিয়া হইতে) একদল কাফ্রী যোদ্ধা ট্রোজানদের সাহায্য করিতে আসিল। তাহাদের অধিনায়ক ছিলেন—উষাদেবীর পুত্র মেম্‌নন্ ; তিনি একজন অলৌকিক রূপবান্ বীরপুরুষ। মেম্‌নন্ কিছুকাল যুদ্ধ করিয়া গ্রীকদের বহুসংখ্যক সৈন্য বধ করিলেন। তৎপরে তিনিও অ্যাকিলিজের হস্তে নিহত হইলেন।

অ্যাকিলিজের মৃত্যু

ট্রয়ের পতন নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিয়াছিল—উক্ত ঘটনাদ্বয় নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের শেষ শিখা মাত্র। কিন্তু অ্যাকিলিজের দ্বারা ট্রয়নগর বিজিত হইল না—ট্রয়ের পতন দেখিবার সৌভাগ্য তাঁহার অদৃষ্টে ছিল না। ট্রয়ের পতন হইবার পূর্ব্বেই অ্যাকিলিজের মৃত্যু হইল। স্কিয়ান তোরণের নিকট—যেখানে তিনি হেক্টরকে নিহত করিয়াছিলেন, ঠিক সেই স্থানে—প্যারিস্ অন্তরাল হইতে তীরবিদ্ধ করিয়া তাঁহাকে হত্যা করিল। অ্যাকি-লিজের মাতা জলদেবী থেটিস্ শিশুকালে তাঁহাকে পাতালের ষ্টীক্স নদীর জলে ডুবাইয়া লইয়াছিলেন। ষ্টীক্স নদীর জলে ডুবাইলে শরীর বজ্রের মত কঠিন হয়, অস্ত্রাঘাতে অভেদ্য হইয়া যায়। কিন্তু অ্যাকিলিজ্‌কে দক্ষিণ পদের গোড়ালি ধরিয়া জলে নিমজ্জিত করিয়াছিলেন বলিয়া সেই গোড়ালিতে নদীর জল স্পর্শ করে নাই ; সেই জন্য সমস্ত দেহের মধ্যে, দুর্য্যোধনের উরুর মত, অ্যাকিলিজের গুল্‌ফে অস্ত্রাঘাতের ভয় ছিল। ভাগ্যচক্রে প্যারিসের তীর ঠিক সেই গুল্‌ফেই লাগিয়া,

অ্যাকিলিজের মৃত্যুবাণে পরিণত হইল। হেক্টরের অভিশাপ সফল হইল। অ্যাকিলিজের জননী পূর্ব্বেই তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, ট্রয়যুদ্ধে তাঁহার বীরত্বে জগৎ চমকিত হইবে, কিন্তু তাঁহার মৃত্যু হইবে। তাহাই হইল।

প্রবাদ আছে যে, অ্যাকিলিজের ইহ-জীবন যেমন অসাধারণ, তাঁহার পর-জীবনও সেইরূপ অলৌকিক। তাঁহার মৃত্যু হয় নাই, তিনি সশরীরে লোকান্তরে গমন করিয়াছিলেন। মৃত্যুর পরে তাঁহার বন্ধু পেট্রোক্লসের বা শত্রু হেক্টরের মত তাঁহাকে প্রেতপুরীতে গিয়া হাহা করিয়া অন্ধকারে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয় নাই। গ্রীকরা তাঁহার মৃতদেহ সৎকারের জন্য প্রকাণ্ড চিতা সুসজ্জিত করিয়াছিল, কিন্তু অকস্মাৎ তাঁহার দেহের তিরোধান হইল। তাঁহার জননী থেটিস্‌দেবী তাঁহাকে ইউক্‌জাইন্ সাগরের (কৃষ্ণসাগর) মধ্যস্থ লিউকি দ্বীপে চির-সুখ-শান্তিময়, অভিনব এবং অনন্ত জীবন যাপন করিবার জন্য বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন।

প্যারিস্ বধ।

অ্যাকিলিজের হত্যাকারী প্যারিসেরও দিন ঘনাইয়া আসিয়াছিল। গ্রীকরা জানিতে পারিয়াছিল যে তাহাদের পৌরাণিক বীর হার্কিউলিজের তীর বিঁধিয়া না মারিলে প্যারিস মরিবে না। হার্কিউলিজ্ সেই তীর মৃত্যুকালে তাঁহার বন্ধু ফাইলক্‌টেটিজের হস্তে সমর্পণ করিয়া যান। যুদ্ধে আসিবার সময় গ্রীকরা

ফাইলক্‌টেটিজ্‌কে ডাকিয়া আনেন, কিন্তু তাঁহার পায়ে একটা দুর্গন্ধ ক্ষত (কুষ্ঠব্যাধি) ছিল বলিয়া তাঁহাকে গ্রীকেরা ন্যামোস্‌ দ্বীপে ফেলিয়া রাখিয়া আসেন। এখন নয় বৎসরের পর দায়ে পড়িয়া প্যারিসকে বধ করিবার জন্য ফাইলক্‌টেটিজের খোঁজ পড়িল। কিন্তু ফাইলক্‌টেটিজ্‌ ঘোর অভিমান করিয়াছিলেন; এখন তাঁহাকে সমরক্ষেত্রে আনয়ন করা সহজ কথা নয়। গ্রীকেরা ইউলিসিজ্‌কে সেই দায় হইতে তাঁহাদের উদ্ধার করিতে পাঠাইলেন। ইউলিসিজ্‌ কিছুতেই পশ্চাৎপদ হইবার পাত্র ছিলেন না। তিনি যাইয়া মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া ফাইলক্‌টেটিজ্‌কে যুদ্ধস্থলে আনিয়া উপস্থিত করিলেন। ফাইলক্‌টেটিজ্‌ সেই হার্কিউলিজের তীর—প্যারিসের মৃত্যুবাণ—আনিয়াছিলেন। সেই বাণ নিক্ষেপ করিয়া তিনি প্যারিসকে বধ করিলেন।

মিনার্ভা-মূর্ত্তি হরণ।

গ্রীকেরা জানিতে পারিয়াছিলেন যে ট্রয় নগরে জুপিটারের প্রদত্ত যে মিনার্ভা-মূর্ত্তি (প্যালেডিয়াম্‌) আছে উহাই ট্রয় নগরের বাস্তুদেবতা। সেই মূর্ত্তি নগরে অধিষ্ঠিত থাকিতে কেহ ট্রয় নগর অধিকার করিতে পারিবে না। সেই মিনার্ভা-মূর্ত্তি হরণ করিয়া আনিতেই হইবে। কিন্তু শত্রুপুরীতে যাইয়া কে সেই দুঃসাহসিক কাজ করে? এবারেও ইউলিসিজ্‌ অগ্রসর হইলেন। তিনি ডায়োমিডের সঙ্গে ছদ্মবেশে নগরে প্রবেশ করিলেন। কেহই

তাঁহাদের চিনিতে পারিল না ; কেবল, হেলেন ইউলিসিজের ছিন্ন বস্ত্র ও নিজেরই অস্ত্রাঘাতে রক্তাক্তদেহ সত্ত্বেও তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি, পূর্ব্ব-পতির দেশের উপর আন্তরিক মমতার জন্যই হউক অথবা ট্রয়ের পতন অবশ্যম্ভাবী বুঝিয়াই হউক, সে কথা প্রকাশ করিলেন না। চতুর ইউলিসিজ শত্রুদের চক্ষে ধূলি দিয়া সেই মিনার্ভা-মূর্ত্তি রাত্রির অন্ধকারে নগর হইতে বাহির করিয়া আনিলেন।

"ট্রোজান অশ্ব"—ট্রয়ের পতন।

এত করিয়াও কিন্তু গ্রীকরা ট্রয় নগর অধিকার করিতে পারিল না। ট্রয় নগরের সেই দেবতাদের গ্রথিত প্রাচীর ভাঙ্গিয়া তাহাদের নগরে প্রবেশ করিবার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। শেষে তাহারা একটা কৌশল প্রয়োগ করিল। তাহারা একটী প্রকাণ্ড কাষ্ঠের ঘোটকের শূন্য উদরের মধ্যে তাহাদের কয়েকজন নির্ব্বাচিত বীরপুরুষকে লুকাইয়া রাখিয়া ট্রোজানদের বলিয়া পাঠাইল যে, তাহারা আর যুদ্ধ করিবে না, দেশে ফিরিয়া যাইবে ; কেবল তাহাদের একটী অনুরোধ যদি ট্রোজানরা রক্ষা করে। তাহারা মিনার্ভা দেবীকে পূজা দিবার জন্য একটী কাষ্ঠের ঘোটক তৈয়ারী করিয়াছে। যদি সেটীকে ট্রোজানরা নগরের মধ্যে লইয়া গিয়া মিনার্ভা দেবীর মন্দিরে পূজা দেয় তাহা হইলেই তাহারা ট্রয় ত্যাগ করিয়া যায়। ট্রয়ের প্রাচীরের উপর হইতে ট্রোজানরা দেখিল যে গ্রীকরা সত্য সত্যই

সেই বিরাট্‌কায় অশ্বটীকে নগরের বাহিরে ফেলিয়া রাখিয়া, তাহাদের কাষ্ঠনির্ম্মিত বহুক্রোশব্যাপী শিবিরে অগ্নি লাগাইয়া, জাহাজে গিয়া উঠিতেছে। ট্রোজানরা গ্রীকদের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিল না; তাহাদের মধ্যে যাহারা সন্দেহ করিল যে গ্রীকদের মনের মধ্যে কিছু দুরভিসন্ধি আছে, তাহাদের কথাও কেহ গ্রাহ্য করিল না। ট্রোজানরা শত্রুদের দীর্ঘকাল অবরোধ হইতে অচিরে নিষ্কৃতি পাইবার আনন্দে, দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ নিজেরাই প্রাচীরের কিয়দংশ ভগ্ন করিয়া সেই বিরাট্‌কায় অশ্বকে নগরের মধ্যে প্রবেশ করাইল।

গ্রীকদের রণতরীগুলি টেনেডস্‌দ্বীপের নিকট গিয়া অপেক্ষা করিতেছিল। রাত্রিকালে সেই সমস্ত রণতরী ফিরিয়া আসিল এবং গ্রীক সৈন্যগণ নিঃশব্দে জাহাজ হইতে অবতরণ করিয়া অন্ধকারে আসিয়া নগর-প্রাচীরের বাহিরে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। এদিকে নগরের মধ্যে গভীর রজনীতে সেই কাষ্ঠ-ঘোটকের উদর হইতে সশস্ত্র গ্রীকবীরেরা একে একে বাহির হইল—(সেই ঘোটকের মধ্যে কয়জন বীর ছিল, হোমার সে কথা নিজে কিছু বলেন নাই। ফরাসী-অনুবাদকেরা অনুমান করিয়াছিলেন—দুই তিন শত ব্যক্তি ছিল। ফরাসী বীর-কেশরী নেপোলিয়ন্ সে কথার আলোচনা করিয়া বলিয়াছিলেন, তত লোক থাকা অসম্ভব। মহাকবি ভার্জ্জিল তাঁহার ঈনীড্-কাব্যে নয়জন মাত্র বীরের নাম উল্লেখ করিয়াছেন।) তাঁহাদের নেতা হইয়া গিয়াছিলেন চতুরচূড়ামণি ইউলিসিজ্। তাঁহার

বুদ্ধিতেই সেই বিখ্যাত 'ট্রোজান অশ্বে'র ফন্দী বাহির হইয়াছিল। গ্রীক বীরেরা ট্রোজান প্রহরীদের হত্যা করিয়া নগরের দ্বার খুলিয়া দিল। গ্রীকসৈন্যগণ পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত ছিল, তাহারা জলস্রোতের মত সুষুপ্ত নগরে প্রবেশ করিয়া গৃহে গৃহে অগ্নি সংযোগ করিয়া দিল এবং নিদ্রিত ট্রয়বাসীদের হত্যা করিল। চারিদিকে হাহাকার উঠিল। ট্রোজানদের রক্তে নগরের রাজপথে নদী বহিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে সেই সৌধমালা-পরিশোভিত বিশাল নগর ভগ্নস্তূপে পরিণত হইল। ট্রয়রাজ্যের পতন হইল।

ট্রয়-রাজবংশের পরিণাম।

রাজা প্রায়ামের বংশের পরিণামকাহিনী হোমার বর্ণনা করেন নাই। সে কথা তৎকালে গ্রীকদের মধ্যে মুখে মুখে বংশানুক্রমে প্রচারিত হইয়া সকলেরই সুপরিচিত ছিল বলিয়া সম্ভবতঃ হোমার সে বৃত্তান্ত বর্ণনা করিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। বহুকাল পরে রচিত রোমান কবি ভার্জ্জিলের "ঈনীড্" কাব্য হইতে সেই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ আমরা জানিতে পারি। ভার্জ্জিল বলেন, গ্রীকরা যখন ট্রয় ধ্বংস করিয়া রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিল, তখন প্রায়াম জরা-শিথিল অঙ্গে তাঁহার পুরাতন বর্ম্ম পরিধান করিয়া অসিহস্তে যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। রাণী হেকিউবা রাজপুরীর মহিলাগণের সহিত রাজবাটীর দেবালয়ে গিয়া আশ্রয়

লইলেন। তিনি বৃদ্ধ স্বামীকে সেইখানে ডাকিয়া বৃথা যুদ্ধ করিবার বাসনা হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। সেই সময়ে অ্যাকিলিজের পুত্র পির্‌হাস্‌ (রক্তকেশ) নিওপটোলিমাস্‌, প্রায়ামের এক পুত্রের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহাকে তাহার পিতার সম্মুখেই হত্যা করিল। বৃদ্ধ রাজা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তিনি দুর্ব্বলহস্তে গ্রীক-বীরের গাত্রে বল্লম ছুড়িয়া মারিলেন। সে আঘাতে নিওপটোলিমাসের কিছুই হইল না, কিন্তু সে বৃদ্ধ রাজাকে সেই দেবালয়ে বেদীর কাছে টানিয়া আনিয়া নির্দ্দয়ভাবে হত্যা করিল। অ্যাকিলিজের নিকট হেক্টরের দেহভিক্ষা করিতে গিয়া প্রায়াম যখন অশ্রুপূর্ণনেত্রে বলিয়াছিলেন—

তোমার পিতাকে স্মরি' করুণ-কটাক্ষ-
পাত কর মোর পানে। কৃপাপাত্র মম
সম কে আছে এ ভবে? কে কবে আমার
মত নতশিরে চুম্বিয়াছে পুত্ররক্তে
আরক্তিম পুত্রঘাতী অরাতির কর?

তৎকালে অ্যাকিলিজের পাষাণ হৃদয়ও করুণায় আর্দ্র হইয়াছিল। কিন্তু নিওপটোলিমাসের হৃদয় তাহার পিতার অপেক্ষাও কঠিন। সে পুত্রশোকাতুর বৃদ্ধ রাজাকে ক্ষমা করিল না।

প্রায়ামের অর্দ্ধশত পুত্রগণের ও দ্বাদশজন কন্যার মধ্যে যাঁহারা জীবিত ছিলেন গ্রীকরা তাঁহাদের কাহাকেও বা-

বন্দিনী অ্যান্‌ড্রোমাকী। [১৯ পৃষ্ঠা]

চিত্রকর—লর্ড লেটন।

হত্যা করিল, কাহাকেও বা বন্দী করিল। হেক্টরের শিশু পুত্র অ্যাষ্টায়ানাক্সকে গ্রীকরা অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিল। হেক্টরের পত্নী অ্যাণ্ড্রোম্যাকীর সম্বন্ধে কেহ বলেন, বন্দীদের বিভাগ করিবার সময় তিনি অ্যাকিলিজের পুত্র নিওপটোলিমাসের অংশে পড়েন। অ্যাকিলিজের মৃত্যুর পর নিওপটোলিমাস্ ট্রয় যুদ্ধে আসিয়াছিলেন। তিনি অ্যাণ্ড্রোম্যাকীকে বন্দিনী করিয়া এপিরসে লইয়া গিয়া পত্নীস্থানীয় করিয়া নিজের বাটীতে রাখেন। আবার কেহ কেহ বলেন এপিরসে গিয়া অ্যাণ্ড্রোম্যাকী, হেক্টরের একভ্রাতা হেলেনাস্কে বিবাহ করিয়া, একটী নিভৃত স্থানে দুঃখিনীর মত হেক্টরের চিন্তায় জীবনের অবশিষ্ট কাল যাপন করেন।

প্রায়ামের বংশ লোপ হইল। তাঁহার জ্ঞাতি-ভ্রাতা অ্যাঙ্কাইসিসের পুত্র ঈনিয়াস্ কি করিয়া ট্রয় ধ্বংসের সময় আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন ও পরে দেবতাদের অনুগ্রহে নব-রাজ্য স্থাপন করেন তাহাই ভার্জ্জিলের মহাকাব্য ঈনীডের বর্ণনীয় বিষয়। ভার্জ্জিল বলেন যে, রাত্রে গ্রীকরা ট্রয় ধ্বংস করে, সেই রাত্রে ঈনিয়াস্ স্বপ্ন দেখিলেন যে হেক্টরের প্রেতাত্মা ধূলিধূসরিত রক্তাক্ত দেহে আসিয়া তাঁহাকে বলিতেছে, "আর কেন, ট্রয় এইবার গেল—এই বেলা তুমি ট্রয়ের বাস্তুদেবতাদের ও ভেষ্টাদেবীর মন্দিরের পবিত্র অগ্নি লইয়া—'পশ্চিম দেশে' পলায়ন কর। সেই দেশে দেবতা-দের অনুগ্রহে তুমি নূতন রাজ্য স্থাপন করিবে।" ঈনিয়াস জাগ্রত

হইয়া গ্রীকদের রণকোলাহল ও অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা শুনিতে পাইলেন। উঠিয়া দেখেন, গ্রীকরা চতুর্দ্দিকে অগ্নি জ্বালাইয়া দিয়াছে, সমস্ত নগর অগ্নিকাণ্ডে ধ্বংসপ্রায়। ঈনিয়াস্ প্রথমেই একদল ট্রোজান সৈন্য সংগ্রহ করিয়া রাজা প্রায়ামকে রক্ষা করিতে রাজবাটীর দিকে ধাবিত হইলেন। সেখানে গিয়া দেখেন—রাজা সবংশে নিহত হইয়াছেন। পথে যাইতে যাইতে তিনি হেলেনকে ভেষ্টাদেবীর মন্দিরে লুকাইতে দেখিয়াছিলেন, সেইখানে ফিরিয়া গিয়া তিনি ট্রয় ও গ্রীস উভয় দেশেরই কালস্বরূপিণী সেই হতভাগিনী নারীকে হত্যা করিয়া গাত্র-দাহ নিবারণ করিবার জন্য খড়গ তুলিলেন। কিন্তু তাঁহার মাতা ভিনাস্ সেই সময়ে আসিয়া তাঁহাকে নিবারণ করিয়া, বৃদ্ধ পিতা ও স্ত্রীপুত্রের রক্ষার জন্য যাইতে আদেশ করিলেন। অ্যাঙ্কাইসিস্ প্রথমে ট্রয় ত্যাগ করিয়া যাইতে সম্মত হইলেন না; বলিলেন, বৃদ্ধবয়সে তাঁহার আর প্রাণের মায়া নাই—তিনি যুদ্ধ করিয়া দেহত্যাগ করিবেন। শেষে ঈনিয়াসের স্ত্রী ক্রেউসা তাঁহাদের শিশুপুত্র আয়ুলাস্‌কে পিতামহের ক্রোড়ে দিতেই একটী মণ্ডলাকার জ্যোতিঃ বালকের মস্তকের চতুর্দ্দিকে আবির্ভূত হইয়া বৃদ্ধকে জানাইয়া দিল যে সেই শিশু উত্তরকালে রাজা হইবে। পৌত্রের ভবিষ্যৎ গৌরবের আশায়, বৃদ্ধ ট্রয় ত্যাগ করিতে শেষে সম্মত হইলেন। ঈনিয়াস্ জরাগ্রস্ত পিতাকে স্কন্ধে বহন করিয়া লইয়া চলিলেন। বালক আয়ুলাস্ তাঁহার পার্শ্বে পার্শ্বে চলিল। ক্রেউসা তাঁহাদের পশ্চাদ্গমন করিলেন। পাছে শত্রুরা বাস্তুদেব-

মূর্ত্তিগুলি কাড়িয়া লয় এই ভয়ে ঈনিয়াস্ সোজা পথে না গিয়া একটু ঘুরিয়া, যেখানে তাঁহার সঙ্গীদের একত্র হইতে বলিয়াছিলেন, সেই সাঙ্কেতিক স্থানে গিয়া পঁহুছিলেন। সেখানে আসিয়া দেখেন অপর সকলে আসিয়াছে, কিন্তু ক্রেউসা আসেন নাই। আশঙ্কায় ও দুঃখে উন্মত্তের ন্যায় হইয়া তিনি নগরে পুনঃ প্রবেশ করিলেন এবং স্ত্রীর নাম করিয়া ডাকিতে ডাকিতে প্রায়ামের ধ্বংসাবশেষ রাজবাটী অবধি ছুটিয়া গেলেন। সেই সময়ে ক্রেউসার প্রেতমূর্ত্তি আসিয়া তাঁহাকে বলিল, "আর কেন বৃথা আমার অনুসন্ধান করিতেছ। আমি আর এ জগতে নাই। শত্রুহস্তে বন্দিনী না হইয়া আমি যে মরিয়াছি তাহা ভালই হইয়াছে। দেবতারা তোমার যে ভবিষ্যৎ সৌভাগ্যের কথা বলিয়াছেন, তাহা জানিতে পারিয়া আমার মনে এখন আর কোনও কষ্ট নাই।" ঈনিয়াস্ বিষণ্ণ মনে সেখান হইতে ফিরিয়া সঙ্গীদের সহিত আইডা পর্ব্বতে গিয়া সমস্ত শীতকাল লুক্কায়িত রহিলেন। সেই পর্ব্বতে উৎপন্ন দেবদারু কাষ্ঠে বিংশতি খানি জাহাজ তৈয়ারী করিয়া, গ্রীষ্মকালের প্রারম্ভে পিতা, পুত্র ও হতাবশিষ্ট ট্রোজানদের সহিত দেবতাদের প্রতিশ্রুত তাঁহার ভাবী রাজ্য—(পরবর্ত্তীকালে বিখ্যাত রোম-সাম্রাজ্য)—সেই অজানিত "পশ্চিম দেশের" (ইটালী দেশের) উদ্দেশে সমুদ্রযাত্রা করিলেন।

প্যারিসের মৃত্যুর পর তাহার এক ভ্রাতা ডীইফোবাস্, হেলেনকে নিজের বাটীতে লইয়া গিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছিল।

ট্রয় নগরে আগুন জ্বলিয়া উঠিতেই হেলেনকে রক্ষা করিবার জন্য গ্রীকরা তাঁহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। শেষে ইউলিসিজ্ সন্ধান করিয়া তাঁহাকে বাহির করিলেন ও মেনেলসের হস্তে সমর্পণ করিলেন। প্রবাদ, মেনেলস সেই কুলত্যাগিনীর পাপের প্রতিফল দিবার জন্য ক্রোধে জ্ঞানহারা হইয়া তাঁহাকে কাটিতে যাইলেন কিন্তু যেমন হেলেনের সেই ভুবনমোহিনী মূর্ত্তি তাঁহার চক্ষে পড়িল, অমনি তাঁহার রূপের মোহে মেনেলসের উদ্যত খড়্গ নিশ্চল হইয়া গেল—তিনি হেলেনকে ক্ষমা করিয়া পুনরায় গ্রহণ করিলেন।

গ্রীক বীরগণের পরিণাম।

গ্রীকরা রণজয় করিয়া ট্রয় ধ্বংস ও হেলেনের উদ্ধার করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের বহু লোকক্ষয় হইল। যুদ্ধের দশমবর্ষে ট্রয়ের পতন হয়, সেই দশবর্ষব্যাপী মহাসমরে গ্রীকদের অনেক বীরকে ট্রয়ক্ষেত্রে প্রাণ দিতে হইয়াছিল। অ্যাকিলিজের মৃত্যু হইলে, তাঁহার বর্ম্ম ও অস্ত্রশস্ত্র কাহাকে দেওয়া হইবে এই কথা উঠিলে, সমস্ত গ্রীকসৈন্য একমত হইয়া ইউলিসিজ্‌কে সেই মহারথীর অস্ত্র পাইবার যোগ্যপাত্র স্থির করিয়া তাঁহাকেই সেগুলি উপহার দিয়া সম্মানিত করিলেন। কিন্তু ইহাতে এক বিপত্তি ঘটিল। মহাকায় অ্যাযাক্স সেই বর্ম্ম ও অস্ত্র পাইবার দাবী করিয়াছিলেন। তাঁহাকে না দেওয়াতে তিনি অভিমানে উন্মত্ত হইয়া নিজের তরবারির উপর মুক্তবক্ষে

ঝম্প প্রদান করিয়া আত্মহত্যা করিলেন। অ্যাযাক্সের এই শোচনীয় পরিণামের বিষয়ে রোমান্ নাট্যকার সফোক্লিস্ একটী বিয়োগান্ত নাটক লিখিয়া এই ঘটনা চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। অ্যাকিলিজের সেই অস্ত্র-শস্ত্র ইউলিসিজ্ নিজে না লইয়া অ্যাকিলিজের পুত্র নিওপটোলিমাসকে দান করেন।

ট্রয় ধ্বংস করিবার সময় গ্রীকরা ট্রোজানদিগের দেবতাদের অপমান করিয়াছিলেন বলিয়া যুদ্ধশেষেও তাঁহাদের দুর্দ্দশার সীমা রহিল না। যাঁহারা দেশে ফিরিবার আশায় জাহাজে উঠিলেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই সমুদ্রে জলমগ্ন হইয়া প্রাণ হারাইলেন। যাঁহারা প্রাণে প্রাণে দেশে ফিরিলেন তাঁহারাও অনেকে সুখী হইতে পারিলেন না। ইউলিসিজ্ দেশে ফিরিবেন বলিয়া জাহাজে উঠিলেন, কিন্তু ঝড়তুফানে তাঁহার তরীগুলি গ্রীসের দিকে না যাইয়া আফ্রিকার উপকূলে গিয়া পড়িল। দশবর্ষ নানাদেশে ঘুরিয়া, ভয়ানক বিপদে পড়িয়া, জাহাজ, লোকজন সমস্ত হারাইয়া, তিনি একা স্বদেশ ইথাকাদ্বীপে ফিরিলেন। দেশে আসিয়া দেখিলেন, শত্রুরা তাঁহার স্ত্রী পেনেলোপীকে বিবাহ করিবার জন্য তাঁহার বাটী দখল করিয়া বসিয়া আছে। শত্রুদের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে স্ত্রী ও রাজ্য উদ্ধার করিতে হয়। ইউলিসিজের প্রত্যাবর্ত্তনের কাহিনীই হোমার তাঁহার অপর মহাকাব্য অডিসিতে বর্ণন করিয়াছেন। খর্ব্বকায় অ্যাযাক্সের জাহাজ

ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় তিনি সমুদ্রে জলমগ্ন হইলেন। অ্যাগামেম্‌নন্ দেশে ফিরিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি বাটীতে আসিলে তাঁহার দুষ্টা স্ত্রী ক্লাইটিম্‌নেষ্ট্রা ও তাঁহার পিতৃব্য-পুত্র পাপাত্মা ঈজিস্‌থাস্ ষড়্‌যন্ত্র করিয়া তাঁহাকে হত্যা করে। ডায়োমিডও বাটীতে আসিলে তাঁহার পাপীয়সী স্ত্রীর হস্তে অপঘাতমৃত্যু হইতে ভাগ্য-ক্রমে রক্ষা পান। টিউসার স্বদেশে ফিরিলে, তিনি তাঁহার অগ্রজ দীর্ঘকায় অ্যাযাক্সকে ফিরাইয়া আনিতে পারেন নাই বলিয়া, তাঁহার বৃদ্ধ পিতা টিলেমন্ তাঁহাকে বাটীতে প্রবেশ করিতে দেন নাই। বৃদ্ধ নেষ্টর দেশে ফিরিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার উপযুক্ত পুত্র অ্যাণ্টিলোকাস্‌কে ট্র‍য়ের যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি চিরদিনের তরে হারাইয়া আসিয়াছিলেন। মেনেলস্ তাঁহার স্ত্রী হেলেনকে লইয়া স্পার্টায় ফিরিয়াছিলেন। হেলেন, প্যারিসকে বিবাহ করিয়া ট্রোজান-রাজপুত্রবধূর মত ট্র‍য়নগরে বিংশতি বৎসর বাস করিয়াছিলেন। তাঁহাকে আমাদের আদর্শ সতী সীতাদেবীর মত শত্রুপুরীতে পতির জন্য কাঁদিয়া ও অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া কষ্টে কাল কাটাইতে হয় নাই। কিন্তু হেলেনও ট্র‍য়নগরে মনের সুখে ছিলেন না। তিনি নিজেই দুঃখ করিতেন—

এ বিশাল ট্রয়ে কেহ প্রীতিচক্ষে দেখে না আমায়,
হেরিলে আমাকে পথে ট্রয়বাসী শিহরিয়া যায়।

মেনেলসের মত সদাশয় স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া, প্যারিসের মত অপদার্থ পুরুষের সঙ্গিনী হইতে হইয়াছিল বলিয়া এবং তাঁহারই জন্য গ্রীক ও ট্রোজানদের যুদ্ধে লোকক্ষয় হইতেছিল

দেখিয়া, তিনি আপনাকে দুর্ভাগ্যবতী বলিয়া সদাই ধিক্কার দিয়া আক্ষেপ করিতেন—

হায়! আমি যেই দিন পড়িলাম মাতৃগর্ভ হতে,
কেন না ফেলিল মোরে ঝঞ্ঝাবাতে আছাড়ি' পর্ব্বতে!

কিন্তু তিনি স্বেচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক পতিগৃহ ত্যাগ করিয়া আসিয়া প্যারিসের পত্নীত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন এবং দীর্ঘকাল তাঁহার সহিত একত্র বাস করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার চরিত্র একালের আদর্শে কিছুতেই নারীজনোচিত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না; সে কালের লোকে কিন্তু হেলেনের দোষ অমার্জ্জনীয় ভাবিতেন না। বৃদ্ধ প্রায়াম উদার-ভাবে হেলেনকে সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা করিয়াছিলেন। তিনি হেলেনকে সান্ত্বনা দিতেন—

হে মন্দভাগিনী তব নাহি কোন দোষ,
এ কাল-দ্বন্দ্বের তরে দায়ী দেব-রোষ।

রাজা মেনেলস্‌ও তাঁহাকে তৎকালীন গ্রীক সমাজের সম্মতি-ক্রমেই পুনরায় পত্নীভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং স্পার্টায় ফিরিয়া আসিয়া উভয়ে জীবনের অবশিষ্ট কাল সুখে স্বচ্ছন্দে অতিবাহন করিয়াছিলেন।

পরিশিষ্ট।

ব্যক্তি ও স্থানের নামের বর্ণানুক্রমিক তালিকা।

নাম	পরিচয়	পৃষ্ঠা
আইডোমিনিউজ্ (Idomeneus)	ক্রীটদ্বীপের রাজা	১৭
অ্যাকিলিজ্ (Achilles)	গ্রীকদের শ্রেষ্ঠ বীর : ইলিয়াড কাব্যের নায়ক	১৪
অ্যাঙ্কাইসিজ্ (Anchises)	রাজা প্রায়ামের জ্ঞাতি ; ঈনিয়াসের পিতা	২৫
অ্যাগামেম্‌নন্ (Agamemnon)	মাইসেনীর রাজা , গ্রীকদের প্রধান সেনাপতি	১২
অ্যাট্রুজ্ (Atreus)	গ্রীকদেশের একজন রাজা ; অ্যাগামেম্‌নন্ ও মেনেলসের পিতা	১২
অ্যাণ্টিক্লিয়া (Anticlea)	ইউলিসিজের মাতা	১৩
অ্যাণ্টিলোকাস্ (Antilochus)	নেষ্টরের পুত্র ; গ্রীকবীর,	১৭
অ্যাণ্ড্রোম্যাকী (Andromache)	ট্রোজানবীর হেক্টরের পত্নী	২৫
অ্যাপোলো (Apollo)—গ্রীকনাম ফিবাস (Phœbus)	গ্রীকদের সূর্য্যদেব	১৮
অ্যাযাক্স—দীর্ঘকায়—(Ajax)—গ্রীকনাম অ্যায়াক্স—স্যালামিসবাসী মহাবলবান্	গ্রীকযোদ্ধা	১২
অ্যাযাক্স—খর্ব্বকায়—(Ajax)	লোরিসবাসী গ্রীকবীর	১৭
অ্যাষ্টায়ানাক্স (Astyanax)	ট্রোজানবীর হেক্টরের শিশুপুত্র	৪৪
অ্যায়ুলাস্ (Iulus)	ঈনিয়াসের শিশুপুত্র	৯২
ইউক্‌জাইন্ (Iuxine) সাগর	কৃষ্ণসাগর	৮৫
ইউকিনর (Euchenor)	করিন্থবাসী গ্রীকযোদ্ধা	১২
ইউরিয়েলাস্ Euryalus)	গ্রীকযোদ্ধা	৭৬
ইউলিসিজ্ (Ulysses)	গ্রীক নাম ওডিসিউজ (Odysseus) ইথাকা দ্বীপের রাজা—অডিসি কাব্যের নায়ক	১৩
ঈজিস্‌থাস্ (Ægisthus)	আর্গসের রাজা—অ্যাগামেম্‌ননের পিতৃব্য-পুত্র	৯৬
ইনিউজ্ (Œneus)	গ্রীকবীর ডায়োমিডের পিতামহ	৪১
ইওনী (Œnone)	আইডা পর্ব্বতবাসিনী দেবকুমারী—প্যারিসের বাক্‌দত্তা পত্নী	১০
ইফিজিনিয়া (Iphigenia)	অ্যাগামেম্‌ননের কুমারী কন্যা	১৯

নাম	পরিচয়	পৃষ্ঠা
ঈনিয়াস্ (Æneas)	ট্রয়দেশীয় একজন মহারথী—ঈনীড্ কাব্যের নায়ক	২৫
একিপোলাস্ (Echepolus)	গ্রীস দেশের সিনায়ন প্রদেশের রাজা	১৩
ওইলিউজ্ (Oileus)	লোরিসের রাজা—খর্ব্বকায় অ্যাযাক্সের পিতা	১৭
কাইরণ (সেণ্টর) (Chiron)	কিন্নর বিশেষ, অর্দ্ধঘোটকাকৃতি মানবদেহ বিশিষ্ট জীব	১৫
ক্যাল্ক্যাস্ (Calchas)	গ্রীসদেশীয় যোদ্ধা ও গণক	২০
ক্যাসাণ্ড্রা (Cassandra)	প্যারিসের এক ভগ্নী—ভবিষ্যৎ বলিতে পারিতেন	১১
ক্রাইসীইজ্ (Chryseis)	ট্রয়দেশের অ্যাপোলার পুরোহিত-কন্যা	২৬
ক্লাইটিম্নেষ্ট্রা (Clytæmnestra)	অ্যাগামেম্ননের স্ত্রী—হেলেনের ভগ্নী	১২
ক্রেউসা (Creusa)	ঈনিয়াসের স্ত্রী	৯২
গ্লকাস্ (Glaucus)	ট্রোজানপক্ষের বীর—লিসিয়া দেশের সেনাপতি	২৬
জুনো (Juno)—গ্রীকনাম হীরা (Here or Hera)	জুপিটারের পত্নী, দেবরাণী (শচী)	৭
জুপিটার (Jupiter)—গ্রীকনাম জিউজ্ (Zeus)	গ্রীকদের দেবরাজ (ইন্দ্র)	৭
জ্যানথাস্ (Xanthus)	অ্যাকিলিজের অমর অশ্ব যুগলের অন্যতম	১৪
টাইডিউজ্ (Tydeus)	আর্গসের রাজা, গ্রীক মহারথী ডায়োমিডের পিতা	১৭
টিউসার্ (Teucer)	অ্যাগামেম্ননের ভ্রাতা—গ্রীকপক্ষের শ্রেষ্ঠ তীরন্দাজ	১৭
টিণ্ডেরাস্ (Tyndarus)	হেলেনের পিতৃস্থানীয়	১২
টিলেমন্ (Telamon)	বড় অ্যাযাক্সের পিতা—স্যালামিস্ প্রদেশের অধিপতি	১২
টেলিমেকাস্ (Telemachus)	ইউলিসিজের পুত্র	১৪
ডায়ানা (Diana)—গ্রীকনাম আর্টিমজ (Artemis)	অ্যাপোলার যমজ ভগ্নী—কুমারী—শিকারীদের দেবতা (চন্দ্র)	১৮
ডায়োমিড (Diomed)	আর্গসের রাজপুত্র ; গ্রীকবীর	১৭
ডীইফোবাস (Deiphobus)	প্যারিসের এক ভ্রাতা	৬৯
ডোলন্ (Dolon)	ট্রোজান যোদ্ধা ও গুপ্তচর	৫২
থার্সাইটিজ্ (Thersites)	একজন দুর্ম্মুখ ও খঞ্জ গ্রীক	৮৩
থেটিস্ (Thetis)	সমুদ্রের দেবতা (বারুণী) ; জুপিটারের কন্যা	১৪
নিওপটোলিমাস্ (Neoptolemus)	অ্যাকিলিজের পুত্র	৯৫

নাম	পরিচয়	পৃষ্ঠা
নেপচুন্ (Neptune)—গ্রীকনাম পোসাইডন (Poseidon) সমুদ্রের দেবতা (বরুণ)		৭
নেষ্টর্ (Nestor)	পাইলসের প্রবীণ ও বিচক্ষণ রাজা ; গ্রীকবীর	১২
পিলপ্স্ (Pelops)	গ্রীসদেশের প্রাচীনকালের রাজা	১২
পিলিউস্ (Peleus)	অ্যাকিলিজের পিতা	১৪
পেনথেসিলিয়া (Penthesilia)	থে্সদেশীয়া বীরাঙ্গনা	৮৩
পেট্রোক্লস্ (Patroclus)	গ্রীকবীর ; অ্যাকিলিজের বন্ধু ও সারথী	১৭
পেনেলোপী (Penelope)	ইউলিসিজের সাধ্বী স্ত্রী	১৩
পোলিডোরাস্ (Polydorus)	প্যারিসের এক ভ্রাতা	৬৬
পোলিডেমাস্ (Polydamas)	ট্রোজান বীর—ট্রোজান যোদ্ধাদের মধ্যে বিজ্ঞতম ব্যক্তি	৫৫
পাণ্ডেরাস্ (Pandarus)	ট্রোজানদের শ্রেষ্ঠ তীরন্দাজ	২৫
প্যারিস (Paris)	প্রায়ামের পুত্র—হেলেনের হরণকারী	৫
প্যালামিডিজ্ (Palamedes)	গ্রীক যোদ্ধা—মেনেলসের দূত	১৩
প্রায়াম (Priam)	ট্রয়দেশের রাজা, প্যারিস ও হেক্টরের পিতা	৫
প্রোটেসিলস্ বা প্রোটেসিলেয়স্ (Protesilaus)	ফাইলেসীর রাজা, গ্রীস পক্ষের বীর	২২
প্লুটো (Pluto)—গ্রীকনাম হেডিজ (Hades) পাতালের দেবতা		৭
ফাইলক্টিটিজ্ (Philoctetes)	গ্রীক পক্ষের যোদ্ধা—হার্কিউলিজের বন্ধু	৮৫
ফিনিক্স (Phœnix)	গ্রীক যোদ্ধা বৃদ্ধ অ্যাকিলিজের বাগ্মিতা শিক্ষক	৫০
বেলিয়াস্ (Balius)	অ্যাকিলিজের অমর অশ্ব যুগলের অন্যতম	১৪
বেলিরোফন (Bellerophon)	ট্রোজান বীর—গ্লকাসের পিতামহ	৪২
ব্রাইসীইজ্ (Briseis)	অ্যাকিলিজের বন্দিনী দাসী	২৭
ভলকান্ (Vulcan)—গ্রীকনাম হিফিস্টস্ (Hephœstus) গ্রীকদের অগ্নিদেব ও	দেবতাদের কর্ম্মকার (বিশ্বকর্ম্মা)	৮
ভিনাস্ (Venus)—গ্রীকনাম অ্যাফ্রোডাইটী (Aphrodite) প্রেম ও সৌন্দর্য্যের দেবী		৮
ভেষ্টা (Vesta)	সতী দেবী ; ট্রোজানদের গৃহদেবতা	৯১
মার্কারী (Merchry)—গ্রীকনাম হার্মিজ (Hermes) দেবদূত		৭৮

নাম	পরিচয়	পৃষ্ঠা
মার্স বা মার্জ (Mars)—গ্রীকনাম এরিজ্ (Ares) দেবসেনাপতি		১৮
মিনার্ভা (Minerva)—গ্রীকনাম প্যালাস এথেনী (Pallas Athene) জ্ঞানদেবী ও রণদেবী		৭
মেম্নন্ (Memnon)	একদল কাফ্রীসৈন্সের নেতা	৮৪
মেনেলস্ বা মেনেলেয়স্ (Menelaus) গ্রীসদেশের রাজা ; হেলেনের স্বামী		৫
ম্যাকাওন্ (Machaon)	গ্রীকসৈন্যের বৈদ্য	৫৩
রিসাস্ (Rhesus)	ট্রোজানপক্ষের যোদ্ধা ; থ্রেসদেশের সেনাপতি	৫২
লাইকাওন্ (Lycaon)	প্যারিসের এক ভ্রাতা	৬৬
লাইকোমিডিজ্ (Lycomedes)	সাইরসের রাজা	১৫
লাওডেমিয়া (Laodamia)	প্রোটেসিলিয়সের স্ত্রী	২২
লিউকি (Leuke) কৃষ্ণসাগরে ডেনিউব নদীর মোহনার নিকট একটী দ্বীপ		৮৫
লেয়ার্টিজ্ (Laertes)	ইউলিসিজের পিতা	১৫
সার্পিডন্ (Serpadon) ট্রোজানপক্ষের বীর—লিসিয়াদেশের সেনাপতি		২৩
সিসিফাস্ (Sisyphus) ট্রোজানপক্ষের বীর— গ্লকাসের পূর্ব্বপুরুষ		৪১
স্ক্যামাণ্ডার্ (Scamander)	ট্রয়দেশের নদী	৬৭
স্যাটার্ন (Saturn)—গ্রীকনাম ক্রোনস (Cronos) জুপিটারের পিতা		৭
ষ্টিক্স্ (Styx)	পাতালের নদী	৮৪
হার্কিউলিজ্ (Hercules)	গ্রীসদেশের পৌরাণিক বীর	৮০
হার্মিয়োনী (Hermione)—হেলেন ও মেনেলেয়সের কন্যা		১১
হেকিউবা (Hecuba)	ট্রয়দেশের রাণী—হেক্টর ও প্যারিসের মাতা	৫
হেক্টর্ ((Hector)	ট্রোজানদের প্রধান বীর—প্যারিসের ভ্রাতা	২৪
হেলেন বা হেলেনা (Helen)	মেনেলেয়সের স্ত্রী—অদ্বিতীয়া সুন্দরী	৫
হেলেনাস্ (Helenus)	প্যারিসের এক ভ্রাতা	৩১